বিপ্লবী বাঙ্গালী

[ঐতিহাসিক নাটক]

নন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত

কলিকাতার সু-প্রসিদ্ধ

মিনার্ভা অপেরা ও ভাণ্ডারী অপেরায় অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

তৃতীয় মুদ্রণ

প্রকাশক—শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ধর
কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

ধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
প্রিন্টার - কে, সি, ধর
১৭ অপা[illegible] চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ভূমিকা

"বিপ্লবী বাঙ্গালী" নাটকখানি রামপাল-ইতিহাস হইতে রচনা করিয়াছি। এই ইতিহাসখানি রামপালের রাজবংশীয় এক লেখকের রচিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, কুতুবউদ্দিন পারস্যের হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়া গজনীর সুলতানের নিকট আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার পিতামাতা বা জন্মস্থান সম্বন্ধে কোন নির্দ্দেশ দেয় নাই। এই রামপাল-ইতিহাসে বলে, বাংলা হইতে দস্যু বক্তার খাঁ এক সৈনিকের পুত্রকে লইয়া গিয়া পারস্যের হাটে বিক্রয় করে এবং সেই বালকই ভারত সম্রাট কুতুবউদ্দিন। যাহা হউক সুধী পাঠকবৃন্দ আমার সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া সমাদরে নাটকখানি গ্রহণ করিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব।

নাটকখানি প্রথমে মিনার্ভা অপেরা, পরে ভাণ্ডারী অপেরায় সুদীর্ঘকাল অভিনয় হইয়া আসিতেছে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের প্রাপ্য পাইয়াছেন, এক্ষণে প্রকাশক তাহার প্রাপ্য পাইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব। অলমিতি বিস্তারেণ। ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার

[পঞ্চম সংস্করণ ১৯২৮]

—প্রসিদ্ধ যাত্রারদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

বাংলার বধূ শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। অম্বিকা নট্ট কোম্পানির কোহিনুর-মণি। ঐতিহাসিক নাটক। বাংলার বধূ বুকে তার মধু নয়নে নীরব ভাষা! তাই কি তার জীবন খেয়ালী বিধাতার খেয়াল-খেলাঘরের সামগ্রী? পতি দেবতার পায়ে অর্ঘ্য দিল তার ফুলের মত জীবন। কার অভিশাপে স্বামীর বিরূপতায় সে জীবন-পুষ্প শুকিয়ে গেল? শেষ পর্য্যন্ত কি ব্যর্থ হোল সতী-সাধ্বীর জীবনতপস্যা? এর উত্তর কি দেবে নির্ব্বাক অদৃষ্ট। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

সোনাই-দীঘি শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। সত্যম্বর অপেরার কোহিনুর মণি। ঐতিহাসিক নাটক। নবাবী আমলের বাংলার পল্লীবধূর চমকপ্রদ কাহিনী নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত, হাসিতে করুণায় মাখামাখি, বিস্ময় ও আনন্দের মুক্তাধারা। যদি সোনাই-দীঘি শাড়ী' দেখিয়া থাকেন, 'দেবরাণী হার' পরিয়া থাকেন, কোথায় তাদের উৎস জানেন? এই পঞ্চাঙ্ক যাত্রা নাটকে। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

কোহিনুর শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নট্ট কোম্পানির দলে অভিনীত। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। মারাঠা-দস্যু সিন্ধের মহত্ত্ব, মোগল বাদশার আভিজাত্যের সঙ্গে সারল্যের বিচিত্র মিশ্রণ, বাদশাজাদা হোসেনের জীবনের করুণ অবসান, নিপুণ শিল্পীর তুলিকায় অঙ্কিত। মেহেদীর প্রভুভক্তি, গোলাম কাদেরের অন্তরের ফল্গুধারায় ধন্য হউন। মূল্য ২·৭৫।

অগ্নি সংস্কার শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। বাস্তবধর্ম্মী নাটক। শয়তানের প্রলোভনে দুটি পবিত্র নারীর চরম সর্ব্বনাশ। অশ্রুর বন্যা, দুঃখের মহাশ্মশান, দুটি সংসারের অভাবনীয় বিপর্য্যয়! কোথায় ভেসে গেল পাপাত্মার চক্রান্তে ছিন্নমুকুল কুমারী কন্যা দেবী, আবার কোন ফুলে গিয়ে বসল লোভী ভ্রমর ডাঃ বরণ? সে ফুল তারই সতীর্থ দেবতার স্ত্রী বিদ্যুৎ। লোমহর্ষণ চক্রান্তে দেবতা হল বন্দী, বিদ্যুতের আলো হল নিষ্প্রভ! যার স্থান ছিল আকাশে, সে হল বস্তীর পোকা! তারপর একদিন শয়তানের মুখোস গেল খুলে। দেবী ধারণ করল দশপ্রহরণ, বিদ্যুৎ হল আগুনের গোলা। তারপর? দুজনের সম্মিলিত ক্রোধাগ্নিতে বরণ গেল ছাই হয়ে। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

১। গহ্বান ২। কবীর [illegible] ৪। বাঁচতে দাও
৫। রক্তে রাঙ্গা ধান ৬। তিন তরংগ ৭। ওরা জাগছে

পরিচয়

—পুরুষ—

বল্লালসেন	...	...	রামপালের রাজা।
লক্ষ্মণসেন	...	...	ঐ পুত্র।
দুর্জ্জয়সেন	...	...	ঐ সেনাপতি।
উদয়গিরি	...	...	ঐ গুরু।
বিষ্ণুরাম	...	...	ঐ বয়স্য।
রাজু	...	...	সৈনিক।
কল্লোলানন্দ	...	...	বণিকরাজ।
সুবিমল	...	...	ঐ পুত্র।
নবকুমার	...	...	রাজুর পুত্র, পরে ভারত সম্রাট।
ধানুকী	...	...	ভৃত্য।
জয়চাঁদ	...	...	কণোজের রাজা।
মহম্মদঘোরী	...	...	গজনীর সুলতান।
বক্তার খাঁ	...	...	দস্যু।

মহানন্দ, বারীন্দ্র, বন্দী, সৈনিক

—স্ত্রী—

মায়াবতী	...	...	বল্লালসেনের ২য়া স্ত্রী।
সংযুক্তা	...	...	পৃথ্বীরাজের স্ত্রী।
মহারাণী	...	...	রাজুর স্ত্রী।
রাজলক্ষ্মী	...	...	কল্লোলানন্দের স্ত্রী।

প্রমদা, নর্ত্তকীগণ।

—প্রসিদ্ধ যাত্রারদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

রাজা দেবিদাস

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ বি-টি, প্রণীত। নট্ট-কোম্পানির বিজয়শঙ্খ। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। ছাতকের রাজা দেবিদাস রায়ের দেশপ্রেম, ইসলাম ও সোফিয়ার রাজভক্তি, কার্ত্তিক রায় ও দায়ুদ খাঁর মহানুভবতা, শিখ-ধ্বজের বিশ্বাসঘাতকতা, সোলেমান কররাণীর ক্রুর ষড়যন্ত্রের জীবন্ত আলেখ্য, এতবড় একজন যোদ্ধা কি করিয়া ঘরভেদী বিভীষণের চক্রান্তে রাজ্যহারা সর্ব্বহারা হইয়া শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারই অশ্রুসিক্ত কাহিনী পাঠ করুন। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

রাজা গণেশ

শ্রীঅরুণ কুমার দে, এম-বি, বি-এস, প্রণীত ও শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি সংশোধিত। নিউ চণ্ডী অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। দেশের হিতে নিবেদিত প্রাণ এক বাঙ্গালী রাজার চমকপ্রদ কাহিনীর অপূর্ব্ব নাট্যরূপ। সেই গনেশ নারায়ন, সেই যদুনারায়ন, সেই দস্যুভ্রাতৃদ্বয় রামাশ্যামা ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া গিয়াছে। তাহাদের পুনরুজ্জীবন যদি দেখিতে চান, "রাজা গনেশ" পাঠ করুন। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

সোরাব রুস্তম

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি টি, প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানির বিজয়-বৈজয়ন্তী। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। পারস্যবীর দিগ্বিজয়ী রুস্তমের বৈচিত্র্যময় জীবনের আলেখ্য, পিতৃ-দর্শনাভিলাষী বীর সোরাবের পিতার হস্তে নিধন, কবরের দ্বারদেশে পিতাপুত্রে পরিচয়। রাজকন্যা ঝুমুর, রুস্তম পুত্র ক্ষুরম, ভাগ্যহীনা ফাতিমা ও তাহমিনা, বিড়ম্বিত রুস্তম ও জাল, সবাই মিলিয়া কি অশ্রুর তাজমহল রচনা করিয়াছে, যদি দেখিয়া থাকেন, মিলাইয়া নিন। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

শয়তানের চর

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানিতে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। কে শয়তানের চর? চণ্ডীপ্রসাদ, প্রাণবল্লভ, কানন না বেণী পণ্ডিত? বাখরখাঁর সঙ্গে পাঠকও খুঁজিয়া খুঁজিয়া হায়রাণ হইবেন। এলোকেশী পাগলী মেয়ে টগরকে যদি দেখিতে চান, বসির খাঁর মহত্বে যদি অবগাহন করিতে চান, দস্যুহস্তে সর্ব্বহারা গামছাপরা শালা-ভগ্নীপতির আলাপ শুনিয়া হাসিয়া যদি খুন হইতে চান,—পাঠ করুন রহস্যঘন নাটক এই শয়তানের চর। মূল্য ২'৭৫ টাকা।

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

কবি চন্দ্রাবতী

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নিউ রয়েল বীনাপাণি অপেরায় অভিনীত।

ঐতিহাসিক নাটক। রামায়ণের রচয়িত্রী চন্দ্রাবতীর শোচনীয় জীবনের মর্ম্মস্পর্শী আলেখ্য, ততোধিক মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় গ্রথিত। মনসার পূজারী বংশিদাসের জগতের কল্যাণে আত্ম নিবেদন, মর্ত্তের মানুষের জন্য অমৃতের সাধনা, চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্রের অনাবিল প্রেম, হাসেমের মানব প্রীতির মনোরম আলেখ্য, ভাষার ঐশ্বর্য্যে ও ভাবের মাধুর্য্যে ভরপুর এই নাটক। কেন জয়চন্দ্র ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করলে, কেন হল চন্দ্রাবতী যৌবনে যোগিনী, দরিতের ডাক এল যখন কোথায় মিলিত হল এই যুগল কবি? নদীর তলায়? না স্বর্গের নন্দন কাননে? মূল্য ২·৭৫ টাকা।

যাদের দেখে না কেউ

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত। কাল্পনিক নাটক। বস্তীর মানুষ যারা—পেটে যাদের ভাত নেই, পরণে নেই কাপড়—যম যাদের নিত্য অতিথি, যারা রাজভাণ্ডারে সর্ব্বস্ব ঢেলে দেয়, কিন্তু পায় শুধু কশাঘাত, তাদেরই কান্না ঝরা কাহিনী! অভাবের জ্বালায় বস্তীর মানুষ গোকুল যাকে বিলিয়ে দিলে, কোথায় গেল তার সে ভাই? একদিকে তার রাজসিংহাসন, অন্যদিকে বস্তির ডাক!! বস্তীতে আর রাজপ্রাসাদে সঙ্ঘর্ষ, ভগ্নী-অন্ত-প্রাণ গৌতমের আত্মবলি, জনতার জয়—পশুশক্তির পরাভব! এমনি পাঁচ ফুলের অপূর্ব্ব সাজি "যাদের দেখে না কেউ।" মূল্য ২·৭৫ টাকা।

উপেক্ষিতা

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি মহাশয়ের অবিস্মরণীয় অবদান। নাট্য ভারতীর বিজয় নিশান, মায়াকণ্ঠ ফণী-মতিলালের অভিনয় সমৃদ্ধ, হাসি-অশ্রু-বীরত্বের ত্রিবেণীসঙ্গম। পৌরাণিক নাটক। শিখণ্ডীকে কে না জানে? ভীষ্মের ঘাতক বলে কে না তাকে অভিশাপ দেয়? কিন্তু কেন সে ভীষ্মকে মারবার জন্য বর নিয়ে এসেছিল, সে কাহিনী লেখা আছে মহাভারতের জীর্ণ পাতায়, আর তাকে ভাবে ভাষায় গীতে ছন্দে নাট্যরূপ দিয়েছেন যাত্রাজগতের কালিদাস ব্রজেন দে। অম্বার অসহায় কাকুতি, অম্বালিকার দেশপ্রেম, বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতৃভক্তি আর চিত্ররথের মহত্ত্ব আপনাকে যদি পাগল না করে ত আপনি পাষাণ; ভীষ্মের পিতৃমাতৃভক্তি যদি আপনাকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে না যায়, আর সেখানে যাবার আশা নেই। মূল্য ২·৭৫ টাকা।

বিপ্লবী বাঙ্গালী

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অরণ্যপথ।

গীতকণ্ঠে মহানন্দ আসিল।

মহানন্দ। গীত।

জাগো—জাগো—ওগো আত্মারূপী মানবের ভগবান্‌।
মানবের হৃদে তোমার আসন তবে কেন ঐ ভেদজ্ঞান॥
মানুষের মনে ঘটাতে বিভেদ,
কে গড়িল হায় এই জাতিভেদ,
ভায়ের ছুরিতে ভায়ের রক্তে বঙ্গে করাতে স্নান॥

[গীতান্তে মহানন্দ চলিয়া গেল। নেপথ্যে বহুকণ্ঠে চীৎকার শোনা গেল—"ঐ পালালো—ঐ পালালো"]

ছুটিয়া বারীন্দ্রসহ মায়াবতী আসিল।

বারীন্দ্র। তাইতো, কি করি! রাজার অত্যাচারের ভয়ে তোকে নিয়ে গভীর অরণ্যে পালিয়ে এসেছি, এখানেও দেখছি অব্যাহতি নেই।

মায়াবতী। ভয় কি বাবা, ওরা শিকার করতে এসেছে, আমরা যে এই বনে আত্মগোপন ক'রে আছি, এ সংবাদ ওরা জানে না।

বারীন্দ্র। জানে—জানে, বল্লালসেনের কর্ম্মচারীরা ঠিক সংবাদ

রেখেছে। যদি একবার তুই ওদের চোখে পড়িস্, আর কি রক্ষে থাকবে? [নেপথ্যে পুনরায় কোলাহল শোনা গেল] ওই ওরা এসে পড়্লো। চল্—চল্ মা! ঐ গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি গে চল্!

[মায়াবতীসহ প্রস্থান।

দ্রুতপদে বল্লালসেন আসিল।

বল্লালসেন। বারবার শার্দ্দূল লক্ষ্যপথে আসছে, কিন্তু ভল্ল উত্তোলন করলেই সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'য়ে পালাচ্ছে। ঐ যে, আবার—আবার! এইবার চতুর শার্দ্দূল, কোথায় পালাবি?

[ভল্ল নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান।

নেপথ্যে বারীন্দ্র আর্ত্তনাদ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে রক্তাক্ত কলেবরে মায়াবতীর স্কন্ধে ভর দিয়া আসিল।

বারীন্দ্র। ওঃ, মায়া—মায়া! মা—

মায়াবতী। বাবা—বাবা! একি! কে এ সর্ব্বনাশ করলে বাবা?

বারীন্দ্র। এ নিশ্চয়ই—পাপী—বল্লাল—সেনের—কাজ—ওঃ,—মা! [পড়িয়া গেল]

মায়াবতী। বাবা—বাবা—[কাঁদিতে লাগিল]

বারীন্দ্র। কাঁদিস নি মা, কাঁদি—স—নি। চোখের জলে আমার যাত্রাপথ আর পিছল করে দিসনি, যার কেউ নেই, তার ভগবান আছে। তাঁরই কাছে তোকে—রেখে—গেলাম। হ্যাঁ, আর একটা অনুরোধ—রা—খিস—মা!

মায়াবতী। অনুরোধ কেন বলছ বাবা? আদেশ বল।

বারীন্দ্র। যদি—তা—ই—চাস, আমি—আদে—শ—ক'রে যাচ্ছি —মা—[ধীরে ধীরে উঠিতে চেষ্টা করিল, মায়াবতী ধরিয়া তুলিল] হাঁ্যা—মা,— আমা—র—আদেশ—তুই প্রতিশোধ নিস।

মায়াবতী। প্রতিশোধ?

বারীন্দ্র। হ্যাঁ—প্রতি—শো—ধ। ওঃ—আ—মাকে—কুটিরে— নিয়ে চল্—মা! হ্যাঁ—মনে থাকে—যেন—প্রতি—শোধ।

মায়াবতী। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—

[বারীন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

বল্লালসেন পুনঃ আসিল।

বল্লালসেন। শার্দ্দূল লক্ষ্য ক'রে ভল্ল নিক্ষেপ করলুম, কিন্তু একি হ'ল! শার্দ্দূলের সন্ধান নেই, অথচ আমার নিক্ষিপ্ত ভল্লটাই বা গেল কোথায়? [ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই পতিত ভল্লের দিকে লক্ষ্য পড়িল] একি! এ যে আমারই ভল্ল রক্তাক্ত অবস্থায় প'ড়ে আছে। তবে কি এই বনে মৃগয়ার্থী কেউ এসেছিল? নিশ্চয়ই তাই, নতুবা আমার নিক্ষিপ্ত ভল্ল প'ড়ে আছে, অথচ মৃত শার্দ্দূলের চিহ্নমাত্র নেই। [নেপথ্যে বহুকণ্ঠে চীৎকার শোনা গেল] একি! ঐ—ঐতো সেই চতুর শার্দ্দূল প্রাণভয়ে পলায়ন করছে। [নেপথ্যে মায়াবতী রক্ষা কর—রক্ষা কর, শার্দ্দূলের কবল হ'তে আমায় রক্ষা কর] ভয় নেই—ভয় নেই নারি—

[দ্রুত প্রস্থান।

ছুটিয়া বিষ্ণুরাম আসিল।

বিষ্ণুরাম। ওরে বাপরে বাপ, কি বাঘ তাড়ানর পালা, তাড়ার ঠেলায় বাঘ বেটা একবার এ বন, একবার ও বনে ছুটোছুটি করছে। হায়

—হায়—হায়, রাজার খেয়ালে প'ড়ে আমারও প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ! বাঘ বেটা যেই এ বনে ঢুকছে, আমি অমনি ও বনে পালাচ্ছি; আবার তাড়া খেয়ে যেই ও বনে যাচ্ছে, আমি অমনি এ বনে পালিয়ে আসছি। তাইতো, এখন ভালয় ভালয় পালাতে পারলে বাঁচি। [নেপথ্যে—"পালাও—পালাও হাতীর ঝাঁক বেরিয়েছে"।] এই রে, খেয়েছে দফা! আবার হাতী বেরিয়েছে, তাও এক আধটা নয়, একেবারে ঝাঁকে ঝাঁক! হায়—হায়—হায়, বাঘের হাতে রেহাই পেয়ে এইবার হাতীর পায়ের তলায় প্রাণটা যাবে। তাইতো, কি করি! [ভাবিয়া] হয়েছে—হয়েছে, শুনেছি মরা মানুষ দেখলে বেটারা পাশে ঘেঁসে না, যা থাকে কপালে, গিন্নীর শাঁখা-সিঁদুরের দোহাই দিয়ে শুয়ে পড়ি। মাগো রক্ষাকালি, রক্ষা করিস মা! গিন্নীর কোলের মানুষ যেন নির্বিঘ্নে গিন্নীর কোলে ফিরে যেতে পারি। [মৃতবৎ চিৎ হইয়া হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল]

ছুটিয়া মায়াবতী আসিল।

মায়াবতী। কে আছ, বন্য হস্তীর দল আমার অনুসরণ করেছে, আমাকে বাঁচাও—আমাকে বাঁচাও—

বল্লালসেন আসিল।

বল্লালসেন। ভয় নেই নারি, আমার অনুচরেরা ওদের গতি ফিরিয়ে দিয়েছে।

মায়াবতী। কে আপনি! আজ বিষম সঙ্কটে আমার জীবন রক্ষা করলেন?

বল্লালসেন। আমি বাংলার রাজা বল্লালসেন।

[মায়াবতীর চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল]

মায়াবতী। [স্বগত] বল্লালসেন—বল্লালসেন!

বিষ্ণুরাম। [আড়চোখে চাহিয়া বলিল] মহারাজই তো? না, ডাকবো না। বনে শুনেছি ভূত প্রেত মহারাজের বেশ ধরে। হয়তো তাও হ'তে পারে।

বল্লালসেন। বল নারি! এমন অপরূপ সৌন্দর্য্য নিয়ে তুমি একাকিনী বনপথে বিচরণ করছ কেন?

মায়াবতী। মহারাজ! আমার পিতা এক দস্যু কর্ত্তৃক নিহত, আমি আজই পিতৃহারা হয়েছি। [কাঁদিয়া ফেলিল]

বল্লালসেন। কেঁদো না নারি! বুঝেছি তুমি নিরাশ্রয়া, শ্বাপদসঙ্কুল বনে একাকিনী বিচরণ করা তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।

মায়াবতী। সত্য। কিন্তু মহারাজ! এ অভাগিনীকে কে আশ্রয় দেবে?

বল্লালসেন। আমি তোমায় আশ্রয় দেবো সুন্দরি!

মায়াবতী। অনূঢ়া কুমারী আমি, কি সম্বন্ধ নিয়ে আমি আপনার ঘরে যাবো?

বল্লালসেন। আমি তোমার অপরূপ রূপলাবণ্যে মুগ্ধ, তুমি আমায় বিবাহ কর সুন্দরি!

মায়াবতী। শুনেছি আপনার স্ত্রী-পুত্র আছে, তারা আপনার এ কার্য্য সমর্থন করবে কেন মহারাজ?

বল্লালসেন। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধা দেবার শক্তি স্বয়ং ভগবানেরও নেই।

মায়াবতী। শুনে সুখী হলাম, কিন্তু বিবাহ করার পথে আমার একটা বাধা আছে মহারাজ।

বল্লালসেন। কি বাধা সুন্দরী?

মায়াবতী। আমি যাঁকে বিবাহ করবো, সে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে পারবে না।

বল্লালসেন। কেন সুন্দরি, এ প্রতিজ্ঞা করার কারণ?

মায়াবতী। সে আমি বলবো না মহারাজ! যদি সম্মত হন, আমি এ বিবাহে মত দিতে পারি।

বল্লালসেন। বেশ, আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আর এক পাও চল্‌বো না।

মায়াবতী। তবে আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে প্রতিজ্ঞা করুন।

বল্লালসেন। তোমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রেই প্রতিজ্ঞা করছি সুন্দরি, আজ থেকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন কাজ করবো না।

মায়াবতী। [স্বগত] বাবা! বাবা! ক্ষমা কর। তোমার আশা পূর্ণ করতেই আমি আজ পিশাচকে আত্মদান করেছি।

বল্লালসেন। বল সুন্দরি, এইবার বোধ হয় আমাকে বিবাহ করতে তোমার আপত্তি নেই?

বিষ্ণুরাম। [সহসা উঠিয়া পড়িয়া বল্লালসেনের সম্মুখে গিয়া] না।

বল্লালসেন। একি, বয়স্য?

বিষ্ণুরাম। আজ্ঞে হাঁ!

বল্লালসেন। এখানে শুয়েছিলে কেন?

বিষ্ণুরাম। আজ্ঞে, সখ ক'রে।

বল্লালসেন। সখ ক'রে?

বিষ্ণুরাম। আজ্ঞে হাঁ, বনে বাঘ তাড়াতাড়ি আর হাতী তাড়াতাড়ির বহরে স্থির থাকতে না পেরে এইখানে চৌদ্দপোয়া হয়েছিলুম।

বল্লালসেন। হা—হা—হা—

বিষ্ণুরাম। আপনার তো এখন হাসি পাবেই মহারাজ, বনে বাঘ শিকার করতে এসে সুন্দরী শিকার করলেন, আপনার এখন হাসির ফোয়ারা ছুটে যাবে। তা মহারাজ, ভাল ক'রে দেখে নিয়েছেন তো? বনে কিন্তু ওরা মায়ারূপ ধ'রে ঘুরে বেড়ায়।

বল্লালসেন। কারা?

বিষ্ণুরাম। সন্ধেবেলা আবার সে নামটাও বলাবেন? ঐ যে যারা গাছ পালায় ঘুরে বেড়ায়। পেত্নী মহারাজ, পেত্নী।

বল্লালসেন। হা—হা—হা, পাগল নাকি? সুন্দরি! কিছু মনে ক'রো না, বয়স্য স্বভাবতঃই ভীরু। এইবার চল আমার প্রাসাদে।

মায়াবতী। [অলক্ষ্যে চক্ষু মার্জ্জন করিয়া] চলুন—

[মায়াবতী হাত বাড়াইয়া দিল, বল্লালসেন হাত ধরিল]

বল্লালসেন। একি! দেহটা কাঁপছে কেন? পদদ্বয় স্থির থাকছে না—পৃথিবীটাও ঘুরছে। বয়স্য! বয়স্য! ভূমিকম্প হচ্ছে নাতো? পায়েরতলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে না তো?

বিষ্ণুরাম। না মহারাজ!

বল্লালসেন। ও—না, দৃষ্টিভ্রম, দৈহিক দুর্ব্বলতা। চল বয়স্য, মৃগয়ায় শ্রান্ত আমি, বিশ্রাম করিগে চল।

মায়াবতী। [স্বগত] বাবা—বাবা! স্বর্গ থেকে তুমি আমাকে শক্তি দাও, যেন তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে আমি বাংলার রাজপ্রাসাদে ধ্বংসের আগুন জ্বালতে পারি!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

যুদ্ধরত রাজু ও দুর্জ্জয়সেন আসিল।

দুর্জ্জয়সেন। এখনো বলছি নিরস্ত হ' রাজু!

রাজু। না না, কিছুতেই নয়। হয় আজ মহারাণীকে কুদৃষ্টিতে দেখার অপরাধে তোমার বুকের রক্ত দিয়ে তার সিঁথি রাঙা ক'রে দেবো, নয় আমার বুকের রক্তে তার সিঁথির সিঁদুর ধুয়ে যাবে।

দুর্জ্জয়সেন। তবে তাই হোক, তোর বুকের রক্ত দিয়ে তার সিঁদুর-রেখা মুছে ফেলে, আমি আবার তাকে বিবাহ করবো।

[দুইজনে তুমুল যুদ্ধ চলিল, দুর্জ্জয়ের তরবারি হস্তচ্যুত হইল]

রাজু। এইবার লম্পট! ধর তোমার পুরস্কার! [তরবারির দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল]

সহসা লক্ষ্মণসেন আসিল।

লক্ষ্মণসেন। চমৎকার বাংলার সেনাপতি! সুদূর গজনী সুলতানের শ্যেনদৃষ্টি তাকিয়ে আছে বাংলার দিকে, আর ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রাজ্যের সেনাপতি আত্মকলহে লিপ্ত।

দুর্জ্জয়সেন। যুবরাজ! এ বিদ্রোহী সৈনিক—

রাজু। সাবধান সেনাপতি, নিজের দোষ ঢাকতে মিথ্যা ব'লো না।

লক্ষ্মণসেন। শিষ্টতা লঙ্ঘন করো না সৈনিক! সেনাপতির সম্মান রেখে কথা বল!

রাজু। যুবরাজ! সেনাপতিমশায় আমার স্ত্রীর প্রতি—

দুর্জ্জয়সেন। সাবধান সৈনিক! বিদ্রোহিতার অপরাধ চাপা দিতে আমার উপর অন্যায় দোষারোপ করলে কঠোর শাস্তি নিতে হবে।

লক্ষ্মণসেন। দুর্জ্জয়সেন! শাস্তিদাতা তুমি নও।

দুর্জ্জয়সেন। সামরিক কর্ম্মচারীর বিচার করবার ক্ষমতা সেনাপতিরই থাকে যুবরাজ!

লক্ষ্মণসেন। সেটা যুদ্ধক্ষেত্রে, রাজধানীতে নয়। এ কথাটাও স্মরণ করিয়ে দিতে হবে?

রাজু। মহামান্য যুবরাজ! সেনাপতিমশায় আমার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল।

লক্ষ্মণসেন। তার জন্য রাজদরবারে আবেদন করনি কেন?

রাজু। রাজদরবারে সামান্য সৈনিকের অভিযোগের সুবিচার হয় না।

লক্ষ্মণসেন। কারণ?

রাজু। কারণ, আমি সামান্য সৈনিক। আমার পদমর্য্যাদাও নেই, অর্থবলও নেই। রাজ্যের সমস্ত কর্ম্মচারীরা উৎকোচ-লোভী। সেনাপতি-মশায় উচ্চপদস্থ, বিত্তশালী। তিনি উৎকোচ দিয়া তাঁদের বশীভূত করবেন; তাই আমার অভিযোগের বিচারে তাঁর কোন দণ্ডই হবে না।

লক্ষ্মণসেন। এত পাপ প্রবেশ করেছে বাংলার রাজপ্রাসাদে?

দুর্জ্জয়সেন। মিথ্যা যুবরাজ! এই সৈনিকের অভিযোগ মিথ্যা, এ আত্মদোষ স্খালনের জন্য—

রাজু। গরীবেরা যা বলে সব মিথ্যে, আর আপনারা যা বলেন সব সত্যি।

লক্ষ্মণসেন। মিথ্যাবাদীকে আমি চিনি। সৈনিক! এই সেনাপতি তোমার প্রতি অন্যায় আচরণ করেছে সত্য, কিন্তু রাজ্যের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'য়ে যে অন্যায় তুমি করেছ, তার অপরাধে আমি তোমায় বন্দী করলাম। সেনাপতি! বন্দী কর—

রাজু। বাঃ রে বিচার! আমার স্ত্রীর ওপর যে অত্যাচার করতে উদ্যত হ'ল, সে হ'ল নির্দোষী; আর তাকে শাস্তি দিতে যাওয়ায় আমার হ'ল শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধ! কিন্তু আমি এ বন্দীত্ব স্বীকার করবো না যুবরাজ।

লক্ষ্মণসেন। সাবধান বিদ্রোহী সৈনিক! স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার না করলে, জীবন দিতে হবে।

রাজু। বাংলার নগণ্য সৈনিক হ'য়ে অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেওয়া অনেক ভাল!

লক্ষ্মণসেন। তবে তাই হোক, লক্ষ্মণসেন বাংলার বুক থেকে বিপ্লবীর মূল উৎপাটন ক'রে দেবে। [রাজুকে আক্রমণ করিল, সে প্রতিরোধ করিল]

গীতকণ্ঠে মহানন্দ আসিয়া বাধা দিল।

মহানন্দ। গীত।

অযথা কেন এ ভায়ে ভায়ে রণ সোনার বাংলার বুকে।
ওতো বিদ্রোহী নয়, বিপ্লবী নয়, কেন বা শাসন ওকে॥
দেশের শাসক হয়েছে পীড়ক,
রাজনীতি তার যেন ক্রীড়নক,
সমাজ আচার সবই ব্যভিচার নাহি প্রজাগণ সুখে॥
সোনার বাংলার রাজসভাতলে,
উৎকোচ-লীলা চলে অবহেলে,
ধনিকেরা শুধু মিলেছে সুযোগ, শ্রমিক মরেছে দুঃখে॥

লক্ষ্মণসেন। না—না, স'রে যাও—স'রে যাও চারণ! বাংলার রাজনীতি যতই আবর্জ্জনাপূর্ণ হোক, তবু তার রাজা আছে, বিচার-বিভাগও আছে। তাকে অগ্রাহ্য ক'রে শৃঙ্খলা ভঙ্গের এই অপরাধ আমি কখনই সহ্য করবো না। আজ এইখানেই বিদ্রোহীর দণ্ড দেবো।

[পুনরায় আক্রমণ করিল

রাজু। স'রে যান, স'রে যান মহাপুরুষ। আজ সমস্ত শ্রমিক ভাইদের অগ্রণী হ'য়ে আমি দাঁড়িয়েছি বাংলার স্বেচ্ছাচারী রাজনীতির বিরুদ্ধে; বাহুবলে প্রতিষ্ঠা কর্‌বো বাংলার বুকে শ্রমিকের রাজত্ব।

মহানন্দ। না না, বাংলার এই সঙ্কট মুহুর্ত্তে আমি কিছুতেই দুটি মহাপ্রাণ বিনষ্ট হ'তে দেবো না।

লক্ষ্মণসেন। আমি আবার বলছি—সরে যাও চারণ! বিদ্রোহী শাসনে আজ-আমি মূর্ত্তিমান মহাকাল, যে আমার সামনে এসে দাঁড়াবে, আজ তাকেই আমি হত্যা কর্‌বো।

মহারাণীর প্রবেশ।

মহারাণী। সে যদি নারী হয়? [মধ্যে দাঁড়াইল]

লক্ষ্মণসেন। এঁ্যা। [তরবারি পড়িয়া গেল] না— না, এখানে আর আমি অস্ত্র ধর্‌তে পারবো না। যতবড় শত্রুই হোক, আমি এগিয়ে যাবো তার সামনে, কিন্তু নারীর কাছে আমি শিশুর মত দুর্ব্বল। তাকে হত্যা করা দূরে থাক, স্পর্শ করতেও পারবো না।

মহারাণী। কেন যুবরাজ?

লক্ষ্মণসেন। তোমরা যে মায়ের জাত। বাংলার সব গেছে মা, যায়নি শুধু মাতৃ-জাতির প্রতি সম্মান-বোধ।

মহারাণী। তাই বাঙালী আজও সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে আছে।

লক্ষ্মণসেন। কিন্তু এ গর্ব্ব বুঝি আর অক্ষুণ্ণ থাকবে না। বাংলার আকাশে বিপ্লবের বন্যা ছুটে আসছে, তার প্রবল উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দেবে—তলিয়ে দেবে সব।

মহারাণী। ঐ বন্যা আসবার পূর্ব্বেই রাজশক্তি তার গতি ফিরিয়ে দেবার আয়োজন করুক?

লক্ষ্মণসেন। আর তা হয় না। ধ্বংস না হ'লে নূতনের অভ্যুদয় হবে না। এ জীর্ণ পুরাতন নীতির ধ্বংসের প্রয়োজন। কে মা তুমি? আর কেনই বা এই সংঘর্ষে বাধা দিলে?

মহারাণী। মহারাজ যাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন আমি সেই সৈনিকের স্ত্রী। যুবরাজ! আমার স্বামীর আবেদন মিথ্যা নয়, এই সেনাপতি অসৎ উদ্দেশ্যে আমার গৃহে প্রবেশ করেছিল।

লক্ষ্মণসেন। আমি তা অস্বীকার করছি না মা! কিন্তু তোমার স্বামী রাজদরবারে আবেদন না করে নিজেই বিচার করতে চেয়েছিল, তাই রাজনীতির অবমাননা ক'রে তিনি অপরাধ করেছেন।

মহারাণী। সে অপরাধের জন্য আমার স্বামীকে দণ্ড দিন।

রাজু। না রাণি! অপরাধ আমি করিনি।

মহারাণী। ছিঃ স্বামি! এতদিন সত্য পথে চ'লে এসে তুচ্ছ রাজ-দণ্ডের ভয়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করছ? প্রতিহিংসার বশে সেনাপতিকে আক্রমণ ক'রে যে অন্যায় তুমি করেছ, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য তোমায় শাস্তি নিতেই হবে; নাও, যুবরাজের কাছে বন্দীত্ব স্বীকার কর।

রাজু। যুবরাজ! তাহলে আমাকে বন্দী করুন।

লক্ষ্মণসেন। সেনাপতি! [ইঙ্গিত করিল, দুর্জ্জয় রাজুকে বন্দী করিল]

মহারাণী। এইবার যুবরাজ! আমার একটা আবেদন।

লক্ষ্মণসেন। বল মা!

মহারাণী। এই সেনাপতি আমার নারী জীবনের কৌমারত্ব অপহরণের চেষ্টা করেছিল, তাই আমি ওর বিচার প্রার্থনা কর্ছি রাজসরকারে।

লক্ষ্মণসেন। তোমার প্রতিনিধি হ'য়ে রাজদরবারে গিয়ে আমি বিচার প্রার্থনা করবো মা! আর রাজ্যের শৃঙ্খলা ভঙ্গ ক'রে নারীর অমর্য্যাদা করার অপরাধে, রাজ্য রক্ষক হিসাবে আমি বন্দী কর্লাম সেনাপতিকে।

দুর্জ্জয়সেন। যুবরাজ!

লক্ষ্মণসেন। চুপ্! [শৃঙ্খলিত করিয়া] এইবার বাংলার সাধারণ সামাজিক বিচারে তোমাকে ঐ নারীর পদতলে ব'সে মাতৃসম্বোধনে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে।

দুর্জ্জয়সেন। যুবরাজ! বিচার ক'রে আমায় যা দণ্ড দেবেন, আমি তা মাথা পেতে নেবো, কিন্তু ঐ অস্পৃশ্যা চণ্ডালরমণীর কাছে আমি ক্ষমা চাইতে পারবো না।

লক্ষ্মণসেন। মানুষের সমাজের বিচার তোমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। [তরবারি বাহির করিয়া] বেছে নাও, কোনটা তোমার কাম্য? হয় চণ্ডাল-রমণীর পায়ে ধ'রে ক্ষমা চাও, নয় এই শাণিত তরবারির দ্বারা একটা একটা ক'রে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন ক'রে নেবো।

দুর্জ্জয়সেন। কিন্তু এ অবিচার—

লক্ষ্মণসেন। কে বলে এ অবিচার? তরুণ বাংলার সমাজনেতা লক্ষ্মণসেনের এই সুবিচার। নাও বিলম্ব ক'রো না, মার্জ্জনা চাও— [দুর্জ্জসেনের বক্ষদেশে তরবারি ধরিল]

দুর্জ্জয়সেন। [ভীতজড়িত কণ্ঠে মহারাণীর পদতলে বসিয়া] মা! মা! আমি অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা কর!

মহারাণী। ওঠ পুত্র! মা কি সন্তানের অপরাধ মনে রাখে? যাও সেনাপতি, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। যুবরাজ শৃঙ্খল খুলে দিন।

লক্ষ্মণসেন। তা কি পারি মা? সামাজিক বিচার শেষ হ'লেও এখনও রাজসভার বিচার শেষ হয়নি। শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে যাকে বন্দী করেছি, বিচারের পূর্ব্বে তাকে মুক্তি দিলে রাজনীতির অপমান করা হবে মা। চল বন্দীগণ! [প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া] চিন্তা ক'রো না চারণ! ত্যাগের আদর্শ প্রতিমা যখন বাংলার ঘরে ঘরে আজও আছে তখন বাংলার পতনের এখনও অনেক দেরী।

[রাজু ও দুর্জ্জয়কে লইয়া প্রস্থান।

মহারাণী। রাজা দেখ ব্রাহ্মণ, রাজা দেখ! এই মহান্ যুবক যখন আমাদের রাজা হবে, মনে হয় বাংলায় সুখশান্তি তখন আবার ফিরে আসবে। আবার এই শ্রীহীনা বাংলা সোনার বাংলায় পরিণত হবে।

[প্রস্থান।

মহানন্দ। গীত।

হারাণো দিনের কথাটি আমার আর কি আসিবে ফিরে।
পুরানো স্মৃতির দুয়ারে আসিয়া আর সে দাঁড়াবে কিরে?
কবিতার মত সে কথা আমার,
গাঁথা আছে বুকে সে ব্যথার হার,
স্বপনের মত মিলায়ে গিয়াছে ডুবি মোর আঁখিনীরে।
সুখের রজনী কাটিত সে ধ্যানে,
দিবস কাটিত শত অভিমানে,
নিঠুর সমাজ মিলনের ক্ষণে কাড়িল প্রতিমাটিরে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রামপাল—রাজ-অন্তঃপুর।

প্রমদাকে টানিতে টানিতে বিষ্ণুরাম আসিল।

প্রমদা। আঃ, ছেড়ে দাও না, এত টানাটানি ক'রে রাজবাড়ী 'আনবার দরকার কি?

বিষ্ণুরাম। দরকার আছে—দরকার আছে, শীগ্‌গির এস, ওদিকে যে কাজকর্ম্ম সব বন্ধ হ'য়ে আছে।

প্রমদা। ওমা, রাজবাড়ীতে আবার কি কাজকর্ম্ম বন্ধ হ'য়ে আছে?

বিষ্ণুরাম। আছে—আছে, বড় ক্রিয়া, শুনলে তুমি লাফিয়ে উঠবে।

প্রমদা। ওমা, সে কি! রাজবাড়ীতে বড় ক্রিয়া, আর মহারাণী আমাকে নেমন্তন্ন কর্‌লে না?

বিষ্ণুরাম। হিংসেয়—হিংসেয়। মহারাণী ওরকম হিংসুটে ব'লেই তো—

প্রমদা। মুখ সামলে কথা বলবে, মহারাণী দিদিমণি আমার হিংসুটে?

বিষ্ণুরাম। ওঃ, মহারাণীর নিন্দে শুনে একেবারে সোহাগে ফেটে পড়্‌লেন। এস—এস, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

প্রমদা। কোথায় যেতে হবে?

বিষ্ণুরাম। ছাঁদনাতলায়।

প্রমদা। ছাঁদনাতলায় কেন?

বিষ্ণুরাম। আহা, ভাজা মাছ উনি যেন উল্টে খেতে জানেন না; বলি ছাঁদনাতলায় মেয়েমানুষে যায় কেন?

প্রমদা। আ ম'লো, খামকা ছাঁদনাতলায় যাব কেন?

বিষ্ণুরাম। খামকা নয়—খামকা নয়, এখনি ছাঁদনাতলায় গিয়ে তোমাকে শাশুড়ী সেজে বরণ কর্‌তে হবে।

প্রমদা। শাশুড়ী সেজে বরণ কর্‌তে হবে!

বিষ্ণুরাম। হঁ্যা - হ্যাঁ! শাশুড়ী সেজে বরণ ক'রেই আবার শালী সেজে বাসর জাগতে হবে।

প্রমদা। ওমা সে আবার কি? সন্ধ্যেবেলায় কি সব অনাছিষ্টি কাণ্ড সুরু করেছ?

বিষ্ণুরাম। অনাছিষ্টি কাণ্ড নয়। আমার একটু সুযোগ-সুবিধা ক'রে দিতে তুমি আজকের মত শাশুড়ী শালী একসঙ্গে সাজতে পারবে না?

প্রমদা। তা না হয় সাজলুম, কিন্তু বিয়ে হচ্ছে কার?

বিষ্ণুরাম। সে গেলেই দেখতে পাবে। চল—চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

প্রমদা। কার বিয়ের এত কাজ কর্‌তে হবে, না বল্‌লে আমি কক্ষনো যাবো না।

বিষ্ণুরাম! আঃ, ভাল আপদ! বলি, ক্যাবলার মা! কেন মিছে দর বাড়াচ্ছ? যদি ক্যাবলাকে ভাল-মন্দ খাওয়াতে চাও তো চট ক'রে শাশুড়ীর কর্ত্তব্য শেষ ক'রে শালীর কর্ত্তব্যে মন দাও।

প্রমদা। না, আর আমি তোমার ছেঁদো কথায় ভুলবো না; আমার কেমন খটকা লাগছে। কার বিয়ে না বললে আর আমি এক পাও যাব না।

বিষ্ণুরাম। নাও! বলি চিরকালই কি তোমার একগুঁয়েমি যাবে না?

প্রমদা। তুমিই বা লুকচ্ছ কেন? কার বিয়ে ব'লেই ফেল না।

বিষ্ণুরাম। একান্তই শুনে তবে যাবে? [চারিদিকে চাহিয়া] মহারাজের বিয়ে।

প্রমদা। [চমকিত হইয়া] বল কি! না—না, এ তুমি ঠাট্টা কর্‌ছ, নিশ্চয় মহারাজের সঙ্গে রহস্য কর্‌তে আমাকে ডেকে এনেছ।

বিষ্ণুরাম। রহস্য নয়—রহস্য নয়, খাঁটি সত্যি। মহারাজ বন থেকে একটি তরুণীকে গন্ধর্ব্বমতে বিবাহ ক'রে এনেছেন, এখন প্রজাপাত্য বিবাহ কর্‌বেন ব'লে স্ত্রী আচার সারতে তোমাকে ডেকে এনেছি। শুনলে তো? এখন চল—

প্রমদা। না, আমি ওসব পারবো না।

বিষ্ণুরাম। পারবে না! কেন শুনি?

প্রমদা। পুরুষদের মত ভগবান্ মেয়েদের পাথর দিয়ে তৈরী করেনি; যে রাণীদিদিমণি আমায় সহোদরা বোনের চেয়েও ভালবাসে, তার সর্ব্বনাশ কর্‌তে একটা ডাকিনীকে আমি বরণ করতে পারবো না।

বিষ্ণুরাম। মুখ সামলে কথা বল ক্যাবলার মা! আমাদের নতুন রাণী ডাকিনী? রূপের জৌলুস দেখলে মাথা ঘুরে যাবে।

প্রমদা। রূপের জৌলুস দেখে পুরুষদেরই মাথা ঘোরে, মেয়েদের মাথা অত হাল্কা নয়। তোমাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি, আমার একটা ছেলে, সতীর দীর্ঘশ্বাস কুড়িয়ে আর সংসারের অকল্যাণ ক'রো না, তুমিও বিয়ের মধ্যে থেকো না!

বিষ্ণুরাম। আহা-হা-হা, কি সোহাগের কথাই বল্লেন! বলে মহারাজের এই বিয়ের সাহায্য কর্তে পারলে রাতারাতি বরাত ফেরাতে পারবো গিন্নী। চল—চল। ওসব তত্ত্বকথা ঘরে বসে বলো।

প্রমদা। পাগল নাকি? আমি কি চামারের মেয়ে?

বিষ্ণুরাম। শোন ক্যাবলার মা, আমি তোমার পতিদেবতা, আমি তোমাকে বল্‌ছি তোমার কোন পাপ হবে না। চল—ঝাঁ ক'রে বরণটা সেরে দিয়ে বরকনেকে নিয়ে বাসর জাগাবে চল।

প্রমদা। আমি পারবো না।

বিষ্ণুরাম। বরকনে বরণ করবে না?

প্রমদা। বরণ কর্‌বো না, গোবরজল ছড়া দেবো।

বিষ্ণুরাম। বাসর জাগবে না?

প্রমদা। বাসর নয়, ঐ ডাকিনীর জন্যে শ্মশান জাগাবো।

বিষ্ণুরাম। বেশ! আজ থেকে আমিও আর বাড়ী যাবো না, দেখি ব্যাটাকে নিয়ে ডান হাত চলে কি করে।

প্রমদা। ধর্ম্মপথে থাকলে ভগবান নিজে এসেই ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবেন। তবে তোমাকেও ব'লে যাচ্ছি—পরিবারের চোখে জল পড়লে কখনও সুখী হ'তে পারবে না, তুমি আর তোমার রাজা কখনো সুখী হ'তে পারবে না—পারবে না—পারবে না।

[প্রস্থান।

বিষ্ণুরাম। আচ্ছা, আগে ভালয় ভালয় মহারাজের বিয়েটা হোক্, তারপর তোর মহারাণীর সোহাগ বার কর্‌বো।

লক্ষ্মণসেন ও পশ্চাতে ধানুকী আসিল।

ধানুকী। ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও দাদু! মনডারে একটু ঠাণ্ডা কর।

লক্ষ্মণসেন। কেমন ক'রে স্থির হবো ধানুকি? পিতা আমাদের এতবড় সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত, আর আমি কি ক'রে স্থির থাকবো?

ধানুকী। ইয়ার ল্যাইগা, এহন মাথা খারাপ কইরা ফলডা ত ভাল অইবো না দাদু! হে বিয়াডা অইতে দে। এহন বাধা দিয়া উল্টাচিরি কইরা লাভ নাই, মহারাজ যহন হেই ডাকিনীডার লাইগ্যা খ্যাপছেন, তহন—

বিষ্ণুরাম। বাধা দিয়ে ফল হবে না।

লক্ষণসেন। একি, বয়স্যমশায়!

ধানুকী। আরে বয়স্যমশায়! আপনগর মত চতুর মানষি থাকতি মহারাজ বনের মদ্দি্য ডাকিনীর সঙ্গত করল কেম্‌নে?

বিষ্ণুরাম। বরাত—বরাত বুঝেছ ধানুকি! সবই বরাতে জোটায়।

লক্ষ্মণসেন। সে বরাতটাও তো আপনারাই গ'ড়েন।

বিষ্ণুরাম। এ কথার অর্থ?

লক্ষ্মণসেন। অর্থ অতি সরল। নিজের বরাত ফিরিয়ে নিতে আপনিই পিতাকে ঐ কুগ্রহ জুটিয়ে দিয়েছেন।

বিষ্ণুরাম। কথাটা খুবই অসঙ্গত হ'চ্ছে যুবরাজ! আপনার পিতা সুন্দরী কামিনীর মোহে বুড়ো বয়সে মাথায় টোপর পর্‌লেন, আর দোষটা চাপাচ্ছেন এই দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘাড়ে?

ধানুকী। বেরাহ্মণ মনিষ্যিরা পাপ কাম কর্‌তি ডরে না কর্ত্তা! কারণ তেনারা ঠাবতা, তেনাদের সমাজে কোন জাত চোখ রাঙাতে পারবা না, কিন্তু আমাগর ছোটজাত পাপ কামে ভয় পায়; কারণডা অইলো আমাগর জন্তি আপনারা তুষানল পিরাচিত্তির বানাইছেন।

বিষ্ণুরাম। ওরে মূর্খ! তুই কি বুঝবি ব্রাহ্মণের মহিমা।

ধানুকী। মাপ দেন কর্ত্তা! আপনগর বেরাহ্মণ মনিষ্যির মহিমেটা আমাগর নোকরা বোঝতে চায় না। কারণ আপনগর মহিমে বোঝলেই পাপ কামে আর ডর অইবে না।

লক্ষ্মণসেন। বলতে পার ব্রাহ্মণ! কি মোহিনী শক্তি আছে সেই নারীর মধ্যে, যার আকর্ষণে পিতা বৃদ্ধ বয়সে এই নির্লজ্জতার পরিচয় দিলেন?

বিষ্ণুরাম। আজ্ঞে, সেকথা আপনার পিতাকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

ধানুকী। হে কথাডা অইল কেমনতর? হুদে বয়স্তমশয়? আপনগর বেরাহ্মণ পোলারা বাপেরে পিরিতের মানষের কথাডা জিগায় নাকি?

বিষ্ণুরাম। তা তোমার দাদাবাবুটি যে রকম নির্লজ্জের মত বাপের সম্বন্ধে আমার কাছে প্রশ্ন করেছেন, তাতে ওঁকে এই যুক্তি না দিয়ে আর কি করি বল?

ধানুকী। জিগায় কি সাধে ঠাকুর! বুকডা জইলা যায় তাই জিগায়। ওর বুকডার মধ্যি যে কি হাইফাই করতি লেগেছে তা তুমি বোঝবা না ঠাকুর, আমি বুঝি। আমি যে ওরে এই এতটুকুন বুকে পিঠে কইরা মানুষ করচি।

বিষ্ণুরাম। বুঝিরে ধানুকি, বুঝি। যুবরাজের দুঃখে আমারও বুকটা ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু কি করবো? রাজারাজড়ার খেয়াল—উপায় নেই। তবে আমি আসি যুবরাজ!

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণসেন। স্বার্থপর,—স্বার্থপর, এ সংসার শুধু স্বার্থপরতার বিষে ভরা।

ধানুকী। দুঃখু করিস নি দাদু! দুঃখু করিস নি! মহারাজের এ ভুলডা একদিন নিশ্চয়ই ভাঙ্গবে।

লক্ষ্মণসেন। যেদিন ভাঙ্গবে সেদিন হয়তো সংসার ওলট-পালট হ'য়ে যাবে ধানুকি। মনে হয় ক্ষুধিত সিংহের মত ছুটে গিয়ে এক লাফে সেই মায়াবিনীর টুঁটিটা কামড়ে ছিঁড়ে দিই। কিন্তু আমি পারি না—পারি না; ওঃ, পিতা—পিতা! কি করলেন আপনি!

মায়াবতীকে পার্শ্বে লইয়া বল্লালসেন আসিল।

বল্লালসেন। কি করেছি পুত্র?

লক্ষ্মণসেন। পিতা!

বল্লালসেন। উত্তর দাও, আমি কি করেছি?

লক্ষ্মণসেন। [কিছুক্ষণ বল্লালসেনের মুখের দিকে চাহিয়া পরে অপাঙ্গে একবার মায়াবতীকে দেখিয়া লইলেন] না—কিছু না। [চলিয়া যাইতেছিলেন]

বল্লালসেন। দাঁড়াও লক্ষ্মণসেন! মায়াবতি! এই আমার একমাত্র পুত্র। লক্ষ্মণসেন! তোমার ছোটমাকে প্রণাম কর পুত্র।

লক্ষ্মণসেন। [প্রণাম করিতে গিয়া] না—না, আমি পারবো না—আমি পারবো না পিতা। ধানুকি—ধানুকি, পালিয়ে আয়—পালিয়ে আয়। ওর দৃষ্টিতে আগুন ছুটছে, জ্বালিয়ে দেবে—পুড়িয়ে দেবে সাধের সাম্রাজ্য।

[দ্রুত চলিয়া গেল।

বল্লালসেন। লক্ষ্মণসেন—লক্ষ্মণসেন—[ধানুকী চলিয়া যাইতেছিল] ধানুকি, তুইও তোর ছোটমাকে প্রণাম না ক'রেই চ'লে যাচ্ছিস?

ধানুকী। ধানুকী ডাকাত দেবীর পায়ে মাথা নোয়ায় রাজা, রাক্ষুসীকে সে ঘেন্না করে।

মায়াবতী। মহারাজ!

বল্লালসেন। ধানুকি !

ধানুকী। চোখ রাঙাচ্ছেন কারে কর্ত্তা? একদিন এই ধানুকী ডাকাতের ডরে আপনারও বুকডা কাঁপতো, আজ বুড়ো হয়েছি, তার ওপর দাদাবাবুর মায়ায় পড়েছি, তাই—

বল্লালসেন। নইলে কি করতিস ?

ধানুকী। লাঠির ঘায়ে শিক্ষে দিয়ে দিতুম। বলি হ্যাগা, ভাল মানষের মাইয়া ! তোমার কি আর বর জোটল না ? আমাগর হ্যাশের সর্ব্বনাশ করতি তুমি আমাগর বুড়া রাজার গলায় মালা দিলে ? কি কমু, তুমি পরের মাইয়া, আমার মাইয়া হ'লি প্যাট কইরা গলায় পা দিয়া মাইরা ফেলতুম।

[প্রস্থান।

মায়াবতী। মহারাজ ! এই অপমান সহ্য ক'রে আমাকে রাজ-অন্তঃপুরে থাকতে হবে ?

বল্লালসেন। কখনই নয়। আমি রাজা, আমি করবো বিচার, যে তোমাকে অপমান করবে, তাকেই কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করবো। পুত্র হ'লেও ক্ষমা করবো না। তুমি দুঃখ ক'রো না সুন্দরি ! আমি তোমাকেই প্রধানা মহিষীর সর্ব্ব অধিকার দান করবো। তুমি হাস, মুখ ভার ক'রে থেকো না, তাহ'লে আমি দুঃখ পাবো, তুমি হাস প্রিয়তমে !

নর্ত্তকীগণ আসিল।

মায়াবতী। আপনার ভালবাসার প্রতিদান আমি দিতে পারবো না মহারাজ !

বল্লালসেন। নর্ত্তকীগণ ! নৃত্যগীতে তোমাদের নতুন রাণীকে অভ্যর্থনা ক'রে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও।

[নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল]

নর্ত্তকীগণ।　　　　　গীত।

ওলো সন্ধ্যারাণি—ওলো সন্ধ্যারাণি।
আয় নেমে আয় ধরার বুকে গুণ্ঠনে ঢাকি বদনখানি॥
আয় সোহাগের মালা হাতে,
আয় লো প্রেমের পশরা মাথে,
নাচের ছন্দে কুসুম গন্ধে মাতিবে মিলন বাসরখানি॥

[নৃত্যগীতান্তে বল্লালসেন ও মায়াবতীকে মাল্যভূষিত করিয়া লইয়া গেল]

চতুর্থ দৃশ্য।

কল্লোলানন্দের প্রাসাদ।

নীরবে একখানি পত্র পাঠ করিতে করিতে
কল্লোলানন্দ আসিল।

কল্লোলানন্দ। [পত্র পাঠ শেষ করিয়া] একি! মহারাজের এই বিবাহোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হবে আমাকে! কেন? কে বলেছে তাকে আবার বিবাহ করতে? এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকতে যে আবার বিবাহ ক'রে, সে মানুষ নয়—পশু। পশু-প্রবৃত্তির বিলাসউৎসবে আমি অর্থব্যয় করবো কেন? না—না, আমি এ অন্যায় আদেশ মানবো না। এই জঘন্য অনুষ্ঠানে আমি তাঁকে এক কপর্দ্দকও সাহায্য করবো না।

রাজলক্ষ্মী আসল।

রাজলক্ষ্মী। কে সাহায্য চেয়েছে? কার ওপর তুমি এত অসন্তুষ্ট?

কল্লোলানন্দ। সাহায্য চেয়েছে বাংলার রাজা বল্লালসেন।

রাজলক্ষ্মী। কেন? তাঁর আবার অভাব কিসের?

কল্লোলানন্দ। অভাব তাঁর টাকার। অতিরিক্ত বিলাসব্যসনের অপব্যয়ে বাংলার রাজকোষ আজ কপর্দক শূন্য।

রাজলক্ষ্মী। সে কি! বাংলার রাজকোষে যে কুবেরের ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত ছিল!

কল্লোলানন্দ। অপব্যয়ের আতিশয্যে কুবেরের ঐশ্বর্য্যও উবে যায় লক্ষ্মি!

রাজলক্ষ্মী। তা হঠাৎ তাঁর এত টাকার দরকার হলো কেন?

কল্লোলানন্দ। আনন্দোৎসবের জন্য।

রাজলক্ষ্মী। কিসের আনন্দোৎসব?

কল্লোলানন্দ। বিবাহের।

রাজলক্ষ্মী। কার বিবাহ? যুবরাজ লক্ষ্মণসেনের?

কল্লোলানন্দ। না, তার বাবা বল্লালসেনের।

রাজলক্ষ্মী। সে কি! বানপ্রস্থে যাবার বয়সে আবার বিবাহ!

কল্লোলানন্দ। হ্যাঁ লক্ষ্মি। মৃগয়ায় গিয়ে রাজা এক অজ্ঞাত কুলশীলা সুন্দরী তরুণীকে নিয়ে এসেছেন। তাকে বিবাহ ক'রে তিনি এক আনন্দোৎসব করবেন। তাই তাঁর আদেশ, সে ব্যয়ভার বহন করতে হবে আমাকে।

রাজলক্ষ্মী। কেন? কোন অপরাধে তোমার এই অর্থদণ্ড?

কল্লোলানন্দ। অপরাধ আমি তাঁর প্রজা,—তাঁর রাজ্যে আমার বাস।

রাজলক্ষ্মী। তাই যদি হয়, তবে চল, এরাজ্য ছেড়ে আমরা চলে যাই।

কল্লোলানন্দ। বল কি লক্ষ্মি! রাজার অত্যাচারের ভয়ে আমি জন্মভূমি পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যাবো! এযে আমার পিতৃপিতামহের পদধূলি পূত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান! এযে আমার কৈশোরের ক্রীড়াক্ষেত্র, যৌবনের লীলা-নিকুঞ্জ, বার্দ্ধক্যের বারাণসী। না-না লক্ষ্মি, আমি মরবো, তবু জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে কোথাও যাবো না।

রাজলক্ষ্মী। তুমি তাহ'লে রাজার এই অন্যায় দাবি পূর্ণ কর।

কল্লোলানন্দ। না, তাও করবো না। রাজা যদি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমার কাছে টাকা চাইতেন, তাহ'লে সানন্দে আমি তাঁকে আমার সর্ব্বস্ব দান করতাম। কিন্তু তাঁর এই পাশব-প্রবৃত্তির আনন্দোৎসবে আমি এক কপর্দ্দকও দেবো না।

রাজলক্ষ্মী। তাহ'লে রাজরোষে আমাদের যে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে :

কল্লোলানন্দ। সেও ভালো ; তবু আমি তাঁকে হাত তুলে এক কাণা-কড়িও দেবো না। এর জন্য রাজা যদি আমার সর্ব্বনাশ করেন, তাহ'লে প্রজারা বুঝবে, তাদের ধন-প্রাণও আর নিরাপদ নয়। তাই তারা এ অপরাধ কখনও ক্ষমা করবে না। বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে অত্যাচারী রাজাকে তারা পুড়িয়ে মারবে।

ছুটিয়া সুবিমল আসিল।

সুবিমল। বাবা—বাবা, শীগ্‌গির এসো—শীগ্‌গির এসো।

রাজলক্ষ্মী। কেন—কেন সুবিমল? কি হয়েছে বাবা?

সুবিমল। একটা লোক আমাদের দু'টো প্রহরীকে জখম ক'রে এইদিকেই ছুটে আসছে।

কল্লোলানন্দ। কে—কে সে উন্মাদ?

সৈনিক আসিল।

সৈনিক। আমি।

কল্লোলানন্দ। তুমি! তুমিই আমার দু'জন প্রহরীকে আহত করে, আমার বিনা অনুমতিতে জোর ক'রে আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছ!

সৈনিক। এ ভাবে আসতে তুমিই আমাকে বাধ্য করেছ।

কল্লোলানন্দ। কেন? আমি তো তোমাকে আমার বহির্বাটীতে সযত্নে অভ্যর্থনা ক'রে একটু অপেক্ষা করতে ব'লে এলাম।

সৈনিক। মহারাজের আদেশ, অবিলম্বে তাঁর পত্রের উত্তর নিয়ে আমাকে ফিরতে হবে। তাই অনির্দ্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়।

কল্লোলানন্দ। তাই ব'লে তোমার এত স্পর্দ্ধা যে, আমার প্রহরীদের আহত ক'রে তুমি আমারই অন্তঃপুরে এসে দাঁড়াও।

সৈনিক। তোমার স্পর্দ্ধাও তো কম নয় বণিক! মহারাজের আদেশ আগে প্রতিপালন না ক'রে, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে ব'সে ব'সে প্রেমালাপ কর!

কল্লোলানন্দ। তোমার নিজের কি অন্তঃপুর নেই সৈনিক? তার কি কোন পবিত্রতা নেই? যে কেউ কি সেখানে প্রবেশ ক'রে এমনিভাবে তোমার অন্তঃপুরিকাদের সম্ভ্রম নষ্ট করে?

সৈনিক। তোমার আমার অন্তঃপুরের মর্য্যাদা এক নয় কল্লোলানন্দ। তুমি একজন নগণ্য বণিক, আর আমি মহামান্য রাজসৈনিক!

সুবিমল। তুমি মহারাজের মাইনে খেকো চাকর; আর আমার বাবা স্বাধীন সওদাগর।

সৈনিক। কে তুই উল্লুক?

সুবিমল। ভদ্রলোক কাকেও গালাগাল দেয় না,—গালাগাল দেয় ছোটলোকে।

[প্রস্থান।

সৈনিক। এ অপমানের জন্য তোমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে কল্লোলানন্দ।

কল্লোলানন্দ। অপমান তোমার এর চেয়েও বেশী প্রাপ্য সৈনিক। কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই। তুমি বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

সৈনিক। মহারাজের পত্রের উত্তর দাও তুমি।

কল্লোলানন্দ। বল গে যাও তোমাদের মহারাজকে, আমি তাঁকে এক কাণাকড়িও দেবো না।

সৈনিক। এই যদি উত্তর হয়, তাহলে কথাটা তোমায় নিজে গিয়েই বলতে হবে।

কল্লোলানন্দ। কেন?

সৈনিক। মহারাজের হুকুম।

কল্লোলানন্দ। হুকুম না জুলুম? আমি তা মানবো না।

সৈনিক। আমাকে কিন্তু তা মানতে হবে।

কল্লোলানন্দ। তার অর্থ?

সৈনিক। স্বেচ্ছায় না গেলে, জোর করে বন্দী ক'রে নিয়ে যাব।

কল্লোলানান্দ। কেন? আমার অপরাধ?

সৈনিক। রাজাদেশ অমান্য।

কল্লোলানন্দ। এ আদেশ রাজার নয়,—শয়তানের।

সৈনিক। সাবধান কল্লোলানন্দ।

কল্লোলানন্দ। চোখ রাঙাচ্ছ কি সৈনিক! এ কথা :আমি তোমাদের রাজার সামনে দাঁড়িয়েও বুক ফুলিয়ে বলবো।

সৈনিক। বেশ, তাই তবে বলবে এসো।

[কল্লোলানন্দকে বন্দী করিলেন]

রাজলক্ষ্মী। না—না, বাঁধন খুলে দাও সৈনিক,—বাঁধন খুলে দাও। বল তোমাদের রাজার কত টাকা চাই। আমি এখনই তা দিচ্ছি।

কল্লোলানন্দ। না—না, এক পয়সাও দিও না লক্ষ্মি। অন্যায় যে করে, তার চেয়েও বেশী পাপী অন্যায় যে সয়। মনে রেখো, আমি যদি মরি, তাহ'লে রাজবংশেও কেউ আর জীবিত থাকবে না। দেশ আজ ঘুমিয়ে নেই। জাগ্রত জনসাধারণ আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে।

সৈনিক। জন-সাধারণ তোমার মুখাগ্নি করবে।

[কল্লোলানন্দকে লইয়া অগ্রসর হইলেন]

রাজলক্ষ্মী। [সহসা সৈনিকের পদতলে পড়িয়া] না—না, আমার স্বামীকে তুমি নিয়ে যেও না সৈনিক। আমি তোমার পায়ে ধরে অনুরোধ করছি, তুমি আমার স্বামীকে মুক্তি দাও।

সৈনিক। সরে যাও নারি।

রাজলক্ষ্মী। না—না, আমার স্বামীকে মুক্তি না দিলে আমি তোমার পা ছাড়বো না।

সৈনিক। তবে মর তুমি। [পদাঘাত করিলেন]

রাজলক্ষ্মী। ওঃ! [দূরে ছিটকাইয়া পড়িলেন]

কল্লোলানন্দ। ওঃ! কি বলবো সৈনিক, তুমি আমার হাত দুটো আগেই শৃঙ্খলিত করেছ! তা না হলে শুধু হাতেই আমি তোমার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলতাম।

সৈনিক। কে কার মুণ্ডু ছেঁড়ে দেখবে এসো।

[কল্লোলানন্দকে লইয়া প্রস্থান।

রাজলক্ষ্মী। ওঃ! ভগবান—ভগবান, তোমার রাজ্যে এত অন্যায় এত অত্যাচার! কেমন ক'রে তুমি নীরবে সইছ প্রভু! এই কি দুষ্টের দমন, আর শিষ্টের পালন? প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলের চোখের জলে যে আজ নদী বয়ে যায়!

গীতকণ্ঠে মহানন্দ আসিল।

মহানন্দ। গীত।

অভিমান বশে ক'রো না মা দোষী ভগবানে।
যত ওঠে পাপী পতন তাহারে ততটানে॥
পিপীলিকা উড়ে আকাশের গায়,
মরণ তাহার পিছে পিছে ধায়,
অহঙ্কারই সর্ব্বনাশেরে ডেকে আনে॥
মোছ আঁখিজল, ফেলনাকো শ্বাস,
আছে ভগবান, রাখো বিশ্বাস,
পাপ কোনদিন পায়নি মা পার কোনখানে॥

[রাজলক্ষ্মীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রাজসভা।

গীতকণ্ঠে বন্দী আসিল।

বন্দী। গীত।

জয় বঙ্গাধিপতি শাসক মহামতি।
জয় সেনকুল-উজ্জ্বল তপন প্রজাপালন-ব্রতী॥
বামপাল মুখরিত তব জয়গানে,
বঙ্গরমণী মত্ত শুভ অনুষ্ঠানে,
কলস্বনা পদ্মা ছুটিয়াছে সেথা বিভুপদে জানায়ে নতি॥

[এই গানের মধ্যে লক্ষ্মণসেন ও উদয়গিরি আসিয়া দাঁড়াইল। বল্লালসেন উদয়গিরিকে প্রণাম করিয়া সিংহাসনে বসিল। গীতান্তে বন্দী চলিয়া গেল]

বল্লালসেন। গুরুদেব! আমার বিবাহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করতে আমি বণিকশ্রেষ্ঠ কল্লোলানন্দকে পত্র লিখেছিলাম; কিন্তু সে বলেছে, বাংলার রাজার খেয়াল চরিতার্থ করতে এক কপর্দ্দকও ব্যয় করবো না। খেয়াল—বাংলার রাজার বিবাহ তার কাছে খেয়াল?

উদয়গিরি। খেয়াল না হলেও, এ বিবাহ তো তোমার প্রথম বিবাহ নয় বল্লাল! সুতরাং আনন্দোৎসব না করাই শ্রেয়ঃ।

বল্লালসেন। উৎসব না করাই শ্রেয়ঃ? বলেন কি গুরুদেব? বাংলার রাজার বিবাহ আর তার প্রজারা থাকবে নিরানন্দে?

উদয়গিরি। আনন্দোৎসবের সময় এ নয় বল্লাল! বিদেশী শত্রু শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাংলার দিকে, বাংলায় এ বৎসর অজন্মা,

রাজকোষ অর্থশূন্য, এ সময়ে উৎসবে অর্থব্যয় করা বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়।

বল্লালসেন। বুদ্ধিমানের পরিচয় নয়? বুঝলাম, এ বিবাহে আপনিও অসন্তুষ্ট।

উদয়গিরি। আমার সন্তোষ-অসন্তোষে কি যায় আসে বল্লাল? শিষ্য সুখী হ'লেই গুরুর তৃপ্তি।

বল্লালসেন। আপনি যদি অসন্তুষ্ট না হ'য়ে থাকেন, তবে কেন এ উৎসব-আনন্দে বাধা দিচ্ছেন?

উদয়গিরি। বাংলার এই দুর্দ্দিনে অনর্থক ব্যয় করাটা—

লক্ষ্মণসেন। বিবাহোৎসব নিয়ে আলোচনা করার স্থান অন্তঃপুর,—রাজসভা নয়।

বল্লালসেন। তোমার কোন আবেদন আছে লক্ষ্মণসেন?

লক্ষ্মণসেন। আছে পিতা। কে আছ? বন্দী সৈনিক আর দুর্জ্জয়সেন।

বল্লালসেন। বন্দী দুর্জ্জয়সেন! তুমি কি সেনাপতিকে বন্দী করেছ পুত্র?

বন্দী দুর্জ্জয়সেন ও রাজু আসিল।

দুর্জ্জয়সেন। হ্যাঁ সম্রাট! যুবরাজ বিনা অপরাধে আমায় বন্দী করেছেন।

বল্লালসেন। সেনাপতির কি অপরাধ লক্ষ্মণসেন?

লক্ষ্মণসেন। দুর্ব্বৃত্ত এই সৈনিকের স্ত্রীর উপর অত্যাচারে উদ্যত হয়েছিল।

বল্লালসেন। প্রমাণ পেয়েছ?

লক্ষ্মণসেন। হ্যাঁ পিতা, সৈনিকের স্ত্রী-ই আমাকে একথা বলেছে।

বল্লালসেন। সে যে মিথ্যা বলেনি, তারই বা প্রমাণ ?

লক্ষ্মণসেন। বলেন কি পিতা! বাংলার নারীসমাজের এত অধঃপতন হয়েছে যে, একজন নিরপরাধকে তার মর্য্যাদা নাশক বলে প্রচার করবে ?

বল্লালসেন। লক্ষ্মণসেন! জটিল রাজনীতি-শাস্ত্রে তুমি আজও শিশু। দাও, সেনাপতির বাঁধন খুলে দাও।

লক্ষ্মণসেন। সেই নারীর আবেদন—

বল্লালসেন। মিথ্যা।

লক্ষ্মণসেন। } মিথ্যা!
রাজু। }

বল্লালসেন। হ্যাঁ। দাও, বাঁধন খুলে দাও। [লক্ষ্মণসেন সেনাপতিকে মুক্ত করিয়া দিল] এই সৈনিককে বন্দী করেছ কেন ?

দুর্জ্জয়সেন। সম্রাট! এই সৈনিক ওর ভ্রষ্টা স্ত্রীর কথায় আমাকে আক্রমণ করেছিল, তাই—

লক্ষ্মণসেন। আমি ওকে বন্দী করেছি।

বল্লালসেন। বল সৈনিক! কেন তুমি সেনাপতিকে আক্রমণ করেছিলে ?

রাজু। কি বলবো! আপনার বিচার দেখে আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে গেছি সম্রাট। আপনার বিচারে আমার সাধ্বী স্ত্রী হলো মিথ্যাবাদিনী, আর এই লম্পট সেনাপতি হ'লো সত্যবাদী—জিতেন্দ্রিয়!

বল্লালসেন। সাবধান সৈনিক! সেনাপতির নিষ্কলুষ চরিত্রে কলঙ্কপাত করলে আমি তোমার কঠোর দণ্ড দেবো।

রাজু। প্রস্তুত হয়েই আমি এসেছি সম্রাট! কিন্তু, আমাকে দণ্ড দেবার আগে আপনিও জেনে রাখুন, বাংলার আকাশে বিপ্লবের কাল মেঘ ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে। সাবধান!

বল্লালসেন। লক্ষ্মণসেন! এ বিদ্রোহী; যাও, একে অন্ধকূপ কারাগারে নিক্ষেপ কর।

শৃঙ্খলিত কল্লোলানন্দ আসিল।

কল্লোলানন্দ। আর আমাকে? আমাকে কোথায় নিক্ষেপ করবে স্বেচ্ছাচারি রাজা?

উদয়গিরি। এ কি! বণিকশ্রেষ্ঠ কল্লোলানন্দ! আপনি বন্দী?

বল্লালসেন। হ্যাঁ, আমিই আদেশ দিয়েছি।

উদয়গিরি। ওঁর অপরাধ?

কল্লোলানন্দ। অপরাধ অতি ভয়ঙ্কর। রাজার বিবাহোৎসবের ব্যয়ভার বহন করতে আমি অনিচ্ছুক, তাই রাজরোষে আমি অপরাধী।

উদয়গিরি। না—না, এ অন্যায়। বল্লাল, মুক্তি দাও—মুক্তি দাও কল্লোলানন্দকে, পুণ্যময় রাজনীতির অপমান ক'রো না।

বল্লালসেন। আপনি গুরু; ধর্ম্মোপদেশ দানেই আপনার অধিকার; রাজকার্য্য পরিচালনায় নয়। যান, অনধিকারচর্চ্চা করবেন না।

উদয়গিরি। [উত্তেজিত হইয়া বলিলেন] অনধিকারচর্চ্চা! আরে দাম্ভিক রাজা! আজও স্বর্গরাজ্যের রাজনীতি এই হীন ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির হাতে,—প্রবল দৈত্য সাম্রাজ্য দোহাই দেয় দুর্ব্বল শুক্রাচার্য্যের, সূর্য্যবংশকে তর্জ্জনী হেলনে চালিয়ে গেছে জরাজীর্ণ স্থবির ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ, —চন্দ্রবংশ ছিল ব্যাসের তৈরী। কালকের কথা, তেমন পরাক্রমশালী মৌর্য্যবংশ যার প্রতাপে পাশ্চাত্য জগৎ পর্য্যন্ত কেঁপে উঠেছিল, সেও ছিল

এই দীন জাতি চাণক্যের হাতের খেলনা। বল্লাল! রাজনীতি সমাজনীতি সব নীতিরই জন্মদাতা এই ব্রাহ্মণ! আজ সে অনধিকারী!

বল্লালসেন। তাই—তাঁদের সে ভুলের সংশোধন করতে তোমাদের শ্রেণীভাগ ক'রে আমি তোমাদের সে ক্ষমতা বিলুপ্ত করেছি ব্রাহ্মণ! অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে ক্ষত্রিয় নৃপতিরা সাম্রাজ্য স্থাপন করবে, আর ব্রাহ্মণ তাদের মাথার উপর ব'সে রাজভোগ খাবে—নিজেদের ইচ্ছামত রাজ্য পরিচালনা করবে। ক্ষত্রিয় রাজাদের সেই দাসত্ব থেকে আমি মুক্তি দিয়েছি, ব্রাহ্মণদের হাত থেকে জাতির সমস্ত ক্ষমতা আমি কেড়ে নিয়েছি, সমাজের শীর্ষস্থান থেকে টেনে নামিয়ে সেই আসনে আমি রাজশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছি।

উদয়গিরি। ব্রাহ্মণদের দুর্ব্বল করতে গিয়ে তুমি নিজেকেই দুর্ব্বল ক'রেছ বল্লাল! বাংলার রাজসভায় দাঁড়িয়ে আজ আমি উচ্চকণ্ঠে ব'লে যাচ্ছি, তোমার এই শ্রেণীভাগ অচিরেই বাংলার দুর্দ্দিন ডেকে আনবে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌বে, বাংলার গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতা বিধর্ম্মীর পায়ে লুণ্ঠিত হবে, ভবিষ্যতে রাজা বল্লালসেনকে বাঙ্গলার মর্ম্মছেঁড়া অভিশাপ গ্রহণ করতে হবে।

[প্রস্থান।

বল্লালসেন। হাঃ—হাঃ—হাঃ, তবুও বল্লালসেনের কীর্ত্তি অমর হ'য়ে থাকবে।

কল্লোলানন্দ। বল রাজা! কেন তুমি আমাকে চোরের মত বেঁধে এনে আমার অপমান করলে?

বল্লালসেন। তুমিও কি বঙ্গেশ্বরের মর্য্যাদা রেখেছিলে বণিক? অর্থের দম্ভে, আমার পত্র ভিক্ষুকের কাকুতি বোধে উপেক্ষা করেছিলে। তাই আমি তোমার সে গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রে দিতে প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে তোমায়

চোরের মত বেঁধে এনেছি। এখনো বল, আমার বিবাহোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে কিনা?

কল্লোলানন্দ। না—না, রাজার বিলাসের উপকরণ সংগ্রহ করে দিতে আমি এক কপর্দ্দকও ব্যয় করবো না।

বল্লালসেন। এখনো কথা শোন কল্লোলানন্দ! তুমি আমাকে না হয় কর্জ্জ দাও, আমি তোমার সমস্ত অর্থ ফিরিয়ে দেবো।

কল্লোলানন্দ। কার অর্থ নিয়ে এ উৎসব-আনন্দ করবে রাজা? প্রজারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনাহারে তোমার রাজকোষে অর্থ জুগিয়ে দেবে, আর তুমি তাই বিলাসিতায় ব্যয় করবে? না—না, অর্থ আমি কর্জ্জও দেবো না। যদি দেশরক্ষায় প্রয়োজন হয়, আমার ভাণ্ডারের শেষ কপর্দ্দকটিও অকাতরে ব্যয় করবো, কিন্তু বিলাসের জন্য একটা কানা কড়িও আমি দেবো না।

বল্লালসেন। দেবে না?

কল্লোলানন্দ। না—না—না!

বল্লালসেন। উত্তম! দর্পিত বণিক! আজ যেমন আমাকে উপেক্ষা করলে, তেমনি আমিও তোমাদের অর্থাগমের পথ চিরক্লদ্ধ ক'রে দেবো। লক্ষ্মণসেন, আজ থেকে রাজ্যে প্রচার ক'রে দাও, যে বণিক বাণিজ্য করতে সমুদ্রপারে জাহাজ ভাসিয়ে যাবে, তাকেই জাতিচ্যুত করা হবে।

লক্ষ্মণসেন। করছেন কি পিতা! যে বঙ্গবণিকগণ ভারতের মেরুদণ্ড স্বরূপ, শিল্পসম্ভার দেশ-দেশান্তরে বিক্রয় ক'রে যারা অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি বহন ক'রে আনে, সেই বণিক সম্প্রদায়কে দমন করতে আপনি দেশের এতবড় সর্ব্বনাশ করছেন?

বল্লালসেন। বঙ্গবণিককুলের স্পর্দ্ধা আজ সীমা ছাড়িয়ে গেছে পুত্র, তাই ওদের দমন করার বিশেষ প্রয়োজন।

লক্ষ্মণসেন। আপনার খেয়ালে বাংলার বাণিজ্য-লক্ষ্মী আজ চিরতরে বিদায় নেবে। ভবিষ্যতে হয়তো এমন দুর্দ্দিন আসবে পিতা, যে ঐ সাগরপারের বণিককুল ছুটে আসবে এই বাংলার বুকে ধনসম্পদ লুণ্ঠন করতে।

বল্লালসেন। আসুক, তবু ভবিষ্যতের ভয়ে আমি প্রজার স্পর্দ্ধা সহ্য করবো না পুত্র! যাও, একশত রণদক্ষ সৈন্য নিয়ে এই মুহূর্ত্তে তুমি কল্লোলানন্দের ধনাগার লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে এস।

লক্ষ্মণসেন। আমি দস্যু নই পিতা!

বল্লালসেন। লক্ষ্মণসেন! অবাধ্য হয়ো না পুত্র।

লক্ষ্মণসেন। আপনিও অবাধ্য হবার সুযোগ দেবেন না পিতা!

বল্লালসেন। পিতৃভক্তি হারিয়ে তুমিই যে সুযোগ গ'ড়ে নিয়েছ পুত্র।

লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণসেনের পিতৃভক্তি আজও অটল আছে পিতা! তা না হ'লে হয়তো আপনার স্থান হ'তো কারাগারে আর লক্ষ্মণসেন বসতো বাংলার সিংহাসনে।

বল্লালসেন। লক্ষ্মণসেন!

লক্ষ্মণসেন। আর আমাকে উত্তপ্ত ক'রে তুলবেন না পিতা! আপনার কার্য্যকলাপে বাংলার বুকে আজ বিদ্রোহীর সৃষ্টি করেছে, প্রচ্ছন্ন আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত হ'য়ে আছে বাংলার বক্ষদেশ, কখন যে বিস্ফোরণ ঘটবে কেউ বলতে পারে না! ঐ উদ্দাম উচ্ছ্বাসে ছুটে আসছে বিপ্লবে বন্যা, ভাসিয়ে দেবে—তলিয়ে দেবে আপনার আভিজাত্যের প্রাসাদ।

[প্রস্থান।

বল্লালসেন। স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয়-বান্ধব সকলেই আজ আমার শত্রু।

রাজু। এখনো ফিরে দাঁড়ান সম্রাট! প্রজার সুখ-দুঃখে নিজেকে উৎসর্গ করুন, নইলে সমগ্র বাংলা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।

বল্লালসেন। করুক—তবু আমি টলবো না সেনাপতি! কল্লোলানন্দ আর এই সৈনিককে অন্ধকার কারাকক্ষে নিক্ষেপ কর!

রাজু। তার পূর্ব্বে ঐ পিশাচের মুণ্ডটা আমি ছিঁড়ে ফেলবো। [শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলিল] বাংলার স্বেচ্ছাচারি রাজা! আহ্বান করুন আপনার সমস্ত রক্ষীদের। পারেন তো গতিরোধ করুন।

বল্লালসেন। সেনাপতি! আক্রমণ কর।

[দুর্জ্জয়সেন রাজুকে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করিল, রাজু নিজ তরবারি দ্বারা প্রতিরোধ করিল]

রাজু। সাবধান! সেদিনের পরিণতি চিন্তা কর লম্পট! [দুর্জ্জয়সেন পিছাইয়া গেল] হা-হা-হা! আসুন বণিক-রাজ! আজ থেকে আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করবো বাংলার স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির বিরুদ্ধে, [কল্লোলানন্দকে পশ্চাতে রাখিয়া] চললাম মহারাজ! আজ থেকে বাংলার ঘরে ঘরে আমরা বিদ্রোহী গড়ে তুলবো, সারা বাংলার বুকে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেবো, স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ক'রে বাংলার বুকে স্থাপন করবো এক গণতান্ত্রিক রাজত্ব।

[কল্লোলানন্দসহ প্রস্থান।

বল্লালসেন। ও জাগরণ আমি কামানের গোলায় উড়িয়ে দেবো শয়তান। সেনাপতি! বাংলায় যেখানে শ্রমিকের সভা-সমিতি দেখবে, সেইখানেই গুলি চালিয়ে রক্তের বন্যা বহিয়ে দেবে। হত্যা—হত্যা, নৃশংস হত্যায় শ্রমিকের স্বপ্ন চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যাবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কল্লোলানন্দের গৃহ।

গীতকণ্ঠে সুবিমল আসিল।

সুবিমল। গীত।

ওগো আমার জন্মভূমি, ওগো সোনার বঙ্গভূমি।
সাগরের জল হরষে উছল তোমার চরণ চুমি॥
মাথায় তোমার তুষার ধবল,
মুকুটের মতো গিরি হিমাচল,
অঙ্গে তোমার কুসুম ভূষণ, কিবা অপরূপ তুমি॥
মাঠে মাঠে তব করুণার দান,
বাঁচায়ে রাখিছে জগতের প্রাণ,
জননী রূপিনী জগদ্ধাত্রী তোমারে আজি মা নমি॥

রাজলক্ষ্মী আসিল।

রাজলক্ষ্মী। গাও সুবিমল, প্রাণভরে গাও ঐ গান! তোমার জন্মভূমি বাংলা মা আজ অপরূপ সাজে সেজেছে। আহা—কি সুন্দর, কি মনোরম!

সুবিমল। এ সৌন্দর্য্য পৃথিবীর আর কোথাও নেই মা! বাংলা মা সন্তানদের বাঁচাতে বুকে ধ'রেছেন শস্যের সম্ভার, নদীতে দিয়েছেন স্বচ্ছপানীয়, গাছে গাছে দিয়েছেন সুস্বাদু ফল। কিন্তু এর রাজা এত নিষ্ঠুর কেন মা!

রাজলক্ষ্মী। রাজা বল্লালসেনের মতিচ্ছন্ন হয়েছে পুত্র। বাংলার অফুরন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হয়েও তার লোভের অন্ত নেই। তাই সে প্রজার সর্ব্বস্ব শোষণ করতে চায়।

সুবিমল। করুক শোষণ। বাঙালী তাতে নিঃস্ব হবে না মা। আমাদের বাংলা মা যে স্বর্ণ প্রসবিনী, তাঁর ঐশ্বর্য্যের যে অন্ত নেই।

মহারাণী আসিল।

মহারাণী। সে ঐশ্বর্য্য বুঝি আর থাকে না বাবা।

রাজলক্ষ্মী। কেন সই এ কথা বলছ ?

মহারাণী। সুদূর গজনীর বুক থেকে মুস্লিমের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে ভারতের বুকে, বাংলাও এ দৃষ্টির বাহিরে নেই।

রাজলক্ষ্মী। বাংলা আর ভারতের বুকে এমন বীর আছে, যারা ঐ মুষ্টিমেয় মুস্লিম-দস্যুদের ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে।

মহারাণী। পারতো, যদি না আত্মকলহে লিপ্ত হ'য়ে জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিতে উদ্যত হ'তো।

রাজলক্ষ্মী। আত্মকলহ !

মহারাণী। হ্যাঁ। রাজা বল্লালসেন, শ্রেণী ভাগ করে বাঙালীর মনে আত্মকলহের বীজ বপন করেছে। পরিণামে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে বিষ ফল দেখা দেবে, এ কথা বুঝতে পারছ না সই ?

রাজলক্ষ্মী। সারা ভারতবর্ষেই কি এই বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে ?

মহারাণী। সংক্রামক ব্যাধির মতো সারা ভারতে এই বিভেদ ছড়িয়ে পড়েছে। রাজশক্তির স্বেচ্ছাচার শুধু বাংলায় নয়, সারা ভারতে। তাই এখানে যেমন শ্রমিকশক্তির জাগরণ হয়েছে, তেমনি অন্যত্র আবার বিদ্রোহের কাল মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, কখন যে ঝড় উঠবে, কেউ বলতে পারে না। হয়তো গজনীর সুলতান এ সুযোগ হারাবে না।

রাজলক্ষ্মী। মোহান্ধ ভারতবাসী বুঝতে পারছে না—একবার যদি ওরা ভারতের মাটি অধিকার করে, তাহলে সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা পথের ধুলোয় মিশিয়ে দেবে।

মহারাণী। ধর্ম্ম যাদের তারাই যদি না বোঝে, তাহলে বিধর্ম্মীরা তার মর্য্যাদা দেবে কেন? রাজা যদি প্রজার মর্য্যাদা পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিতে চান, তাহলে বিধর্ম্মী দস্যুর দল বাংলার নারীরত্ন লুণ্ঠন করবে না কেন?

কল্লোলানন্দ আসিল।

কল্লোলানন্দ। বাংলার নারীরত্ন লুণ্ঠন করেই ওরা নিরস্ত হবে না সই! বাঙালীর বুকের রক্ত দিয়ে ওরা মুছে দেবে এয়োতির সিঁথির সিন্দুর।

মহারাণী। বণিকরাজ!

কল্লোলানন্দ। বল্লালসেনের অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে, আজ আবার আমাকে পত্র দিয়েছে, তার নব উৎসবে নৃত্য করতে— [সুবিমলের দিকে দৃষ্টি পড়ায়] যাক্—

রাজলক্ষ্মী। বল—বল কি লিখেছে সেই পিশাচ বল্লালসেন?

কল্লোলানন্দ। যাও সুবিমল! তুমি কুমারের কাছে যাও।

সুবিমল। বাবা! কুমারদার কাছে আমি যুদ্ধ শিখবো।

কল্লোলানন্দ। আচ্ছা, তোমার কুমারদাকে বল, শিখিয়ে দেবে।

সুবিমল। আমি এখনি কুমারদাকে বলছি।

[ছুটিয়া চলিয়া গেল।

কল্লোলানন্দ। শোন লক্ষ্মি! শোন সই! বল্লালসেন লিখেছে তার নব উৎসবে নৃত্য করবার জন্য তোমার সই রাজলক্ষ্মীকে তার প্রাসাদে পাঠিয়ে দিতে।

মহারাণী। বণিকরাজ !

রাজলক্ষ্মী। কি বললে ?

[দুইজনেই চমকিত হইল]

কল্লোলানন্দ। হা-হা-হা ! এই শুনেই চমকে উঠলে ? আরও আছে। হ্যাঁ, শোন, আরও লিখেছে, যদি এক কোটী মুদ্রাসহ আজই আমার স্ত্রীকে নজর দিয়ে তার কাছে না পাঠাই তাহলে সে আমার প্রাসাদ আক্রমণ করবে।

মহারাণী। আপনি কি উত্তর দিয়েছেন ?

কল্লোলানন্দ। কি উত্তর দেবো ? পত্র পাওয়ার পরই আমি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি, তুমি বুদ্ধিমতী, তুমিই বল সই ! এর যোগ্য উত্তর কি দেওয়া যায় ?

মহারাণী। লিখে দিন, যদি সে মঙ্গল চায়, তাহলে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই সইয়ের পায়ে ধরে তার এই ধৃষ্টতার ক্ষমা চেয়ে নেবে।

কল্লোলানন্দ। যদি না চায় ?

মহারাণী। কালই আমরা তাকে আক্রমণ করবো।

রাজলক্ষ্মী। তাতে অনর্থক কতকগুলো নিরীহ মানুষের প্রাণ যাবে, তোমার আর সুবিমলের পরিণাম—না—না, সে আমি ভাবতেও পারি নি। তার চেয়ে এক কোটী টাকা দিয়ে তুমি আমাকে রাজপ্রাসাদে পাঠিয়ে দাও প্রভু !

কল্লোলানন্দ। লক্ষ্মি !

মহারাণী। তুমি কি পাগল হয়েছ সই ? বণিককুল-চূড়ামণি কল্লোলানন্দের স্ত্রী তুমি, তুমি যাবে পিশাচ বল্লালসেনের বিলাসসঙ্গিনী হতে ? না—না, এখনো সেদিন আসেনি। আমার স্বামীপুত্র তো এখনো মরেনি।

রাজলক্ষ্মী। না—না সই, আমার জন্যে আমি তোমার স্বামীপুত্রের জীবন বিনষ্ট হতে দেব না।

মহারাণী। অপরের জন্য নিজেকে যে উৎসর্গ করে সেইতো মানুষ। তোমাদের উপকারের কথা যদি ভুলে যাই, তাহ'লে নরকেও যে আমাদের স্থান হবে না।

রাজু আসিল।

রাজু। ঠিক বলেছ রাণি! সইয়ের উপকারের কথা ভুলে গেলে নরকেও আমাদের স্থান নেই।

কল্লোলানন্দ। শুনেছ বন্ধু, আজ আবার বল্লালসেন কি পত্র লিখেছে—

রাজু। শুনেছি। চমৎকার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে বণিকরাজ! সৈন্যদের পাঁচমাসের বেতন বাকি, তাদের স্ত্রী পুত্রেরা অনাহারে মরছে, অভাবের জ্বালায় তারা আগ্নেয়গিরির মত উত্তপ্ত হ'য়ে আছে, এই সুযোগে কিছু অর্থ বিলিয়ে দিতে পারলেই, তারা আমাদের সাহায্য করবে।

কল্লোলানন্দ। যত অর্থেরই প্রয়োজন হোক, আমি দেবো, শুধু আমার লক্ষ্মীর সম্ভ্রম রক্ষা কর বন্ধু!

রাজু। আপনার লক্ষ্মীর সঙ্গে আমাদের সম্ভ্রমও যে জড়িত রয়েছে বণিকরাজ! চিন্তা নেই, যতক্ষণ আমাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকবে, ততক্ষণ রাজা বল্লালসেনের সাধ্য নেই প্রাসাদের ত্রিসীমানায় আসে।

মহারাণী। আমিও শপথ করছি বণিকরাজ! যতক্ষণ আমার শেষ নিঃশ্বাস বয়ে না যায়, ততক্ষণ ত্রিভুবনের কোন শক্তিই সইয়ের অমর্য্যাদা করতে পারবে না।

গীতকণ্ঠে তরবারি লইয়া মহানন্দ আসিল।

মহানন্দ। গীত।

জ্বলিল আগুন বাংলা'র বুকে পুড়াতে সাধের নগরী।
মেঘের মাদলে ঝটিকার সাথে নাচে জ্বালাময়ী বিজরী।
বিপ্লববাণী শুনেছে বাঙালী,
শ্রমিকসমাজে চলে কোলাকুলি,
দেবতা সেজেছে নাশকের সাজে ফেলিয়া মোহন বাঁশরী।

রাজলক্ষ্মী। একি! মহানন্দ, তুমি না সংসারত্যাগী, তোমার হাতেও উঠেছে হিংসার তরবারি?

মহানন্দ। আমি তোমাদের সাহায্য করতে এসেছি লক্ষ্মি!

[নেপথ্যে কামান গর্জ্জন]

রাজু। একি! তবে কি ওরা অতর্কিত আক্রমণ করেছে?

ছুটিয়া নবকুমার আসিল।

নবকুমার। সর্ব্বনাশ হয়েছে মা! রাজসৈনেরা অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করেছে।

মহারাণী। এই সংবাদ দিতে দুর্গ অরক্ষিত রেখে ছুটে এসেছিস মূর্খ? কামানের গোলায় ওদের অভ্যর্থনা করতে পারলি না?

নবকুমার। আমি এখনি যাচ্ছি মা! কিন্তু বারুদ জোগাবার সহকারী—

মহারাণী। বারুদ আমিই জুগিয়ে দেবো।

রাজু। মাতাপুত্রে ওরা কামান দেগে বাধা দিক্, আসুন বণিকরাজ! অর্থ দেবেন আসুন, উৎকোচ দিয়ে আমি সৈন্যদের বশীভূত করবো।

কল্লোলানন্দ। চল বন্ধু! [প্রস্থানোদ্যত ও ফিরিয়া] মহানন্দ! ভাই! তুমি ওর ভার নাও!

[প্রস্থান।

রাজু। নবকুমার! মনে রেখ পুত্র, তোমার উপরই নির্ভর করছে বণিকরাজের মান-মর্য্যাদা।

[প্রস্থান।

নবকুমার। তাই হবে পিতা! শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আমি আশ্রয়-দাতার মর্য্যাদা রক্ষা করবো। [পুনরায় কামান গর্জ্জন] ঐ—ঐ উঠেছে অত্যাচারী রাজশক্তির সদম্ভ হুঙ্কার! ঐ হুঙ্কারধ্বনি স্তব্ধ ক'রে দিতে হবে কামানের গোলায়, অত্যাচারী রাজশক্তিকে নত করতে হবে শ্রমিক-শক্তির পদতলে। বাংলামায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে আবার হাসি ফোটাতে হবে তাঁর প্রসন্ন মুখে।

[প্রস্থান।

মহারাণী। তাই কর পুত্র! উদ্ধার কর এই দরিদ্র বাঙালীকে শোষণকারী ধনীদের কবল থেকে। আমার আশীর্ব্বাদ তোকে ঘিরে রাখবে অক্ষয় বর্ম্মের মত।

[প্রস্থান।

[পুনরায় কামানগর্জ্জন হইল]

মহানন্দ। এস লক্ষ্মি! তোমার পুত্রকে নিয়ে যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করবে এস।

[প্রস্থান।

রাজলক্ষ্মী। মহানন্দ! এখনো তুমি লক্ষ্মীর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত? আশ্চর্য্য!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কল্লোলানন্দের প্রাসাদ তোরণ সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রান্তর।

[যুদ্ধ-দামামা বাজিতেছিল ও মুহুর্মুহুঃ কামান গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল।

বল্লালসেন আসিল।

বল্লালসেন। এ কি হ'লো! সমস্ত সৈন্য প্রাণভয়ে পলায়ন করছে? সেনাপতি! ওদের ফেরাও—ওদের ফেরাও—

সশস্ত্র নবকুমার আসিল।

নবকুমার। আর ফিরবে না বঙ্গেশ্বর! এখনো যদি মঙ্গল চান, শ্বেত পতাকা উড়িয়ে দিয়ে বণিকরাজের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে শান্তি দূত পাঠান!

বল্লালসেন। না—না, যারা আমার পদলেহন করেছে তাদের কাছে আমি মাথা নত করবো না।

নবকুমার। চাকা ঘুরে গেছে বঙ্গেশ্বর! যদি বাঁচতে চান, এখনো সন্ধি করুন।

বল্লালসেন। প্রজার কাছে নতি স্বীকার করবে বাংলার রাজা?

নবকুমার। না ক'রে উপায় নেই। সৈন্যরা আপনার বিপক্ষে।

বল্লালসেন। কল্লোলানন্দের কৌশল আমি বুঝেছি, অর্থ দিয়ে সৈন্যদের বশীভূত করেছে; নীচ অস্পৃশ্য চণ্ডাল-সৈন্যরা তোদেরই স্বজাতি, তাই আজ বিশ্বাসঘাতকতা করছে। কিন্তু বাংলার রাজা চণ্ডালসৈন্যের

বিশ্বাসঘাতকতায় সঙ্কল্পচ্যুত হবে না। ধর দেশদ্রোহীর পুত্র, তোদের উপযুক্ত পুরস্কার !

[আক্রমণ করিল, নবকুমার প্রতিরোধ করিল]

নবকুমার। বাংলার স্বেচ্ছাচারী রাজা, তবে গ্রহণ কর স্বাধীনতা-কামী বাঙালী সেনার বাহুবলের পরিচয়।

[তুমুল যুদ্ধ চলিল ; বল্লালসেন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। নবকুমার পশ্চাদ্ধাবন করিল]

সশস্ত্র রাজু আসিল।

রাজু। ঐ—ঐ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বঙ্গেশ্বর পলায়ন করছে ! সাবাস—সাবাস পুত্র ! আজ তুমিই শ্রমিকশক্তির জয়যাত্রার পথপ্রদর্শক। ওকি ! বঙ্গেশ্বরকে কে আঘাত করছে ! কুমার ! কুমার ! নিরস্ত হও, নিরস্ত হও, বঙ্গেশ্বরকে আঘাত করো না, ওকে আত্মরক্ষার সুযোগ দাও।

দুর্জ্জয়সেন আসিল।

দুর্জ্জয়সেন। বঙ্গেশ্বরকে আত্মরক্ষার সুযোগ তোদের দিতে হবে না দস্যু ! বঙ্গেশ্বরের সেনাপতিই সে সুযোগ করে নেবে।

রাজু। লম্পট সেনাপতি ! লজ্জা নেই তোমার ? সেদিন সামান্য আক্রমণ সহ্য করতে পারলে না, ভীরুর মত পালিয়েছিলে। আজ আবার এসেছ ? লজ্জাহীনতায় বাংলাদেশে তোমার জোড়া নেই।

দুর্জ্জয়সেন। বিশ্বাসঘাতক সৈনিক ! পুনরায় গ্রহণ কর বাংলার সেনাপতির বাহুবলের পরিচয়।

[আক্রমণ করিল ; রাজু প্রতিরোধ করিল]

রাজু । হা-হা-হা ! বাংলা মায়ের কু-সন্তান ! আজ তোর রক্ত দিয়েই মাকে আমার শান্তিস্নান করাবো ।

[উভয়ের যুদ্ধ ; দুর্জ্জয়সেন পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, রাজু পশ্চাদ্ধাবন করিল]

দ্রুত উদয়গিরি আসিল ।

উদয়গিরি । আরম্ভ হয়েছে বাংলার বুকে প্রজাবিপ্লব । বিদ্রোহী বাঙালী রাজু শ্রমিক-শক্তির জাগরণ এনেছে দেশের বুকে, এ যুদ্ধে বঙ্গেশ্বরের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু, এ সময়ে বঙ্গেশ্বরের পরাজয় তো বাংলার পক্ষে শুভ নয় । এ সংবাদ যদি একবার গজনীতে পৌঁছায় তাহলে আর রক্ষা থাকবে না ; রাজার এ দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে বিধর্ম্মীর দল ছুটে আসবে এই সুজলা সুফলা সোনার বাংলার স্বাধীনতা-হরণ করতে । [নেপথ্যে আর্ত্তনাদ উঠিল] ওকি ও কিসের আর্ত্তনাদ !

ছিন্নমুণ্ডহস্তে রাজু আসিল ।

রাজু । হাঃ-হাঃ-হাঃ, চমকে উঠছেন ব্রাহ্মণ ! কিন্তু, এই পিশাচ সেনাপতির নৃশংসতার পরিচয় আপনি কতটুকু পেয়েছেন ; কত সুখের সংসার ছারখার করেছে, কত যুবককে কুকুর শেয়ালের মত হত্যা করেছে, কত ছেলেকে ঘুমন্ত অবস্থায় মার কোল থেকে ছিনিয়ে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, কত কুলবধূর সতীত্ব পথের ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে । কত সতী নারীর দীর্ঘশ্বাসে—অভিশাপে বাংলার আকাশ বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, আমি সে ভার সরিয়ে দিয়েছি ।

উদয়গিরি । সেনাপতিকে সরিয়ে দিয়ে, মুষ্টিমেয় বাঙালীর হয়তো উপকার করেছ, কিন্তু বাংলার কতবড় সর্ব্বনাশ করলে, তাকি বুঝতে পারছ সৈনিক ?

রাজু। বাংলার সর্ব্বনাশ ?

উদয়গিরি। নয়তো কি ? বাংলার প্রজারা বিদ্রোহ করে সেনাপতিকে বধ করেছে, রাজাকে পরাজিত করেছে, রাজ্য অরাজক-বিশৃঙ্খল, এ সংবাদ যদি একবার মহম্মদ ঘোরীর কাছে পৌছায়, তাহলে দেশের কতবড় সর্ব্বনাশ হবে তা কি বুঝতে পারছো সৈনিক।

রাজু। মহম্মদ ঘোরী কি বাংলা আক্রমণ করতে চায় ?

উদয়গিরি। অসম্ভব নয়। দিল্লী জয় না করে যদিও বাংলায় আসা সম্ভব নয়, তবুও ভয় হয়, যদি দস্যুর দল ছদ্মবেশে নগরলুণ্ঠন করে।

রাজু। তাহলে আমাদের এই বিপ্লব কি অর্দ্ধপথে বন্ধ হবে ব্রাহ্মণ ?

উদয়গিরি। বন্ধ করতে আমি বলছি না। তবে বাংলার ক্ষতি হয়, এমন কিছু করো না। যাও, এই মুহূর্ত্তে ঐ ছিন্নমুণ্ড নদীতে ফেলে দিয়ে এস। সাবধান, সেনাপতির মৃত্যুসংবাদ যেন সাধারণের কর্ণগোচর না হয়।

রাজু। আপনি শুধু বঙ্গেশ্বরেরই গুরু নন, আপনি সাতকোটি বাঙালীর দরদী পিতা ; এতটা দূরদর্শিতা না থাকলে আজ আপনি সব্বজনমান্য মোহান্তের আসন অধিকার করতে পারতেন না। আজ আমার যে ভুল ভেঙ্গে দিলেন, সেজন্য চিরদিন আমি আপনার ক্রীতদাস হয়ে রইলাম। [প্রস্থান।

উদয়গিরি। এতবড় একটা বীরকে বঙ্গেশ্বর বিদ্রোহী করে তুললে ? বল্লালসেন ! তোমার মত মূর্খ বোধহয় পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

নগ্নপদে নতমস্তকে বল্লালসেন আসিল।

বল্লালসেন। ঠিকই বলেছেন গুরুদেব ! আমার মত মূর্খ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।

উদয়গিরি । বল্লাল !

বল্লালসেন । আজ আমি প্রজাদের কাছে মার্জ্জনা চাইতে এসেছি গুরু !

উদয়গিরি । বুঝতে পেরেছ বল্লাল ! যে জাগরণের সাড়া পড়েছে বাংলার বুকে, তাতে চোখরাঙিয়ে আর শাসন করতে পারবে না ?

বল্লালসেন । আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি গুরু ! আজ আমার প্রজারা বিদ্রোহী, সৈন্যদল বিশ্বাসঘাতক, সেনাপতি নিহত, বাংলার রাজা এখন সহায়সম্বলহীন প্রজার মুখাপেক্ষী । আমাকে রক্ষা করুন গুরুদেব ! আমার প্রজাদের আবার আমার সহায় করে তুলুন ।

উদয়গিরি । আমি বললে হয়তো ওরা আন্দোলন বন্ধ করতে পারে, কিন্তু তোমাকে ওরা বিশ্বাস করবে না বল্লাল ! তার চেয়ে তুমি নিজেই ওদের নেতা রাজুর কাছে যাও, সেই এ বিপ্লব মুহূর্ত্তে বন্ধ করে আবার তোমাকে প্রজাদের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবে । আমি এখন আসি বল্লাল ! আশীর্ব্বাদ করি—তুমি বাংলার আদর্শ প্রজাপালক হও ।

[প্রস্থান ।

বল্লালসেন । আদর্শ প্রজাপালক ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ! গুরুদেব মনে করেছেন যথার্থ-ই আমি অনুতপ্ত । আমার এই অভিনয়কে তিনি সত্য বলেই মনে করেছেন । কিন্তু কেন আমি অনুতপ্ত হব ? সেনাপতি গেলেও আমি তো আছি । বাংলার রাজা বৃদ্ধ হলেও এত কাপুরুষ নয় । যে আগুন জ্বেলেছে আমার বুকে ঐ ঘৃণ্য চণ্ডাল-প্রজারা, তা এত শীঘ্র নির্ব্বাপিত হবে না ব্রাহ্মণ ! শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ, শঠতায় আজ রাজু জয়লাভ করেছে, শঠতায় তাকে দমন করবো । ঐ না সে জয়োল্লাসে সদম্ভ পদবিক্ষেপে কল্লোলানন্দের প্রাসাদদুর্গপথে আসছে । যাই অন্তরাল হতে ওর মনোগত ভাব জেনে নিই । [প্রস্থান ।

রাজু আসিল।

রাজু। শ্রমিকের জয়, শ্রমিকের জয়! ওরে বাংলার অভাগা শ্রমিক! তোরা উৎসব কর, তোরা উৎসব কর, উড়িয়ে দে গগনমার্গে তোদের স্বাধীন পতাকা, আজ শ্রমতন্ত্র রাজ্যপ্রতিষ্ঠার প্রথম উদ্বোধন।

নতমস্তকে বল্লালসেন আসিলেন।

বল্লালসেন। রাজু—ভাই—

রাজু। একি মহামান্য বঙ্গেশ্বর! আপনি এসেছেন দীন দরিদ্রের কাছে?

বল্লালসেন। প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি! আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি।

রাজু। প্রায়শ্চিত্ত।

বল্লালসেন। হ্যাঁ ভাই! আমাকে বিশ্বাস কর। দশক্রোশ আমি পায়ে হেঁটে এসেছি। একা না এলে আমি প্রজার মনে বিশ্বাস আনতে পারবো না, প্রাণখুলে মার্জ্জনাও চাইতে পারবো না।

রাজু। আপনি মার্জ্জনা চাইবেন প্রজার কাছে?

বল্লালসেন। আশ্চর্য্য হচ্ছ? আজ আমি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পেরেছি সৈনিক! চোখরাঙিয়ে প্রজার অন্তর জয় করা যায় না, নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন না দিলে প্রজার সুখ-শান্তির দিকে তাকান যায় না, নিজেকে শ্রমিক ভাইদের মধ্যে বিলিয়ে না দিলে বাংলাকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে পারবো না। তাই আমি অনুতপ্ত অন্তরে ছুটে এসেছি, সমস্ত শ্রমিক প্রজাদের তরফ থেকে আমাকে মার্জ্জনা কর ভাই!

রাজু। না—না, আপনি কি বলছেন বঙ্গেশ্বর! ওকথা বলে আমাকে অপরাধী করবেন না। নিজের ভুল বুঝতে পেরে আপনার

অন্তরে যখন অনুতাপ জেগেছে, তখন সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে গেছে। যান প্রভু! প্রজারা আজ থেকে আবার আপনার নির্দ্দেশ মেনে চলবে।

বল্লালসেন। তবে, রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ প্রজাদের পক্ষ হতে বাংলার রাজাকে নজর দাও।

রাজু। শ্রমিকের তো কোন ধন-সম্পদ্ নেই রাজা!

বল্লালসেন। কেন বীর! তরবারীই তো বীরের অমূল্য সম্পদ্। ঐ তরবারিই আমাকে নজর দাও।

রাজু। বঙ্গেশ্বর!

বল্লালসেন। চমকে উঠলে কেন বীর? তাহ'লে অন্তর দিয়ে তুমি আমাকে ক্ষমা করনি।

রাজু। না সম্রাট, তা নয়। তবে—

বল্লালসেন। তবে?

রাজু। তরবারি নজর দিলে আবার আমাকে আপনার দাসত্ব স্বীকার করতে হবে, কিন্তু আমি যে—

বল্লালসেন। চাকরি কেন ভাই? স্বাধীনভাবে দেশরক্ষা করতে তুমি সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত কর। তবুও নীরব? এখনো বিশ্বাস করতে পারলে না? তোমার দেশের ভাই আমি, বাঙালী আমি, শত অপরাধে অপরাধী হলেও বাংলার রাজা আমি, নগ্নপদে অনুতপ্ত অন্তরে ছুটে এসেছি মার্জ্জনা চাইতে—[নতজানু হইলেন]

রাজু। উঠুন বঙ্গেশ্বর! সৈনিকের নিষ্ঠুর হৃদয় গলে গেছে; ধরুন প্রভু আমার তরবারি, সমস্ত শ্রমিক ভাইদের প্রতিভূ হয়ে আমি আপনাকে নজর দিলাম। [তরবারি দিয়া] আর শুনে যান বাংলার

অনুতপ্ত রাজা! আজ থেকে রাজু আর বিপ্লবী বাঙ্গালী নয়, বাঙলা মায়ের স্বাধীনতারক্ষী রাজভক্ত প্রজা।

বল্লালসেন। আঃ, নিশ্চিন্ত! চল ভাই! তোমার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে তোমার গৃহে ফিরে চল।

রাজু। আমি কথা দিচ্ছি বঙ্গেশ্বর! কাল প্রভাতেই আমি আপনার কাছে ফিরে যাবো। এখন চলুন—আপনি পরিশ্রান্ত, বিশ্রাম করবেন চলুন।

বল্লালসেন। নিস্প্রয়োজন। এখনি আমাকে প্রাসাদে ফিরে যেতে হবে। [স্বগতঃ] এইবার আমি তোমাকে দেখে নেবো কল্লোলানন্দ। আমি আবার তোমার প্রাসাদ আক্রমণ করবো। এবার কাঁটা দিয়েই আমি কাঁটা তুলবো।

[প্রস্থান।

রাজু। যাক্, এতদিনে বুক থেকে একটা পাষাণভার নেমে গেল। এইবার বাংলা মা—[নেপথ্যে অট্টহাস্য] ওকি ওকি, কে হাসে? কে হাসে? একি, কেন ওঠে পেচকের বীভৎস চীৎকার? একি অমঙ্গল! তবে কি আমি ভুল করেছি—ভুল করেছি? না—না, বাঙালী এত হীনবল নয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মায়াবতীর অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

মায়াবতী আসিল।

মায়াবতী। আজ সেজেছি অপরূপ সাজে। কিন্তু কার জন্য? সবাই বলবে বৃদ্ধ রাজা বল্লালসেন যুদ্ধ জয় ক'রে ফিরে আসছে, তারই বিজয়োৎসবে আমি সেজেছি মোহিনীর সাজে। কিন্তু আমি জানি, এ আমার উৎসবসজ্জা নয়, রণসজ্জা। আজ আমি যুদ্ধ করবো। ধৈর্য্যশীল মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করবো, তাই এই রণবেশ। যদি কেউ প্রশ্ন করে, কে সেই মানুষটি? সে কথা উচ্চারণ করলে প্রকৃতি শিউরে উঠবে, বাতাস স্তব্ধ হ'য়ে যাবে, মানুষ মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌বে। আর আমি, তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকবো স্থির যুদ্ধাকাঙ্ক্ষিণী হ'য়ে। বাবা—বাবা! তুমি আমার বুকে বল দাও। তোমার আর দিদির শোচনীয় মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে আমি আজ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য নরকের পিশাচিনী হবো, তুমি আজ আমার বুকে শক্তির প্রেরণা জাগিয়ে দাও। ভগবান্‌! অপরাধ নিও না, প্রতিহিংসার নেশায় নারীত্ব আমার ব্যর্থ ক'রে দিয়েছি, তুমি আমায় মার্জ্জনা কর।

জনৈকা নর্ত্তকী আসিল।

নর্ত্তকী। যুবরাজ এসেছেন।

মায়াবতী। এসেছে? যাও—যাও, তাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এস। না—না, আমিই যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

ধানুকী আসিল।

ধানুকী। বলি হ্যাদে, ও ছেমরি! ছোটরাণীডে আজ আবার এডা কি নীলেখেলা সুরু করল্?

নর্ত্তকী। তা আমি কি জানি!

ধানুকী। তোরা জানস্ না? এই বুড়ামানুষডারে কেন মিছে কথা কস্? হক্কল নীলের মদ্দ্যি তোরা আছিস।

নর্ত্তকী। কেন বাজে কথা বল?

ধানুকী। আমার হক্কল কথা বাজে অইল? আচ্ছারে ছেমরি! ছোডরাণীডা ছ্যামরাডারে ডাকছে কেনে, না হুইনা আমি যামু না। ঐ ছ্যামরাডারে লইয়া আয়ে দেহি। আচ্ছা রে ছেমরি! আমিও ধানুকী ডাকাত মনে থাহে যেন।

[প্রস্থান।

লক্ষ্মণসেনকে লইয়া মায়াবতী আসিল।

মায়াবতী। এস—এস কুমার!

লক্ষ্মণসেন। আমার অভ্যর্থনার জন্যই কি মহারাণীর এই আয়োজন?

মায়াবতী। হাঁ কুমার! তোমার জন্যই আমার এই অপরূপ সাজ, এই উৎসব-আয়োজন।

লক্ষ্মণসেন। [বিরক্ত হইয়া] নিষ্প্রয়োজন! এ সমস্ত আমার ভাল লাগছে না; যদি কোন প্রয়োজন থাকে, মহারাণী স্বচ্ছন্দে তা বলতে পারেন, আমি এখনি বিদায় নেবো।

মায়াবতী। এর মধ্যে বিদায়ের কথা ব'লে আমাকে ব্যথা দিও না কুমার! তুমি ব'সো!

[একপ্রকার জোর করিয়া বসাইল। প্রথম নর্ত্তকীকে ইঙ্গিত করিলে সে সকলকে আহ্বান করিল ; নর্ত্তকীগণ নৃত্যগীত আরম্ভ করিল]

নর্ত্তকীগণ। গীত।

জোছনা হাসিয়া ছড়াল ধরায়।
রজনী সজনী ডাকে জোছনায়॥
চাঁদের বদনে কে দিল চুমা,
সোহাগের তার নাহি উপমা,
লতিকা ছুটিছে জড়াতে সোহাগে প্রিয়র কোমল গায়॥
কোয়েল ডাকিছে গানের সুরে,
সাড়া দেয় ডাকে কোয়েলা তারে,
প্রিয় কথা শুনে মেঘের আড়ে চাতকী হাঁকিয়া যায়॥

[নৃত্যগীতান্তে লক্ষ্মণসেনের গলায় একটি মালা পরাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

লক্ষ্মণসেন। এ-কি! এ-কি ব্যবহার! [মাল্য ছিঁড়িয়া ফেলিল] না—না, কি দুর্গন্ধ, যেন জীবন্ত নরক! বাতাস বিষাক্ত হয়েছে, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। আমি পালাই—আমি পালাই। [চলিয়া যাইতেছিল]

মায়াবতী। যেও না—যেও না কুমার! কথা আছে।

লক্ষ্মণসেন। বলুন।

মায়াবতী। কেন তুমি বিরক্ত হ'চ্ছ কুমার? এসব কি সত্যিই ভাল লাগে না?

লক্ষ্মণসেন। না।

মায়াবতী। কেন?

লক্ষ্মণসেন। এর উত্তর আমি দেবো না। অন্য কোন প্রয়োজন থাকে বলুন।

মায়াবতী। প্রয়োজন? হ্যাঁ·· লক্ষ্মণসেন! আজ তোমাকে আমার একান্তই প্রয়োজন; আর আমি নিজেকে সংযত রাখতে পারছি না, কুমার—কুমার! আমি তোমাকে ভালবাসি!

লক্ষ্মণসেন। ওঃ! একি মানবী না পিশাচী? এখনো চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে তো? মাতা সন্তানকে স্তন্য দিচ্ছে না বিষ প্রয়োগে হত্যা করছে? আগুন জ্বলছে, রাজপুরীতে আগুন জ্বল্‌ছে, ঐ আগুনের লেলিহান শিখা বোধহয় রামপালের আকাশেও উঠেছে! ওরে রামপালের প্রজারা, তোরা পালা—তোরা পালা।

[পলায়নোদ্যত, মায়াবতী হাত ধরিল]

মায়াবতী। আর আমাকে উপেক্ষা ক'রো না কুমার! আমি তোমাকে চাই! তোমার আমার মিলন বোধহয় বিধাতার অভিপ্রেত।

লক্ষ্মণসেন। মা! মা! সন্তানের সঙ্গে এ ছলনা কেন? সম্বরণ কর—সম্বরণ কর জননি, তোমার বজ্র-কঠোর বাণী। [নতজানু হইল]

ধানুকী আসিল।

ধানুকী। আর কি কৈবি ক' রাক্ষুসি। আর কি কৈবি ক'! পোলাডার মাথা এইবার চিবাইয়া খা, তা হ'লি তোর আশাডা পোরবানে।

লক্ষ্মণসেন। ধানুকী!

ধানুকী। আমি হকল কথা হুনছি দাদু! ওরে ও রাক্ষুসি! তুই কি মায়ের গভ্‌ভে জন্ম নিস নাই? মা-পোলা সম্বন্ধ কি তোগর হ্যাশে নাই? তোগর জাতে কি বাপ্‌-বিটিতে বিয়া হয়?

মায়াবতী। সাবধান ভৃত্য! কেন তুই আমার মহলে এসেছিস?

ধান্নুকী। তোর মাথাডা চিবাইয়া খামু কইয়া। ওর মহল! বর মহল অলার বিটি হইছে ও; ধান্নুকী ডাকাতের পরিচয়ডা এহনো পায় নাই ছেমরী, তাই আমাকে চোখরাঙায়, তোর ও ড্যাবরা চোখ আঙুল দিয়া কানা কইরা দিমু।

মায়াবতী। এই, কে আছিস—

ধান্নুকী। এই সাবধান! যদি চিল্লাবি ত এক ঘুসিতে মাথাডা গুরাইয়া দিমু। চল দাদু! চল! হে নরকডায় থাইকা কাম নাই। হেই ছোটলোকের মাইয়া! আবার যদি দাদুরে জ্বালাতন করিস, তা হ'লি আর ধান্নুকী ডাকাত তোরে আস্ত রাখব্ না, এক আছারে মাইরা ফ্যালাবে।

[লক্ষ্মণসেনকে লইয়া প্রস্থান।

মায়াবতী। ব্যর্থ হ'লো! ব্যর্থ হ'লো এ কৌশলজাল! লক্ষ্মণসেন, এইবার কাল ফণিনীর দংশন সহ্য করবার জন্য প্রস্তুত হও।

বল্লালসেন আসিল।

বল্লালসেন। তোমার এই উৎসব-আয়োজনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি প্রিয়তমে! একি, মুখ ভার কেন? চক্ষুর্দ্বয়ে অশ্রুরেখা—কি হয়েছে, কি হয়েছে সুন্দরি?

মায়াবতী। মহারাজ—[চক্ষে অঞ্চল দিল]

বল্লালসেন। একি! কেঁদো না—কেঁদো না প্রিয়তমে! আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার চোখের জল যে আমি সইতে পারি না। বল, প্রিয়ে কোন পাষণ্ড তোমার মনে ব্যথা দিয়েছে?

মায়াবতী। মহারাজ! আমাকে অপমান করতেই কি এখানে এনেছেন?

বল্লালসেন। অপমান! তোমাকে করেছে অপমান! কে—কে সেই মৃত্যু-অভিলাষী পতঙ্গ?

মায়াবতী। আপনার পুত্র লক্ষ্মণসেন, আর ধানুকী।

বল্লালসেন। এই, কে আছিস? কুমার লক্ষ্মণসেন আর ধানুকীকে পাঠিয়ে দে।

মায়াবতী। কি বলবো মহারাজ! আপনার পুত্র আমার নারীত্বের অপমান করতে চেয়েছিল।

বল্লালসেন। ওঃ—বলো না—আর বলো না মায়াবতি!

মায়াবতী। তার এই পাপ কার্য্যের সহায়তা করেছে রাজ ভৃত্য ধানুকী।

বল্লালসেন। কে আছিস, জল্লাদকে সংবাদ দে।

মায়াবতী। স্থির হোন—স্থির হোন প্রভু!

বল্লালসেন। বল কি মায়া! আমার রক্তে লেগেছে কলঙ্কের ছাপ—আর আমি থাকবো স্থির? না—না, চরিত্রহীন লম্পট পুত্র জীবিত থাকলে রামপাল বিষিয়ে যাবে।

মায়াবতী। ভেবে দেখুন মহারাজ! লক্ষ্মণসেন যুবক, তার উপর সে প্রজাদের প্রিয়পাত্র, এ সময় তাকে প্রাণদণ্ড দিলে, প্রজারা বিদ্রোহ করবে। তার চেয়ে আপনি তাকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিন।

বল্লালসেন। আচ্ছা! তোমার অনুরোধে তাকে নির্ব্বাসনদণ্ডই দেবো; কিন্তু ধানুকী—

মায়াবতী। তাকে আমার ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত থাকতে আদেশ দিন, আমি তাকে শাসন করবো।

বল্লালসেন। উত্তম, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে রাণি!

লক্ষ্মণসেন আসিল।

লক্ষ্মণসেন। আমাকে স্মরণ করেছেন পিতা?

বল্লালসেন। হ্যাঁ, [ঘৃণাভরে] তোর পাপলীলার সঙ্গী সেই ধানুকীটা কোথায়?

ধানুকী আসিল।

ধানুকী। ধানুকীটে ঠিক ছ্যামরাডার পেছনে পেছনেই আছেক, রাজবাড়ীতে যে পেত্নীর উপদ্রব বেড়েছে, তাতে পোলাডারে একলা ছাড়িয়া দেবানে সাহস হয় না।

বল্লালসেন। স্তব্ধ হ পাপি!

ধানুকী। পাপী। ধানুকী ত ডাকাতি ছারছে কর্ত্তা, তারে এহন পাপী কয় কোন সুমুন্দি?

বল্লালসেন। লক্ষ্মণসেন! ওঃ—তোমার মুখদর্শনেও মহাপাপ। যাও—কোন প্রশ্ন না করে আজ রাত্রেই রাজপুরী পরিত্যাগ কর। আমি তোমাকে নির্ব্বাসিত করলাম।

ধানুকী। কি কইল্যা? কি কইল্যা কর্ত্তা?

বল্লালসেন। আর ধানুকি! আজ থেকে তোকে ছোটরাণীর ভৃত্যপদে নিযুক্ত করলাম।

[প্রস্থান।

ধানুকী। না—না, আমি মানুম না রাজার হুকুম! দাদুরে রাজবাড়ী থন হটায় কোন্ হালায়?

লক্ষ্মণসেন। অবাধ্য হয়ো না ধানুকি! চিরদিন তুমি আমার কথা মেনে এসেছ, আজও এ অনুরোধটা রাখ।

ধানুকী। ওরে দাদু! তুই আমারে ও হুকুমডে করিস নি! আমি তোরে যাতি দিমু না।

লক্ষ্মণসেন। ছি ধানুকি! রাজা দিয়েছেন দণ্ড, সে আদেশ আমায় পালন করতে দাও। আমাকে হাসিমুখে বিদাও দাও ভাই!

ধানুকী। ওরে, নারে দাদু, না! আমি তোরে বিদায় দিবার পারুম্ না, তুই আমারেও সঙ্গে নে দাদু!

লক্ষ্মণসেন। তোমাকে সঙ্গে নিলে যে রাজ-আদেশ অমান্য করা হবে ভাই। আমাকে একাই যেতে হবে।

মায়াবতী। রাজাদেশ পালন করাই যদি কুমার যুক্তিযুক্ত মনে করে থাকে, তবে এত বিলম্ব কেন?

ধানুকী। ওরে, ও রাক্কুসি! চুপ কর্—চুপ কর্! নইলে এখুনি গলা টিপে মাইরা ফেলমু।

লক্ষ্মণসেন। ছি, ধানুকি? পিতা তোমাকে ওঁর ভৃত্যপদে নিযুক্ত ক'রেছেন; ছোটমার অপমান করলে পিতারই অপমান হবে। আমি যাই ভাই, দুঃখ ক'রো না; এ আমার অদৃষ্টলিপি, তুমি ত মুছে দিতে পারবে না।

ধানুকী। ওঃ—ওরে বিধেতে পুরুষ! ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছিস ত? মোর দাদাডা বিনা অপরাধে পোলাডারে তাড়িয়ে দিলে। মনে রাখিস—বিচার করিস। [কাঁদিয়া ফেলিল]

লক্ষ্মণসেন। কেঁদো না—কেঁদো না ধানুকি! যদি ঈশ্বর থাকে, ধর্ম্ম যদি সত্য হয়, পিতার এ ভুল একদিন নিশ্চয়ই ভাঙ্গবে। অন্যায় করেছি, অত্যাচার করেছি, নিজগুণে ক্ষমা কর ভাই!

ধানুকী। বলিস নি—ওরে বলিস নি, বুকডা ফাইটে যাইব্যা! ওঃ—রাক্কুসি—রাক্কুসি—

লক্ষ্মণসেন। [কাঁদিয়া ফেলিল] ধানুকি—

ধানুকী। না—না, আমি তোরে ছাড়ুম না—আমি তোরে যাবার দিতে পারুম না—[জড়াইয়া ধরিল]

মায়াবতী। ছাড়্—ছাড়্, ছেড়ে দে বৃদ্ধ!

ধানুকী। ওরে রাক্ষুসি, আমাদের ছাইরা দে—আমারে ছাইরা দে!

[মায়াবতী জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইল]

লক্ষ্মণসেন। বিদায় ধানুকি,—বিদায়—

ধানুকী। ওরে দাদু, যাস নি! ফিইরা আয়—দাদু ফিইরা আয়—

মায়াবতী। দূর হ অপদার্থ! [ফেলিয়া দিল]

ধানুকী। না—না, আমি যাবার দিমু না: ওরে লক্ষ্মণ দাদু! তুই ফিইরা আয়—তুই ফিইরা আয়!

[ছুটিয়া চলিয়া গেল।

মায়াবতী। হাঃ-হাঃ-হাঃ, বল্লালসেন! তোমার রাজ্যের মূল উৎপাটন ক'রে আমি ধলেশ্বরীতে নিক্ষেপ করবো, আজ মাত্র তার ভিত্তি শিথিল করলাম।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কল্লোলানন্দের প্রাসাদ।

গীতকণ্ঠে সুবিমল আসিল।

সুবিমল। গীত।

জয় দে আজ বাংলা মায়ের ওরে সাত কোটি সন্তান।
তোদের কণ্ঠের সমবেত ধ্বনি কাঁপাবে বিদেশী-প্রাণ॥
হুঙ্কার দিয়ে জানারে বাঙালি,
বাংলার বুকে মোরা মহাবলী,
অস্ত্রের মুখে হবে কোলাকুলি, বিদেশী দস্যু সাবধান॥

গীতকণ্ঠে মহানন্দ আসিল।

মহানন্দ। গীত।

সাবধান—সাবধান—সাবধান—
ওরে বোকা বাঙ্গালি, তোরা সাবধানে চল্।
বিধর্ম্মী দস্যু ওৎ পেতে বসে, লুণ্ঠনে ওরা পটু মহাবল॥
সাবধানে মেটা ঘরোয়া বিবাদ,
করিস না পাগল কোন প্রতিবাদ,
দুর্ব্বল হলে জাতীয় জীবন শান্তির দেশে জ্বলিবে অনল॥

সুবিমল। সাধু কাকা! তোমার এই গানটা আমাকে শিখিয়ে দেবে?

মহানন্দ। দেবো ভাই।

সুবিমল। আচ্ছা কাকা! ছেলেরা যুদ্ধ শিখছে দেশের জন্য, আমি গান শিখে দেশের কি উপকার করবো কাকা?

মহানন্দ। দেশ জাগাবে। দেশকে জাগাতে হলে সব প্রথম কবি আর গায়ককে দিতে হবে অন্তরের দান। কবি দেবে জাগরণের বাণী, গায়ক তুলবে কণ্ঠে অগ্নিময় স্বরের ঝঙ্কার।

রাজলক্ষ্মী আসিল।

রাজলক্ষ্মী। তাই বুঝি এই ব্রত নিয়েছে মহানন্দ?

সুবিমল। কাকার মত গান গেয়ে আমিও দেশকে জাগাবো মা!

রাজলক্ষ্মী। তাই কর—তাই কর বাবা।

মহানন্দ। জাগাও—জাগাও সুবিমল! তোমার মধুকণ্ঠের অগ্নিময় সুরঝঙ্কারে জাগিয়ে দাও আত্মকলহে লিপ্ত হতভাগ্য বাঙালীদের।

[সুবিমল গাহিল]

সুবিমল। গীত।

জাগরে বাঙ্গালি ভাই!
রাখিতে মায়ের মর্য্যাদা মান নব জাগরণ চাই॥
ভায়ে ভায়ে যদি হয় হানাহানি,
পড়িবে যে শিরে সহসা অশনি,
দরিদ্র অথবা ধনী মহামানী জাতির বিচার নাই॥

[গীতান্তে সুবিমল চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী। সুবিমলের কণ্ঠে এই অগ্নিময় সুরঝঙ্কার তুমিই তুলেছ মহানন্দ?

মহানন্দ। আমার কৃতিত্ব এতে নেই লক্ষ্মি! সুবিমল ছাই চাপা আগুন, আমি তাতে ফুৎকার দিয়েছি।

রাজলক্ষ্মী। আমাকে লুকোবার চেষ্টা করো না মহানন্দ! ও আমার ছেলে ব'লেই তুমি ওকে এত ভালবাস।

মহানন্দ। [স্মিত আননে] ভালবাসা! সন্ন্যাসীর আবার ভালবাসা।

রাজলক্ষ্মী। জানি মহানন্দ! আমারই জন্যে তোমার এই সন্ন্যাস গ্রহণ!

মহানন্দ। [হাসিল] কে বল্লে? যাক্, আজই আমি চলে যাবো, আমাকে বিদায় দাও লক্ষ্মি!

রাজলক্ষ্মী। আর কিছুদিন থাক মহানন্দ!

মহানন্দ। না লক্ষ্মি, সন্ন্যাসীর ব্রত জনসেবা, সে ব্রত ভঙ্গ ক'রে বিলাসের মধ্যে ডুবে থেকে আমি মহাপাপে লিপ্ত হতে পারবো না।

রাজলক্ষ্মী। তবে যাও মহানন্দ! আমি তোমার ব্রত-সাধন-পথে বাধা দেবো না। কিন্তু, বলে যাও, আবার দেখা পাবো তো?

[মহানন্দ গাহিল]

মহানন্দ। **গীত।**

আমি দিবানিশি দেখি বুকে আঁকা মোর মানসী প্রতিমাটিরে।
কভু হাসি, কভু অভিমানে ফিরি, ভাসি মোর আঁখিনীরে॥
আমার ভুবনে নাহিক বিরহ,
মিলনের বাঁশী বাজে অহরহ,
নয়নে দেখায় টুটিবে স্বপন, বিরহ আসিবে ফিরে॥

[গীতান্তে মহানন্দ চলিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মী। [চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া] তোমার অনন্ত প্রেমের সমুদ্রে স্নান করবার সৌভাগ্য আমার এ জন্মে হল না মহানন্দ, অপেক্ষা করবো প্রেমিক, পরজন্মের আশায়।

মহারাণীর প্রবেশ।

মহারাণী। সই! মহানন্দ চ'লে গেল।

রাজলক্ষ্মী। হ্যাঁ!

মহারাণী। এত বড় আত্মত্যাগ পৃথিবীতে নেই! ও সত্যিকারের প্রেমিক; নদীর স্রোতের মত উদ্দাম গতিতে ব'য়ে যাচ্ছে ওর স্বচ্ছ প্রেমধারা, যেন অপরকে স্নান করিয়েই ওর সার্থকতা, প্রতিদানের আশা রাখে না।

রাজলক্ষ্মী। দেশমাতৃকার উপর ওর অসামান্য স্নেহ।

মহারাণী। ওযে বিশ্বপ্রেমিক; ওর মত দেশপ্রেমিক আর কে আছে সই?

রাজু আসিল।

রাজু। রাণি! সই! আনন্দ সংবাদ!

মহারাণী। কি সংবাদ?

রাজু। রাজা বল্লালসেন নিজে এসে আমার কাছে সন্ধি করে গেছে।

মহারাণী। রাজা বল্লালসেন নিজে এসে সন্ধি ক'রে গেল?

রাজু। হ্যাঁ, সে তার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত, এতদিনে তার ভুল ভেঙ্গেছে রাণি!

মহারাণী। কোনদিনই তার ভুল ভাঙ্গবে না স্বামী, ভাঙ্গতে পারে না; জাতিকে দুর্ব্বল করে দিতেই সে বাংলায় জাতিভেদ আর শ্রেণীভাগ করেছে। মনে হয়, এ সন্ধি তার একটা শয়তানি চাল।

রাজু। সে কি! আমি যে তাকে সন্ধিচুক্তির নিদর্শন স্বরূপ শ্রমিক ভাইদের প্রতিভূ হয়ে, আমার তরবারি নজর দিয়ে তার অধীনতা স্বীকার ক'রে এসেছি।

মহারাণী। তরবারি নজর দিয়ে অধীনতা স্বীকার করে এসেছ? তাহলে তো কাজ সে অনেকখানি এগিয়ে নিয়েছে। এ তার সন্ধি নয়,

শয়তানির জালে তোমাকে আবদ্ধ ক'রে নিয়ে—আবার সে এই প্রাসাদ আক্রমণ করবে।

রাজু। তাই যদি হয়, আমি মানবো না সে সন্ধি সর্ত্ত। এ শাঠ্যের আমি চরম শিক্ষা দেবো।

মহারাণী। চিরদিন ধর্ম্মের পূজারী হয়ে আজ নিজের ভুলের জন্য সত্যভঙ্গ করবে?

রাজু। রাণি!

মহারাণী। দাসত্বের স্বর্ণশৃঙ্খল যখন স্বেচ্ছায় প'রে এসেছ, তখন যেতেই হবে।

রাজলক্ষ্মী। এ কি বলছ সই? শয়তানি চক্রে প্রতারিত হয়ে উনি প্রতিজ্ঞা করেছেন বলে—

মহারাণী। কেন প্রতারিত হ'লো? যখনই সে সন্ধি চুক্তিতে স্বাক্ষর করাতে এসেছিল, তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, বঙ্গেশ্বর প্রজার অপমান সহ্য করবে না, আঘাতের বিনিময়ে সে প্রতিঘাত দেবে।

রাজু। কিন্তু, আমি যে তোমাদের নিয়ে যাবো ব'লে কথা দিয়ে এসেছি।

মহারাণী। আমি সত্যভঙ্গ করতে পারবো না।

রাজু। কিসের সত্যভঙ্গ!

মহারাণী। তুমি যেমন সত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় রাজার কাছে ফিরে যাচ্ছ, আমরাও তেমনি মাতাপুত্রে সত্যের মর্য্যাদারক্ষায় বণিকরাজের আসন্ন বিপদে তাঁকে বুক দিয়ে রক্ষা করবো।

রাজলক্ষ্মী। সেকি সই; তোমার স্বামীকে তুমি শয়তান বল্লালসেনের কবলে ছেড়ে দিচ্ছ?

মহারাণী। স্বেচ্ছায় ও দাসত্বের শৃঙ্খল প'রে এসেছে। ওরা গোলামের জাত, চিরদিন প্রভুর পাদুকা মাথায় বহন করবে, আর আত্মগ্লানিতে ভগবানের কাছে মহামুক্তি কামনা করবে।

রাজু। ঠিক বলেছ রাণি! বাঙালী জাতটাই গোলামীর নেশায় উন্মাদ। নইলে আমি শৃঙ্খলমুক্ত হয়েও আবার সাধ ক'রে সেই শৃঙ্খলে আবদ্ধ হ'লাম কেন? রাণি! আমি যাবো—আমি যাবো; আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি ফিরে যাবো সেই পঙ্কিল নরকে। তবে যাবার আগে একবার কুমারকে—

মহারাণী। না—না, তুমি ওকে স্পর্শ করো না। তোমার স্পর্শে হয়তো ওর মনেও দাসত্বের নেশা জাগবে, সে আমার দেশমাতৃকার পদে উৎসর্গিত মহাপ্রাণ, তোমার স্পর্শে সে বিষাক্ত হবে।

রাজলক্ষ্মী। তোমার এ নিষ্ঠুরতা সহ্যের অতীত সই! নিজের সত্য-ধর্ম্ম পালন করতে স্বামীকে নির্ব্বাসিত করছ, এ সময়ে একমাত্র সন্তানকে একটিবার স্নেহ-সম্ভাষণ করতেও দেবে না?

মহারাণী। না। যে মুহূর্ত্তে ও স্বাধীনতা হারিয়েছে, সেই মুহূর্ত্তেই স্ত্রী-পুত্রের অধিকারেও বঞ্চিত হয়েছে। না—না, কারও সহানুভূতি তুমি পাবে না। যাও—যাও—

নবকুমার আসিল।

নবকুমার। কাকে যেতে বল্‌ছ মা?

রাজু। নবকুমার।

মহারাণী। [নবকুমারকে পিছনে ফেলিয়া] সাবধান, ওকে ছুঁতে পাবে না; তুমি যাও—তুমি যাও।

নবকুমার। একি বল্‌ছ মা? পিতাকে কোথায় যেতে বলছ তুমি?

মহারাণী। ওর প্রভুর কাছে।

নবকুমার। কে প্রভু ?

মহারাণী। রাজা বল্লালসেন! তোমার পিতা দাসত্বের স্বর্ণ-শৃঙ্খল প'রে এসেছে পুত্র।

নবকুমার। পিতা! একথা সত্য ?

রাজু। হ্যাঁ পুত্র! শয়তানের ছলনায় প'ড়ে আমি ধর্ম্ম সাক্ষ্য ক'রে কথা দিয়েছি—তার সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব আমি গ্রহণ করবো।

মহারাণী। শুনলি তো ? গোলামী কিনে এনেছেন স্বাধীনতা বিক্রয় ক'রে।

রাজু। আমাকে বিদায় দাও কুমার!

নবকুমার। বিদায় দেবো ? জীবনের আরাধ্য দেবতা পিতা আপনি —সেই দেবতাকে দেবো বিদায় ? না—না পিতা, আমি তা পারবো না—আমি তা পারবো না।

মহারাণী। সাবধান পুত্র! ওকে ছুঁয়ো না, ওর জাত গেছে।

রাজলক্ষ্মী। সই! তুমি কি পাথরের তৈরী ?

মহারাণী। হয়তো তাই। কুমার! দূর হ'তে তোমার পিতাকে প্রণাম ক'রে এখুনি এ স্থান ত্যাগ কর।

নবকুমার। মা! দোহাই তোমার, এত নিষ্ঠুর হ'য়ো না তুমি পিতার স্নেহময় বক্ষে মাথা রেখে একটিবার দুফোঁটা চোখের জল আমায় ফেলতে দাও।

মহারাণী। না পুত্র, সঞ্চয় ক'রে রাখ্ তোমার অশ্রুরাশি দেশ মাতৃকার পদে নিবেদন করতে। কে পিতা ? কে মাতা ? দুদিনের পরিচয় পার্থিব সংসারে, যদি বাংলামায়ের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চাস, মায়াতীত হও পুত্র!

নবকুমার। তোমার উপদেশ আমি পালন করবো মা? কিন্তু—একবার—একটিবার—

মহারাণী। না—না, হবে—না—হবে না। সই! কুমারকে নিয়ে যাও।

রাজলক্ষ্মী। সই!

মহারাণী। কথা রাখ সই!

রাজলক্ষ্মী। এস নবকুমার! [হাত ধরিল]

নবকুমার। না—না, আমি পিতাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।

মহারাণী। পুত্র! তুমি না বীর? তুমি না যোদ্ধা? এই দুর্ব্বলতা নিয়ে তুমি বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করবে?

নবকুমার। মা!

মহারাণী। যাও—

রাজু। মায়ের অবাধ্য হ'য়ো না পুত্র, যাও!

নবকুমার। [দূর হইতে প্রণাম করিয়া] পিতা—পিতা! [মহারাণীর প্রতি দৃষ্টি পড়ায়] না—না, মায়ের নিষেধ! ওঃ, মা—মা! তোমার দেবীত্বের আসন বুঝি আর অটল থাকে না, সে যে নেমে যাচ্ছে পিশাচীর আসনে—পিশাচীর আসনে— [উদ্‌ভ্রান্তবৎ প্রস্থান।

রাজলক্ষ্মী। কুমার—কুমার— [দ্রুত প্রস্থান।

রাজু। রাণি! এইবার বিদায় দাও!

মহারাণী। ছিঃ স্বামি! ও কথা বলতে নেই! [প্রণাম করিয়া] ওগো দেবতা! তুমি আবার ফিরে এস আমার পাশে।

রাজু। আর বোধ হয় দেখা হবে না রাণি?

মহারাণী। এ জন্মে না হয়, পর-জন্মে হবে। আমি জন্ম জন্ম আসবো আমার সাধের বাংলামায়ের কোলে, জন্ম জন্ম সাধনা করবো তোমাকে স্বামীরূপে পাবার জন্য।

রাজু। পর-জন্মে আবার আমাদের মিলন হবে ?

মহারাণী। জন্মান্তর যদি সত্য হয় রাণী, আমাদের সাধনাও ব্যর্থ হবে না, আবার আমি তোমাকেই পাবো, নিশ্চয়ই পাবো।

রাজু। এস রাণি, একবার তোমাকে ভাল ক'রে দেখেনি ! [রাণীকে বাহুবেষ্টনে ধরিল, তাহার কপালে ওষ্ঠ স্পর্শ করাইল, এমন সময় দূরে কামানধ্বনি শোনা গেল] একি ! এত শীঘ্র ?

মহারাণী। ঐ বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন।

ছুটিয়া কল্লোলানন্দ আসিল।

কল্লোলানন্দ। সই ! সই ! দুর্ব্বৃত্ত বল্লালসেন প্রাসাদ আক্রমণ করেছে।

মহারাণী। আক্রমণ যে করবে, তা পূর্ব্বেই জানতুম। [পুনরায় কামানগর্জ্জন হইল] ঐ শোন বিশ্বাসঘাতকের গোলাম তোমার প্রভুর আহ্বান !

রাজু। যদি পার প্রতিশোধ নিও। বিদায়—বিদায়—

[দ্রুত চলিয়া গেল।

কল্লোলানন্দ। তোমার স্বামী কোথায় গেলেন সই ?

[নেপথ্য পুনরায় কামানগর্জ্জন]

মহারাণী। বলবার অবসর নেই, ঐ সদম্ভ গর্জ্জনে আমাদের আহ্বান করছে বণিকরাজ ! ওরে, প্রাসাদের কে কোথায় আছিস ! তোরা ঘুমিয়ে থাকিসনে অলস-শয্যায় ! শত্রু শুনিয়েছে কামানগর্জ্জন, অদূরে উঠেছে মরণ-আহ্বান, ধ্বংসের দেবতার তাণ্ডব নর্ত্তনে প্রলয় আসছে নেমে ; ওরে, জীবন যদি দিতে হয়, তবে এইতো শুভক্ষণ। [প্রস্থান।

কল্লোলানন্দ। চমৎকার ! চমৎকার !

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিষ্ণুরাম শর্ম্মার গৃহ।

বিষ্ণুরাম ও প্রমদা আসিল।

বিষ্ণুরাম। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও গিন্নী, আমি একবার লুটেরা ব্যাটাদের দেখে নেবো।

প্রমদা। ওগো, রক্ষে কর, আর দেখে কাজ নেই, ডাকাত মুখপোড়ারা ও পাড়া লুট করে পালালেই বাঁচি, এ পাড়ায় যেন আর না আসে।

বিষ্ণুরাম। এ পাড়ায় হানা দিলে কি আর রক্ষে রাখবে? জুজুৎসুর সাড়ে তিন প্যাঁচে কাত করে ডাকাতি করতে আসার ঠেলাটা বুঝিয়ে দেবো।

প্রমদা। হ্যাঁগা, জুজুৎসু কাকে বলে?

বিষ্ণুরাম। জুজুৎসু মানে বোঝ না? জুজু মানে ভীতিজনক কোন জীব; ছেলেবেলায় শোননি? ঠাকুমা জুজুর ভয় দেখাতো? সেই জুজু!

প্রমদা। জুজু তো বুঝলুম।

বিষ্ণুরাম। সেই জুজু, তারপর হ'লো উৎসু; উৎসু মানে উৎসাহ, তাহলেই হলো জুজুর উৎসাহ। জুজুর উৎসাহ হলে কি হয়?

প্রমদা। তা আমি কি করে জানবো?

বিষ্ণুরাম। জুজুর উৎসাহ হলেই, সে ডিগবাজীর প্যাঁচে মানুষের ঘাড়ে পড়ে। তাহলে জুজুৎসুর প্যাঁচে ডিগবাজী খেয়ে ব্যাটাদের অক্কা পাইয়ে দেবো।

প্রমদা। ও মা, তাই নাকি, তুমি জুজুর প্যাঁচ দেখাতে পার?

বিষ্ণুরাম। পারি কিনা একবার পরীক্ষা কর। এই দেখ—

প্রমদা। ওগো, রক্ষে কর, আমাকে আর জুজুর প্যাঁচ দেখাতে হবে না।

বিষ্ণুরাম। উহুঁ! তা হবে না, সন্দেহ একবার যখন জেগেছে, তখন তোমাকে পরীক্ষা দেবোই। এই দেখ হলুম আমি জুজু—[বীভৎস মূর্ত্তি দেখাইয়া] এইবার চললো উৎসুর প্যাঁচ [লাফাইতে গিয়া পড়িয়া গেল] উহু-হু! গেছি—গেছিরে বাবা! ও গিন্নি, ধরে তোল, কোমরটা বুঝি ভেঙ্গে গেছেরে বাবা!

প্রমদা। আহা, মিনসের ঢং দেখ! এই প্যাঁচে উনি ডাকাত মারবেন। [ধরিয়া তুলিল]

বিষ্ণুরাম। তোমার জন্যেই তো পড়ে গেলুম। তুমি সরে না গিয়ে যদি দাঁড়িয়ে থাকতে, দেখতে প্যাঁচের বহরখানা।

প্রমদা। ও প্যাঁচের বহর আমি বুঝেছি। একি রাজার খোসামোদ করার চাকরি, যে জল উঁচু বললেই সগ্‌গে তুলে দেবে, আবার নীচু বললেই পাতালে নামিয়ে দেবে? এ রীতিমত যুদ্ধ—গায়ে ক্ষ্যামতা থাকা চাই।

বিষ্ণুরাম। কি, আমার গায়ে ক্ষ্যামতা নেই? আচ্ছা এস, এগিয়ে এস! ল'ড়ে যাও পাঞ্জা।

ধানুকী আসিল।

ধানুকী। হ্যাদে ঠাকুর! ইস্ত্রীর সঙ্গে পাঞ্জা লরছনি?

বিষ্ণুরাম। এস—এস ধানুকি! পাঞ্জা নয়—পাঞ্জা নয়, স্ত্রীর সঙ্গে একটু রসালাপ হচ্ছিল, হা-হা-হা! তারপর রাজবাড়ীর সংবাদ কি?

ধানুকী। সংবাদডা আর ধানুকীর লাগে কি হুনবেন? হ্যাখছেননি—হালার মোছলমান ডাকুর দল ধানুকী ডাকাতের হ্যাশে লুঠ কইরা পলাইল।

বিষ্ণুরাম। সত্যি ধানুকি? তোমার মত লেঠেল থাকতে ডাকাতরা রাজধানী লুঠ করে পালালো!

ধানুকী। হেইডা কি করুম্ ঠাকুর! দাদু আমারে লাঠি ধরতে নিষেধ কইরা গেছে, তা না হলি ঐ স্থমুন্দি কয়ডা মোছলমানকে আমি শেয়াল কুকুরের মত মাইরা ছাতু কইরা দিতাম।

বিষ্ণুরাম। কিন্তু আর একটা কাজ তুমি করতে পার ধানুকি!

ধানুকী। কি কাম?

বিষ্ণুরাম। তোমার লাঠির প্যাঁচটা যদি আমায় শিখিয়ে দাও, তাহলে এইবার যেদিন ডাকাত ব্যাটারা আসবে সেইদিন তোমার লাঠির সঙ্গে আমার জুজুৎসুর প্যাঁচ মিশিয়ে, একটা খিচুড়ী প্যাঁচ দেখিয়ে ব্যাটাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবো।

প্রমদা। রক্ষে কর! তোমার জুজুৎসুর প্যাঁচে এখনি কোমরে ব্যথা লেগেছে, এর ওপর লাঠির প্যাঁচ শিখলে হয়তো নিজের মাথাটাই নিজে ফাটাবে।

বিষ্ণুরাম। বটে! আমি নিজের মাথা নিজে ফাটাবো? ধানুকি, দাঁড়াতো এখানে; আমি ঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে এখনি লাঠির প্যাঁচ শিখবো। আজ হয় প্রতিজ্ঞা পালন না হয় শরীর পতন। দেখ—দেখি গিন্নি! প্যাঁচ শেখবার আগেই লাঠির মত হাত আপনিই ঘুরছে।

[হাত ঘুরাইতে লাগিল] স'রে যাও—স'রে যাও, নইলে তোমার মাথাটাও ফাটিয়ে দেবো।

ধানুকী। নাও ঠাকুর, তোমার আর হাত গুরাইয়া কাম নাই, ও ছারান দাও! [ধরিল] লাড়ি খেলাডা কি বেরাহ্মণ মনিষ্যির কাম? নরম তুলার মত তুলতুলিয়া হাত, হে হাতে লাড়ি ঘোরাবে কেম্‌নে?

বিষ্ণুরাম। হ্যাঁ—বলে কত বড় বড় হাতীর শুঁড় ধ'রে ঘুরিয়ে দিয়েছি, আর এতো বাঁশের লাঠি।

প্রমদা। ঘুরিয়েছিলে, তবে সেটা হাতে নয় স্বপ্নে।

বিষ্ণুরাম। কি আমার অপমান? তবে হোক পরীক্ষা, এস ধানুকীচাঁদ! লড় দেখি পাঞ্জা। [ধানুকীর হাত জোর করিয়া টানিয়া লইল, ধানুকী তাহার পাঞ্জা ধরিল] ওঃ—গেছি—গেছি রে বাবা! ও-হো-হো, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে রে আঁটকুড়ির ব্যাটা!

ধানুকী। [ছাড়িয়া দিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওকি ঠাকুর, ওরকমডা কর ক্যান?

বিষ্ণুরাম। ও-হো-হো-হো! ওঃ. একি মানুষের হাত। ওরে বাপরে এখনো কটাস কটাস করছে।

প্রমদা। যেমন বীরত্বের সঙ্গে পাঞ্জা লড়্‌তে গিয়েছিলে, বেশ হয়েছে।

বিষ্ণুরাম। ওঃ—হাতটা ফুলে গেল।

ধানুকী। ধানুকী ডাকাতের একটা টিপনীতে আপনগর হাত ফুইলা যায় ঠাকুর, আর দাদুমণি অখানে পাঞ্জা লড়ত আমার সাথে। আহা-হা, হে কথাডা মনে হ'লি পরাণডা ফাইটা যায়! ওঃ, না জানি সোনারচাঁদ দাদু আমার—পথে-পথে ঘুইরা ঘুইরা না খাইয়া—ওঃ—[কাঁদিয়া

ফেলিল] ওরে বেইমান বিধাতা পুরুষ ! ধর্ম্মকর্ম্ম কি অ্যাশথন উইঠা গেল ?

বিষ্ণুরাম । হ্যাঁরে ধানুকি ! যুবরাজকে রাজা নির্ব্বাসনদণ্ড দিলে কেন ?

ধানুকী । ঘরের কথাডা পেরকাশ না করাই ভাল। রাজাডা ডাইনীর মায়ায় পর্‌ছে । তাই অমন সোনারচাঁদ ব্যাটারে নির্ব্বাসনে পাঠাল । চারপোয়া হ'য়ে আইছে—বোঝছ ঠাকুর ! বাংলার রাজার চারপোয়া হয়ে আইছে, নইলে মোছলমান ডাকু আইসা লুঠতরাজ কইরা পলাইল, আর আমাগো রাজাডা চুপ কইরা ছোটরাণীর আঁচলের তলায় বইসা দিন কাটাইল ? দাদু ঘরে থাকলি, হে ডাকুর বাবার নাম ভোলায়ে ছাড়ত ।

বিষ্ণুরাম । যেতে দাও না বাবা ধানুকীচাঁদ । রাজার বুকে যদি এ লুঠতরাজ সহ্য হয়, আমাদেরই বা হবে না কেন বাবা ?

ধানুকী । রাজার বুকে সহ্য অইবো না ক্যান ? হের ত আর কোন ধন-দৌলত লুঠ করে নাই । কিন্তু রাজাডা বোঝে না, একবার যখন মোছলমান ডাকুর দল স্থাশে আইছে, তহন হে মধুর লোভ তেনারা সামলাতে পারব্‌ না, মাঝে মাঝে হানা দিতে দিতে তার সিংহাসনটাই লুইটা লইবে ।

[নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ । বহুকণ্ঠে কোলাহল শোনা গেল—
"ডাকাত পড়েছে—ডাকাত পড়েছে"]

ধানুকী । ঐ আবার স্মুন্দিরা আইছে । ঠাকুর ! তুমি দরজায় হুরকা টাইনা দাও, আমি দেহি স্মুন্দিদের—

[ছুটিয়া চলিয়া গেল ।

বিষ্ণুরাম। এ্যাঁ! ও গিন্নি! ও ব্যাটারা যে আমাদের পাড়ায় এসেছে ?

প্রমদা। এলেই বা! তুমি যে জুজুৎসুর প্যাঁচ দেখাবে।

বিষ্ণুরাম। শুষ্টির পিণ্ডি দেখাবো। ওরে বাপরে! এখন কি হবে ? [নেপথ্যে কে যেন বলিল—"এই বাড়ীতে—এই বাড়ীতে"] ওগো, কোথায় লুকোবো গো, ওরা যে এই বাড়ীতেই ঢোকে গো! [কম্পন]

প্রমদা। অত কেঁপো না গো—প'ড়ে গিয়ে এখনি ভবের পটল তুলবে গো, তার চেয়ে আমার আঁচলের তলায় এস গো!

বিষ্ণুরাম। সেই ভাল—সেই ভাল। গৃহিণীর আঁচলই পুরুষের নির্ভর স্থল।

[বিষ্ণুরাম পিছনে আসিয়া তাহার অঞ্চলের তলায় লুকাইল]

তরবারিহস্তে বক্তার খাঁ আসিল।

বক্তার। এই! তুমারা পাশ যো হ্যায় দেও।

প্রমদা। আমার কাছে কিছু নেই বাবা!

বক্তার। ঝুট কহতে হুঁ? এইতো বহুৎ ধন-দৌলত হ্যায়। [পিছনের অঞ্চল তুলিয়া] আরে, শালে কৌন হ্যায় ?

বিষ্ণুরাম। আমি তোমারই শালা হ্যায় বাবা!

বক্তার। শালা জুয়াচোর! ডরকাওয়াস্তে জরুকা অঞ্চল কা নীচে রহা ?

বিষ্ণুরাম। ঠিক কথা বাবা! ডরেই আঁচলের তলায় আশ্রয় নিয়া রাহা।

বক্তার। চলো শালা তুমারা ঘরমে, কেতনা ধন-দৌলত হ্যায় হামকো দেও।

বিষ্ণুরাম। কিছু নেই হ্যায় বাবা!

বক্তার। [তরবারি দেখাইয়া] কেয়া?

বিষ্ণুরাম। না—না বাবা! কিছু কিছু হ্যায়!

বক্তার। দেও শালে!

বিষ্ণুরাম। দিচ্ছি—দিচ্ছি বোনাই মশায়! গিন্নি এইবার যথাসর্ব্বস্ব গেল!

প্রমদা। তা যাক্, তুমি বাঁচ!

বক্তার। আও শালে!

[বিষ্ণুরামকে টানিয়া লইয়া গেল।

প্রমদা। হে মা কালি! হে মা দুর্গা, ষষ্ঠীর বাহন, কর্ত্তাকে আমার বাঁচাও মা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বল্লালসেনের উদ্যান।

মায়াবতী ও বল্লালসেন আসিল।

মায়াবতী। মহারাজ! আমাকে পরিত্যাগ করুন।

বল্লালসেন। কেন প্রিয়তমে, এ কথা ব'লে আমার প্রাণে ব্যথা দাও? তুমি তো জান, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই!

মায়াবতী। খুব জানি! এ আমার রাণীত্ব না দাসীত্ব?

বল্লালসেন। কেন! তোমাকে কেউ কি কিছু বলেছে?

মায়াবতী। কে আমাকে কিনা বলে? আমি যেন রাজ্যের চক্ষুশূল, আপনার প্রধানা মহিষী যদি এত আদরের, তবে কেন আমাকে বিবাহ করেছিলেন মহারাজ?

বল্লালসেন। সে কি! বড়রাণী কি তোমায় তিরস্কার করেছে?

মায়াবতী। নিজে করেনি; তবে আপনার গুরু উদয়গিরিকে দিয়ে আমায় অপমান করিয়েছে।

বল্লালসেন। অপমান করিয়েছে!

মায়াবতী। কেন, বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

বল্লালসেন। না—না, তা নয়, তবে বিনা অপরাধে গুরুদেব তোমার অপমান করলেন কেন?

মায়াবতী। অপরাধ গুরুতর! আমি আপনার কল্যাণে গোবিন্দের মন্দিরে পূজা নিয়ে গিয়েছিলাম, মোহান্ত ঘৃণাভরে আমার প্রত্যাখান করেছেন।

বল্লালসেন। কেন? পূজা ফিরিয়ে দিলে কেন?

মায়াবতী। বললে, বড়রাণীই আপনার ধর্ম্মসঙ্গত স্ত্রী, আর আমি আপনার বিলাস-সঙ্গিনী, তাই আমার দেব-মন্দিরে প্রবেশের কোন অধিকার নেই।

বল্লালসেন। বটে। মোহান্ত মহারাজের এত স্পর্দ্ধা যে আমার মহিষীকে অপমান করে। এই, কে আছিস? মোহান্ত মহারাজকে পাঠিয়ে দে। তুমি শান্ত হও প্রিয়তমে! আমি তোমারই সম্মুখে মোহান্তকে শাসন কর্‌বো, গুরু ব'লে ক্ষমা কর্‌বো না।

মায়াবতী। বড়রাণীর প্ররোচনায় সকলেই আমায় অপমান করে।

বল্লালসেন। বড়রাণীকে আজই নিষেধ করে দেবো, যেন সে তোমার সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা না করে। এইবার তুমি হাস প্রিয়তমে! কে আছিস, নর্ত্তকা—

মায়াবতী। বড়রাণী যদি আবার আমায় অপমান করে?

বল্লালসেন। তাকে দণ্ড দেবো।

নর্ত্তকী আসিল।

মায়াবতী। আপনি বসুন মহারাজ! [নর্ত্তকীর প্রতি] নৃত্যগীতে মহারাজকে শান্তি দান কর।

[নর্ত্তকী নৃত্যগীত আরম্ভ করিল]

নর্ত্তকী। গীত।

চাঁদের হাসিতে ভরিল ভুবন, চকোর পড়িল ফাঁদে।
চকোরী যে সেথা প্রিয়রে খুঁজিতে ক্ষণিক বিরহে কাঁদে।
মেঘের আড়ালে ডুবে গেল চাঁদ,
বিরহিণী মনে মানিল প্রমাদ,
মধুভরা বুকে কুমুদিনী সেথা ডাকিছে বিরহী চাঁদে।

উদয়গিরি আসিল।

উদয়গিরি। বাঃ, চমৎকার! দস্যুর দল যখন হত্যায় লুণ্ঠনে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত ক'রে তুলছে, আর ঠিক্ সেই সময় বাংলার রক্ষক নর্ত্তকীর নৃত্যগীতে রমণীর অঞ্চলাশ্রয়ে বিলাসের সুখস্বপ্নে বিভোর! চমৎকার রাজার কর্ত্তব্যপালন!

[নর্ত্তকী চলিয়া গেল।

বল্লালসেন। গুরুদেব বোধহয় ভুলে যাননি, যে বঙ্গেশ্বর তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কারো উপদেশ গ্রহণ করেন না।

উদয়গিরি। তাহলে আমাকে এখানে আহ্বানের উদ্দেশ্য?

বল্লালসেন। আপনার বিচার করা।

উদয়গিরি। বিচার করা! উদয়গিরির বিচারক আজও জন্মায়নি বল্লাল!

বল্লালসেন। বঙ্গেশ্বর বলুন। আমার নাম ধ'রে ডাকবার অধিকার নেই আপনার।

উদয়গিরি। আমার পূর্ব্বপুরুষেরাও বাংলার শাসকদের নাম ধ'রেই ডেকে এসেছে বল্লাল। এখন যদি সে অধিকার তুমি না দাও, আমি তোমাকে বঙ্গেশ্বরই বল্‌বো। উত্তর দাও বঙ্গেশ্বর—কেন তুমি দস্যুদমনে উদাসীন?

বল্লালসেন। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমায় দেবো না মোহান্ত!

উদয়গিরি। মহারাজ! [বল্লালসেনের মুখের দিকে বিস্ময় দৃষ্টিতে চাহিয়া] ও, বুঝেছি।

বল্লালসেন। কি বুঝলে?

উদয়গিরি। ঝড় উঠবে, বাংলার আকাশে অচিরেই মহাপ্রলয় আরম্ভ হবে।

বল্লালসেন। আর সেই মহাপ্রলয়ের স্রষ্টাও বোধহয় মোহান্ত মহারাজ।

উদয়গিরি। বঙ্গেশ্বর! এ প্রলয়ের সূচনা ক'রেছ তুমি নিজে।

বল্লালসেন। আমি!

উদয়গিরি। হ্যাঁ বঙ্গেশ্বর! তোমার স্বেচ্ছাচার, তোমার প্রজা-নির্য্যাতন, তোমার বিলাসিতাই আজ বাঙ্গালীকে বিপ্লবী ক'রে তুলেছে।

বল্লালসেন। বাঙ্গালীর এ বিপ্লব-অভিযান আমি অর্দ্ধপথে ভেঙ্গে দেবো। কৈফিয়ৎ দাও মোহান্ত! কোন্ স্পর্দ্ধায় তুমি আমার মহিষীর অপমান করেছ?

উদয়গিরি। মহিষীর অপমান!

মায়াবতী। স্পর্দ্ধিত মোহান্ত! আমার অন্নে পরিপুষ্ট হ'য়ে আমাকে মন্দির প্রবেশের অধিকার না দেওয়া কি অপমান নয়?

উদয়গিরি। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ হ'তেই যে এই নীতি চ'লে আসছে রাজা! এক স্ত্রী বর্ত্তমানে যদি কোন রাজা দ্বিতীয়া স্ত্রী গ্রহণ করে আমরা তাঁকে রাণীর মর্য্যাদা দেবো না।

মায়াবতী। বঙ্গেশ্বর!

বল্লালসেন। পুরাতনকে বিদায় দিয়ে আমি নতুনের জয়ধ্বনি দিয়েছি, তা তুমি জান?

উদয়গিরি। তা ছাড়া ছোটরাণী জাতিতে ক্ষত্রিয় নয়—ডোমের মেয়ে।

বল্লালসেন। মোহান্ত! মোহান্ত!

উদয়গিরি। সত্য বলতে উদয়গিরি ভয় পায়না সম্রাট! নিজে সমাজপতি হ'য়ে তুমি সমাজ-বিগর্হিত কাজ করেছ, শ্রেণীভাগ ক'রে

নিজেই নীচ জাতির কন্যাকে বিবাহ করেছ ; আজ আবার পূর্ব্বপুরুষদের নীতির পরিবর্ত্তন ক'রে পবিত্র দেব-মন্দিরে তুমি অস্পৃশ্যা প্রবেশের অধিকার গ'ড়ে দিতে চাইছ! তোমার মত পাষণ্ড রাজার ধ্বংসই প্রয়োজন।

বল্লালসেন। অনুগৃহীত ব্রাহ্মণ-প্রজাদের প্রাধান্য সহ্য করে বেঁচে থাকার চেয়ে ধ্বংসই শ্রেয়ঃ। শোন মোহান্ত! আজ থেকে আমি তোমাকে মোহান্তের সর্ব্ব অধিকার হ'তে বঞ্চিত করলুম, তোমার সমস্ত ধনসম্পত্তি রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে, ধর্ম্ম গোলার সঞ্চিত শস্য, সমস্তই রাজসরকারের কার্য্যে ব্যয় করা হবে।

উদয়গিরি। আমার দেহে বিন্দুমাত্র রক্ত থাকৃতে তা সম্ভব হবে না বঙ্গেশ্বর। শোন তুমি বাংলার স্বেচ্ছাচারি রাজা! উদয়গিরি যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন কারো সাধ্য নেই তাকে বাংলার মোহান্তের আসন থেকে অপসারণ করে।

বল্লালসেন। বঙ্গেশ্বরের সে ক্ষমতা আছে। কে আছিস্ ?

বিষ্ণুরাম আসিল।

বিষ্ণুরাম। আজ্ঞে রাজাধিরাজ, আদেশ করুন।

বল্লালসেন। বয়স্য! যাক্, মোহান্ত! এখনো বলছি যদি নিজের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও, এই মুহূর্ত্তে মোহান্তের সমস্ত অধিকার ত্যাগ ক'রে রাজধানী হ'তে বিদায় নাও!

উদয়গিরি। আমি যেদিন বিদায় নেবো রাজা, সেদিন বাংলার বুকে অবশিষ্ট থাকবে কয়েক মুষ্টি ভস্ম!

বিষ্ণুরাম। কেন মিছে কথা বাড়াচ্ছেন মোহান্ত মহারাজ? বিদায় তো নিতেই হবে, তবে আর অনর্থক কেন মহামান্য বঙ্গেশ্বরের রাগ বাড়াচ্ছেন ?

উদয়গিরি। তোমার মত পদলেহন-বৃত্তি সবাই এখনো গ্রহণ করেনি!

বিষ্ণুরাম। মহামান্য বঙ্গেশ্বর! আপনার সামনে আমায় এই অপমান সহ্য করতে হবে?

মায়াবতী। এই অপমানের উপযুক্ত শাস্তি দাও!

উদয়গিরি। আমাকে শাস্তি দিতে পারে, এমন শক্তিমান্ আজও বাংলায় জন্মায়নি!

বল্লালসেন। বয়স্য! স্পর্দ্ধিত মোহান্তের শিখা ছেদন ক'রে গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দাও।

বিষ্ণুরাম। [উদয়গিরির শিখা ধরিয়া] চল্ ব্যাটা!

উদয়গিরি। কি! আমার ব্রাহ্মণত্বের অপমান? আরে নীচ পদলেহি পথের কুকুর! দূর হ! [পদাঘাতে ফেলিয়া দিল] আর শোন্—শোন্ তুমি বাংলার অত্যাচারি রাজা, এ অপমানের প্রতিশোধ আমি কড়ায় গণ্ডায় নেবো। আজ থেকে বাংলার ঘরে ঘরে প্রচার করবো আমি বিপ্লবের বাণী! জ্বালবো বাংলার বুকে প্রচণ্ড আগুন, ধ্বংসমন্ত্রে আহ্বান করবো মরণদেবতাকে; প্রাসাদের বুকে শ্মশান রচনা ক'রে জীবন্ত প্রেতের মত অট্টহাস্যে দিগন্ত মুখরিত ক'রে তুলবো। আর যেদিন বল্লালসেনের রক্তে বাংলার শ্যামল প্রান্তর লাল হয়ে উঠবে, সেইদিন সেইদিনই বাঁধবো এই উন্মোচিত শিখা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

বল্লালসেন। কে আছিস, বন্দী কর—বন্দী কর!

মায়াবতী। বয়স্যমশায়! আমার সঙ্গে আসুন, আমি নিজে আপনাকে বাংলার মোহান্ত-পদে প্রতিষ্ঠিত ক'রে আসবো।

[বিষ্ণুরামসহ মায়াবতীর প্রস্থান।

বল্লালসেন। বিদ্রোহ—বিদ্রোহ—আজ আমার চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহ!

রাজু আসিল।

বল্লালসেন। কে ? রাজু ?

রাজু। আমায় ডেকেছেন সম্রাট ?

বল্লালসেন। হ্যাঁ—সৈনিক! আমি মত পরিবর্ত্তন করেছি, ভেবে দেখলুম, বিপ্লব দমন করতে হ'লে সর্ব্বপ্রথম কল্লোলানন্দের প্রাসাদ আক্রমণ করে তাকে বন্দী করাই প্রয়োজন।

রাজু। সে কি সম্রাট! আপনি যে আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন—

বল্লালসেন। দিয়েছিলুম; কিন্তু এখন দেখছি, সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না কর্‌লে—অচিরেই আমাকে প্রজার অধীনতা স্বীকার কর্‌তে হবে।

রাজু। আমায় কি কর্‌তে হবে ?

বল্লালসেন। তোমাকেই আমার সেনাবাহিনীর পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

রাজু। ভেবে দেখুন সম্রাট! সৈন্যেরা বণিকরাজের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, তাছাড়া প্রজাদেরও সমর্থন পাবে।

বল্লালসেন। তাইতো দস্যু বক্তার খাঁকে দিয়ে আমি লুণ্ঠন করিয়ে দিয়েছি বাংলার প্রজাশক্তির অর্থবল।

রাজু। বিদেশীর প্রবেশ পথ আপনিই তো গড়ে দিয়েছেন সম্রাট ?

বল্লালসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রাজু! রাজনীতি বড় জটিল। এখন শোন। প্রজাবিপ্লব বা সৈন্যদের বিদ্রোহিতাকে আমি ভয় করি না, কারণ দস্যুসর্দ্দার বক্তার খাঁ পাঁচশত সুশিক্ষিত সৈন্য দিয়ে আমায় সাহায্য কর্‌তে আসছে।

রাজু। বিদেশী মুসলমান দস্যু বিনা স্বার্থে আপনাকে সাহায্য করবে ?

বল্লালসেন। বিনাস্বার্থে নয়। যুদ্ধের শেষে আমি তাদের বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেবো—বিনা শুল্কে।

রাজু। সে কি সম্রাট? অস্পৃশ্য মুসলমানকে আপনি বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেবেন?

বল্লালসেন। দেবো। প্রজার কাছে নতিস্বীকার করার চেয়ে,—বিদেশীকে এটুকু অধিকার দেওয়া অনেক ভাল।

রাজু। প্রজা হ'লেও এরা আপনার ভাই। হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর কাছে নতিস্বীকারের ভয়ে আপনি মুসলমান শক্তিকে টেনে আনবেন বাংলার বুকে? কিন্তু মনে রাখবেন সম্রাট, একদিন সেই মুস্লিম শক্তিই ছিনিয়ে নেবে আপনার কাছ থেকে সোনার বাংলাভূমি; সেদিন হয়তো এই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম লোপ ক'রে এখানে ঐশ্লামিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে।

বল্লালসেন। ভবিষ্যত নিয়ে আর চিন্তা করবার অবসর নেই রাজু! সাবধানে যুদ্ধের আয়োজন কর, মনে রেখো বীর, তোমার বিপক্ষে সৈন্যচালনা করবে তোমার স্ত্রী আর প্রিয়তম পুত্র।

[চলিয়া গেল।

রাজু। পুত্র—পুত্র! আজ পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে দেখবে—পিতা-পুত্রে যুদ্ধ। একদিকে দাসত্ব, অন্যদিকে দেশসেবা; একদিকে অত্যাচারী রাজশক্তি, অন্যদিকে অত্যাচারিত প্রজাতন্ত্র; একদিকে জাতিধ্বংসের বিপুল আয়োজন, অন্যদিকে জাতিরক্ষার প্রচেষ্টা। ভগবান! ভগবান! তুমি জয়যুক্ত কর ওদের, তুমি আশীর্ব্বাদ দাও ওদের, তুমি অক্ষয় অমর করে রাখ বাংলার সঙ্ঘ-বিপ্লব।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

মায়াবতী আসিল।

মায়াবতী। সঙ্ঘ-বিপ্লব—সঙ্ঘ-বিপ্লব, অক্ষয় হোক বাংলার সঙ্ঘ-বিপ্লব। বিপ্লবী নেতা রাজু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে বাংলার অত্যাচারী রাজা মনে করেছে, এ বিপ্লব অভিযান বন্ধ হবে। কখনই না। ভগবান—ভগবান! তুমি শক্তিমান কর ঐ সঙ্ঘশক্তিকে, তুমি নব উদ্দীপনা এনে দাও ওদের বুকে, তুমি জয়যুক্ত কর বিপ্লবী প্রজাশক্তিকে।

ধানুকী আসিল।

ধানুকী। ওগো রাণীঠান্! বুড়া ধানুকীর একডা অনুরোধ রাখ জননি!

মায়াবতী। ভণিতা না ক'রে স্পষ্ট বল!

ধানুকী। হ্যাশডা যাবার পথে দাঁড়াইছে, হিন্দুর হ্যাশে মোছলমান রাজত্বি করবার লাইগা রাজার সাথে দোস্তি করছে, রাজায় পেরজায়, ভাসুর ভাদর-বৌ সম্বন্ধ অইছে, এহন যদি আমার দাদুটে রইতো, হে সর্ব্বনাশটা অইতে দিত না।

মায়াবতী। তোর উদ্দেশ্যটা কি স্পষ্ট করে বল।

ধানুকী। দোহাই মা-জননি! তুমি রাজারে ব'লে ক'য়ে লক্ষ্মণ-দাদুর ওপর থন নির্ব্বাসন দণ্ডটা মকুব কইরা দাও, হ্যাশডারে বাঁচতে দাও।

মায়াবতী। যা—যা! আমার কাছে কেন? তোর রাজার কাছে যা।

ধানুকী। রাজাডা কি আর রাজা আছে মা-জননি! এহন তোমার হাতের খেলার পুতুল অইছে, হের লাইগ্যা তোমারেই কইছি মা! রাজবংশডার ওপর আর নিদয় অইয়া সব্বনাশডা কর না; দাদুরে ফিরাইয়া আনার হুকুমডা দাও।

মায়াবতী। আমার হুকুমে কি যায় আসে? পিতা দণ্ড দিয়েছেন পুত্রকে।

ধানুকী। তুমি রাজার যথাসর্ব্বস্ব মা-জননি! দোহাই জননি, হেই পোলাডার এই মিনতিডে রাহ, আমি তোমার পায়ে ধইর‍্যা কইছি। [পদধারণ]

মায়াবতী। [পা ছাড়াইয়া] দূর হ' আপদ! ফের জ্বালাতন করছিস? আমি তাকে দণ্ড দিইনি, ফিরিয়ে আনবার শক্তিও আমার নেই।

ধানুকী। খ্যামতা তোমার আছে জননি! আমি হক্কল বুঝি, তারে ইহজীবনে আর আইতে দিবার চাওনা!

মায়াবতী। তাই যদি বুঝে থাকিস, তবে জেনে রাখ সে কথা সত্য। আমি জীবিত থাকতে লক্ষ্মণসেনের স্থান আর বাংলার রাজ-প্রাসাদে হবে না।

ধানুকী। তুই বাঁইচ্যা থাকতে যদি দাদু আইতে না পারে, তোরে মাইরা ফেইল্যা আমি দাদুরে ফিরাইয়া আমুম্।

মায়াবতী। কি বল্‌লি বুড়ো শয়তান?

ধানুকী। শয়তান আমি নইরে ছেমরি, শয়তানী তুই। আজ আমি তোর মুখের ওপর ক'য়ে যাচ্ছি, দাদুর হুকুমে তোর চাকর অইয়া যে

পাপ করছি, দাদুরে ফিরাইয়া আইন্যা হে পাপডার পেরাচিত্তির করমু, শ্যাল-কুকুরের মত হ্যাশ থন তারাইমু, বাংলার সিংহাসন থন হেই মেরা রাজাডারে লামাইয়া, লক্ষ্মণদাদুরে বহাইব—বহাইব—বহাইব।

[চলিয়া গেল।

মায়াবতী। হা-হা-হা! রাজ্যের আর একটা হিতৈষীকে ক্ষেপিয়ে দিলুম। বাংলার অত্যাচারি রাজা! তোমার হিতৈষী বন্ধু আর একজনও রইল না তোমার পাশে।

বল্লালসেন আসিল।

বল্লালসেন। বিশ্বাস করতে পারি না, এ দুনিয়ায় একজনকেও বিশ্বাস করতে পারি না।

মায়াবতী। কাকে বিশ্বাস করতে পারছ না প্রভু?

বল্লালসেন। মন্ত্রী, সেনাপতি, পাত্র, মিত্র, সকলেই আজ আমার বিপক্ষে।

মায়াবতী। এ সমস্তই বড়রাণীর কৌশল। সকলেই তার অনুগৃহীত। তাই সে সবাইকে আপনার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

বল্লালসেন। তাতে লাভ?

মায়াবতী। লাভ যথেষ্ট। সকলেই আপনার বিরুদ্ধে দেখে, ভয়ে আপনি বড়রাণীর অনুগত হবেন।

বল্লালসেন। হুঁ! আচ্ছা, যুদ্ধজয়ের শেষে এর বিচার করবো।

মায়াবতী। আপনি যুদ্ধে যাবেন?

বল্লালসেন। হ্যাঁ, আমি নিজে যুদ্ধ পরিচালনা না করলে, পরাজয় আমার অবশ্যম্ভাবী।

মায়াবতী। কেন? রাজসৈনিকের উপর যুদ্ধের ভার অর্পণ করুন না!

বল্লালসেন। অপর পক্ষে যুদ্ধ করবে তার স্ত্রী আর পুত্র, স্নেহের দৌর্ব্বল্যে হয়তো কৃপণতা ক'রে যুদ্ধ করবে।

মায়াবতী। না—না, আপনাকে ছেড়ে দিতে মন চাইছে না!

বল্লালসেন। কেন প্রিয়তমে, কিসের ভয়? রাজা বল্লালসেনের বীরত্বে আস্থা স্থাপন করতে পারছ না মায়া?

মায়াবতী। না প্রভু, সে জন্য নয়?

বল্লালসেন। তবে?

মায়াবতী। চারিদিকে শত্রু, গুপ্তঘাতক—না—না, সে কথা কল্পনাও করতে পারি না।

বল্লালসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নারী প্রিয়জনের জন্য সর্ব্বদাই ভীতা। ওই দেখ মায়া! আমার শিক্ষিত পারাবত; এরাই আনবে আমার বিজয়-বার্ত্তা, আমার প্রাসাদ-তোরণ প্রবেশের পূর্ব্বে তুমি নগরী উৎসব-মুখর ক'রে তুলবে।

মায়াবতী। আর যদি আমার দুর্দ্দিন ঘনিয়ে আসে, যুদ্ধে যদি আপনার পরাজয় হয়?

বল্লালসেন। তাহ'লে এই পারাবত লিপি না নিয়েই ফিরে আসবে। [নেপথ্যে তূর্য্যধ্বনি শোনা গেল] ওই সৈন্যগণ সমবেত হয়েছে, আসি প্রিয়তমে?

মায়াবতী। আসুন মহারাজ! আপনার বিজয়-বার্ত্তা পাবার আশায়, অপেক্ষা করবো প্রাসাদে।

[প্রণাম করিল।

বল্লালসেন। রাত্রি প্রভাতেই বিজয়-বার্ত্তা নিয়ে পারাবত ফিরে আসবে।

[চলিয়া গেল।

মায়াবতী। বিজয়-বার্ত্তা—বিজয়-বার্ত্তা! হা-হা-হা—অন্ধ রাজা! রন্ধ্রগত শনি তোমার পরাজয় পশরা বহন ক'রে আনছে, সাবধান! ভগবান্—ভগবান্! জয়যুক্ত কর বাংলার সজ্ঘ-বিপ্লব। ধ্বংস কর বাংলার অত্যাচারী রাজতন্ত্র। পূর্ণ কর আমার প্রতিহিংসা।

বিষ্ণুরাম আসিল।

বিষ্ণুরাম। সর্ব্বনাশ হয়েছে মা মহারাণি! ডাকাতে আমার সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে।

মায়াবতী। সে কি!

বিষ্ণুরাম। সর্ব্বনাশ হ'য়েছে মা! ঠাকুরের গহনা-গাঁটি সব লুট হয়ে গেছে। কি হবে মা! বঙ্গেশ্বর এ সংবাদ শুনলে আমাকেই দোষী করবে।

মায়াবতী। ভয় নেই, আমি তোমাকে রক্ষা করবো। কিন্তু আমার একটা কাজ তোমায় করতে হবে।

বিষ্ণুরাম। আদেশ করুন।

মায়াবতী। মহারাজের সঙ্গে তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে।

বিষ্ণুরাম। যুদ্ধে যেতে হবে? ওরে বাপ্‌রে—

মায়াবতী। বেশ, যেতে না পার, ঠাকুরের গহনা চুরির অপরাধে তোমার প্রাণদণ্ড হবে।

বিষ্ণুরাম। প্রাণদণ্ড হবে?

মায়াবতী। হঁ্যা। চোরের যা শাস্তি তাই নিতে হবে।

বিষ্ণুরাম। আজ্ঞে, চুরি তো আমি করিনি।

মায়াবতী। চুরি যে করনি, তার প্রমাণ?

বিষ্ণুরাম। আজ্ঞে, তাহ'লে কি হবে?

মায়াবতী। প্রাণদণ্ড।

বিষ্ণুরাম। দোহাই রাণি-মা, রক্ষা করুন।

মায়াবতী। রক্ষা তো আমি কর্‌তে চাই, কিন্তু তুমি তো আমার কথায় সম্মত হ'চ্ছ না!

বিষ্ণুরাম। যা থাকে কপালে, আমি রাজি। বলুন, যুদ্ধে গিয়ে আমায় কি কর্‌তে হবে?

মায়াবতী। বঙ্গেশ্বরের শিবিরে একটা পারাবত আছে, যখন যুদ্ধ হবে, ঠিক সেই সময় পারাবতটিকে তুমি গোপনে উড়িয়ে দেবে।

বিষ্ণুরাম। ও, এ কাজ আমি খুব পারবো।

মায়াবতী। তাহ'লে এই মুহূর্ত্তে যাত্রা কর।

বিষ্ণুরাম। এখনি যাচ্ছি। [স্বগত] যাক্ বাবা! ঠাকুরের গহনাগুলো বেমালুম সাফ করা গেল।

[চলিয়া গেল।

মায়াবতী। কাম ক্রোধ আর লোভ, এই তিন দুর্ব্বলতার সাহায্যেই মানুষকে বশ করা যায়। মহারাজ বল্লালসেন! রাত্রি প্রভাতেই তোমার পুরীতে জ্বলবে চিতার আগুন, তার গর্ভে তোমার যথাসর্ব্বস্ব আহুতি দেবো, আত্মীয়গণের শবদেহের পাহাড়ের উপর তোমার আসন রচনা কর্‌বো, শোকের শেলাঘাতে তোমাকে মৃত্যুমুখে পাঠাবো। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কল্লোলানন্দের প্রাসাদ।

রাজলক্ষ্মী ও মহারাণী আসিল।

রাজলক্ষ্মী। দস্যুরদল অবাধ লুণ্ঠন চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ বাংলার রাজা নিষ্ক্রিয়।

মহারাণী। প্রতিকার তো দূরের কথা, আরও উৎসাহ দিচ্ছে দস্যুদের প্রজার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করতে।

রাজলক্ষ্মী। প্রজাদের অপরাধ?

মহারাণী। অপরাধ তারা রাজদ্রোহীর সমর্থক।

রাজলক্ষ্মী। মতিচ্ছন্ন হয়েছে বাংলার রাজার, তাই বিধর্ম্মী দস্যুর সাহায্যে চায় প্রজার সর্ব্বনাশ করতে! কিন্তু জানে না মূর্খ, প্রজাদের ধন-সম্পদ না থাকলে রাজার একমূহূর্ত্তও চলে না।

মহারাণী। সেটা বোঝবার শক্তি যদি থাকতো, তাহ'লে বাংলার প্রজারা কি বিদ্রোহ করতো?

রাজলক্ষ্মী। প্রজারা তো বেশী কিছু চায় না সই! তারা চায় দুবেলা পেটভরে খেতে, আর মানুষের মত বাঁচতে, হতভাগ্য রাজা সে সুযোগও তাদের দেবে না?

মহারাণী। বাংলার রাজা থেকে সমস্ত উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারীর ধারণা, বাংলার প্রজাদের ঔদ্ধত্য সীমার বাইরে চ'লে গেছে।

রাজলক্ষ্মী। তারা চায় প্রজারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিবারাত্র পরিশ্রম করবে, দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতিসাধন করবে, আর তাঁরা

তার উপস্বত্ব ভোগ করবে। প্রজারা যদি সামান্য সুযোগও দাবী করে—তাহ'লেই বলবে সেটা ঔদ্ধত্য!

মহারাণী। এই স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের জন্যই তো আমাদের প্রজাবিপ্লব।

গীতকণ্ঠে সুবিমল আসিল।

সুবিমল। গীত।

ওরে বিপ্লবী বাঙ্গালী, ছুটে আয়—ছুটে আয়।
সার্থক হবে বিপ্লব-অভিযান—যদি সঙ্ঘশক্তি ছুটে যায়॥
সাধনা তোদের হবে রে সফল,
হারাসনে যেন দৃঢ় মনোবল,
একতা তোদের হোক্ হিমাচল, এতেই হবে রে জয়॥

মহারাণী। জয় হবে—জয় হবে, সুবিমল! আমি বলছি এ বিপ্লব অভিযান সার্থক হবে।

রাজলক্ষ্মী। কেমন করে সার্থক হবে সই? স্বামী তোমার সত্যধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষায় রাজার কাছে ফিরে গেছেন, তোমাদের সেনাপতি কৈ?

মহারাণী। সেনাপতি মাটি ফুঁড়ে উঠবে। অস্ত্র, আকাশ থেকে ঝরে পড়বে। বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আজ নেতা তৈরী হয়েছে, সেনাপতির অভাব হবে না সই।

কল্লোলানন্দ আসিল।

কল্লোলানন্দ। অভাব চিরদিনই থাকবে। নেতার অভ্যুত্থান হবে, আর অত্যাচারী রাজশক্তি তাকে গ্রাস করবে।

মহারাণী। কত গ্রাস করবে বণিকরাজ? মা যে আমার রত্নগর্ভা; এমন হাজার হাজার ছেলে জন্মেছে, যারা নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার ক'রে চালনা করবে বিপ্লব আন্দোলন।

রাজলক্ষ্মী। কিন্তু অর্থ কোথায়? প্রজার ঘরে ঘরে মন্বন্তরের হাহাকার জেগে উঠেছে।

কল্লোলানন্দ। তার চেয়েও বেশী ক্ষতি করেছে বল্লালসেন তোমার স্বামীকে আয়ত্ত ক'রে; যে ধনরত্ন লুণ্ঠন করে বিদেশী দস্যুদল বাংলাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, সে ক্ষতি হয়তো সহজেই পূরণ হবে, কিন্তু রাজুকে হারিয়ে বাংলাকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, সে ক্ষতি আর পূর্ণ হবে না।

মহারাণী। কেন হবে না বণিকরাজ। আমার সন্তান তো সে অভাব পূরণ করতে পারে।

কল্লোলানন্দ। সই!

মহারাণী। আপনি চিন্তা করবেন না বণিকরাজ! আমার স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতায় যে ক্ষতি হয়েছে, আমরা মাতাপুত্রে জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করবো।

রাজলক্ষ্মী। জানি সই! তুমি কতবড় স্বার্থত্যাগিনী! সত্যধর্ম্ম পালন করতে স্বামীকে শত্রুপুরীতে পাঠালে, অথচ পুত্রকে নিয়ে তুমি রইলে আমাদের কাছে; তোমার এ ত্যাগ অতুলনীয়।

কল্লোলানন্দ। এ ত্যাগের বিনিময় দিয়ে আমি তোমাকে অপমানিত করতে চাই না সই। আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি, নীচ কুলোদ্ভব হ'লেও তোমরা বাংলার নমস্য।

দ্রুতপদে নবকুমার আসিল।

নবকুমার। বঙ্গেশ্বর বিপুল বাহিনী নিয়ে ধলেশ্বরীর তীরে সমবেত হয়েছে, একদল মুসলমান সৈন্যও নদীর বুকে নোঙর করেছে, মনে হয় খুব শীঘ্রই ওরা আমাদের আক্রমণ করবে।

কল্লোলানন্দ। এত শীঘ্র? আশা করতে পারিনি।

মহারাণী। আমি কিন্তু আশা করেছিলাম, আর এই ধারণাই করেছিলাম! আর বিলম্ব করো না পুত্র! যাও, এই মুহূর্ত্তে সৈন্য চালনা কর; বিশ্রাম করবার অবকাশ নেই। মনে হয়, কাল প্রভাতেই ওরা আমাদের আক্রমণ করবে।

নবকুমার। সে সুযোগ আমি ওদের দেবো না মা! এই মুহূর্ত্তেই আমি সৈন্যদের প্রাসাদসম্মুখে সাজিয়ে রাখছি।

কল্লোলানন্দ। চল কুমার! আমি নিজে তোমার সঙ্গে সৈন্যাবাসে যাব।

মহারাণী। কুমার! সৈন্যদের দলে দলে বিভক্ত করে রাখবে; মনে রেখো বিধর্ম্মী দস্যুদল সম্মুখযুদ্ধ করবে না, রণনীতি মানবে না, চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করাই ওদের জাতীয় ধর্ম্ম।

নবকুমার। সে চৌর্য্যবৃত্তির এবার এমন সাজা পাবে ওরা, যার কথা মনে হ'লে আর দস্যুতা করবার সাহস পাবে না। বাঙ্গালীর বীরত্বের পরিচয় এতদিন পায়নি; এই যুদ্ধেই তার সম্যক্ পরিচয় দেবো।

রাজলক্ষ্মী। রামপালের যুদ্ধেই সে শক্তির পরিচয় দাও পুত্র! যার কথা শ্রবণ করে কোন মুসলমান আর সাহস করবে না হিন্দুর দেশ আক্রমণ করতে।

মহারাণী। যাও কুমার, বিলম্ব করো না। মনে রেখো, এ যুদ্ধের সম্পূর্ণ ভার তোমারই উপর।

উদয়গিরি আসিল।

উদয়গিরি। আরও মনে রেখো—বিপক্ষ-সৈন্যবাহিনীর চালক হয়ে আসছে তোমার পিতা।

নবকুমার। পিতা? পিতা আসছেন শত্রুবাহিনীর পরিচালক হয়ে?

উদয়গিরি। হ্যাঁ, পিতা। মহাপরীক্ষা তোমার সম্মুখে উপস্থিত, একদিকে পিতৃভক্তি, অন্যদিকে মুক্তি-সংগ্রাম।

মহারাণী। নীরব কেন পুত্র? বল্, কার আহ্বানে সাড়া দেবে?

নবকুমার। এ অগ্নি-পরীক্ষায় তুমি আমাকে উত্তীর্ণ কর মা! বল, কাকে পূজা করবো?

মহারাণী। দেশের পূজা কর পুত্র, অক্ষয় স্বর্গলাভ হবে। বিদেশী শত্রু দেশের বুকে সদম্ভে বিচরণ করছে, বিধর্ম্মীর দল সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে বিপন্ন করে তুলেছে, বাংলার স্বাধীনতা হরণে বিদেশী দস্যুরা ষড়যন্ত্র করছে, এ সময়ে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিওনা কুমার!

নবকুমার। তাই হবে মা! তোমার আদেশই আমার বেদবাক্য জননি! আমি ভুলে যাবো বিপক্ষ-সৈন্যদলের অধিনায়ক আমার পিতা। আজ থেকে আমি বাঙ্গালী শ্রমিকদের দরদী ভাই, আমি সনাতন হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, আমি দেশমাতৃকার সজাগ প্রহরী। ছুটে যেতে হবে আমায় প্রচণ্ড তেজে বাংলার চির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে।

[প্রস্থান।

কল্লোলানন্দ। তোমার মত সত্যনিষ্ঠ যুবক যখন আজও বাংলার বুকে আছে, তখন বাংলার স্বাধীনতা বিপন্ন হবে না—হতে পারে না।

[প্রস্থান।

উদয়গিরি। বাংলার স্বাধীনতা যদি কোনদিন অস্ত যায়, তাহলে সে যাবে বাংলার রাজার অপরাধে। তবুও আমাদের সম্মিলিত শক্তিতে ঐ মুস্লিম-দস্যুদের অস্তিত্ব লোপ ক'রে দিতে হবে, বাংলার রাজাকে তার

স্বেচ্ছাচারিতার শাস্তি দিতে হবে, বাঙ্গালী হিন্দুর সনাতনধর্ম্ম চির অক্ষয় করে রাখতে হবে।

[প্রস্থান।

মহারাণী। সনাতনধর্ম্মের রক্ষায় হিন্দুরমণীরাও জীবন পণ করে যুদ্ধ করবে।

সুবিমল। ধর্ম্মরক্ষায় বাংলার বালকবাহিনীরাও জীবন আহুতি দেবে।

[প্রস্থান।

রাজলক্ষ্মী। চল সই, আমরাও পুরনারীদের রণসাজে সাজিয়ে নিইগে চল।

মহারাণী। তুমি কোথায় যাবে সই?

রাজলক্ষ্মী। তোমরা যাবে রণক্ষেত্রে, আর আমি যাবো পুরনারীদের নিয়ে প্রাসাদ রক্ষা করতে।

মহারাণী। তুমি ধনীর কুলবধূ, তুমি নেবে প্রাসাদ রক্ষার ভার?

রাজলক্ষ্মী। যে জাগরণের সাড়া পড়েছে, তাতে আর ধনী দরিদ্রের বিচার চলবে না! আমাদের ধর্ম্মরক্ষায় আমাদেরই দাঁড়াতে হবে অস্ত্র ধ'রে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে।

[চলিয়া গেল।

মহারাণী। তাই যাও সই! মুস্লিমশক্তি বুঝুক, স্নেহ-মমতায় বাংলার নারীসমাজ যেমন কোমল, আবার তেমনি নারীত্বের মর্য্যাদা-রক্ষায় তারা রাক্ষসীর চেয়েও ভীষণ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রণস্থল।

[রণ দামামা বাজিতেছিল। যুদ্ধরত বক্তার খাঁ ও নবকুমার আসিল। বক্তার খাঁ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, নবকুমার পশ্চাদ্ধাবন করিল। দ্রুতপদে মহারাণী আসিল।]

মহারাণী। ঐ—ঐ নবকুমার শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করছে! সাবাস—সাবাস পুত্র! তোমার বীরত্বগাঁথা চিরদিন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। একি! শত শত সৈন্য কুমারকে বেষ্টন ক'রে ফেললে! কুমার—কুমার! ভয় নেই পুত্র, আমি যাচ্ছি তোমার পৃষ্ঠরক্ষায়।

সশস্ত্র বল্লালসেন আসিল।

বল্লালসেন। কোথায় যাবি বিদ্রোহিণী রমণি! সম্মুখে তোমার কালান্তক যম।

মহারাণী। শুধু আমার নয়, সারা বাংলার, বাঙ্গালী জাতির যম। এস—এস যম। [উভয়ের যুদ্ধ]

বেগে সশস্ত্র মহানন্দ আসিল।

মহানন্দ। তুমি কুমারের সাহায্যে যাও মা! আমি নিচ্ছি আক্রমণ প্রতিরোধ করবার ভার।

মহারাণী। [যুদ্ধ করিতে করিতে] এসেছ—এসেছ ব্রাহ্মণ?

[মহারাণী যুদ্ধ পরিত্যাগ করিল, বল্লালসেন তাহাকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল]

মহানন্দ। সাবধান রাজা!

[আক্রমণ করিল, সেই অবসরে মহারাণী প্রস্থান করিল।

বল্লালসেন। আরে পরপিণ্ডভোজী নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ! দেবার্চ্চনা পরিত্যাগ ক'রে ছুটে এসেছ মৃত্যুকে আলিঙ্গন দিতে?

মহানন্দ। মহারাজ বল্লালসেন তোমারই অত্যাচারে আজ বাংলার ঘরে ঘরে উঠেছে মরণ-আর্ত্তনাদ। তাই ব্রাহ্মণ ছেড়েছে দেবার্চ্চনা, কুম্ভকার ছেড়েছে মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ, সূত্রধর ছেড়েছে তার জাতীয় ব্যবসা, কৃষক ছেড়েছে কৃষিকর্ম্ম; সকলেই আজ অত্যাচারী রাজতন্ত্রের অবসান করতে অস্ত্র ধ'রে ছুটে এসেছে।

বল্লালসেন। তাই যদি এসে থাকে, সকলকেই আমি নিষ্ঠুরভাবে শাসন কর্‌বো। না—না, দয়া নেই, মায়া নেই, করুণা নেই, হত্যা—হত্যা—নিষ্ঠুর হত্যা—

[যুদ্ধ চলিল, যুদ্ধমান দুইজনে চলিয়া গেল।

সশস্ত্র রাজু আসিল।

রাজু। অপূর্ব্ব যুদ্ধ, অদ্ভুত রণকৌশল! আজ গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হয়ে উঠছে এইজন্য যে, আমারই অর্দ্ধাঙ্গিনী আমারই পুত্র আমার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে স্থিরভাবে যুদ্ধ করছে। ভগবান্! ভগবান্! তুমি ওদের জয়যুক্ত কর, আমাকে মৃত্যু দাও।

বল্লালসেন আসিল।

বল্লালসেন। একি রাজু! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে বিপক্ষের রণকৌশল দেখ্‌ছ?



রাজু। সম্রাট! পিতাপুত্রে যুদ্ধ যদিও কেউ কল্পনা করতে পারে না, তবুও যুদ্ধে আমি এতটুকু শৈথিল্য দেখাইনি। আমার উপর রণস্থলের যে অংশের ভার ছিল, সেখান থেকে শত্রুদের আমি সম্পূর্ণ বিতাড়িত করেছি।

বল্লালসেন। ছত্রভঙ্গ সৈন্যেরা পশ্চিমদিকে তোমার পুত্র আর পত্নীর সঙ্গে যোগ দিয়ে তুমুল যুদ্ধ করছে, তুমি যাও, ওদের আক্রমণ কর।

রাজু। কিন্তু, কথা ছিল আমি শুধু দক্ষিণভাগই রক্ষা করবো!

বল্লালসেন। কথা থাকলেও আমি তোমার উপর পশ্চিমাংশের ভার ন্যস্ত করলাম। যাও বিলম্ব ক'রো না।

রাজু। সম্রাট—

বল্লালসেন। বুঝেছি, স্ত্রী-পুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে মন চাইছে না। তা তো হবেই, স্নেহের কাছে সত্যধর্ম্মের কোন মূল্য নেই।

রাজু। ভুলে যাবেন না বঙ্গেশ্বর! সত্যধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষায় আমি স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ ক'রে আপনার সেনাবাহিনীর অধিনায়কের গুরু ভার নিয়েছি।

বল্লালসেন। ভার যখন নিয়েছিলে, তখন স্ত্রী-পুত্র সামনে ছিল না। কিন্তু, আজ রণক্ষেত্রে ওদের মুখ দেখে—

রাজু। মহামান্য বঙ্গেশ্বর! আমার সত্যধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ ক'রে আমায় ক্ষেপিয়ে তুলবেন না।

বল্লালসেন। সত্যধর্ম্ম যদি অক্ষুণ্ণ রাখতে চাও, তার প্রমাণ দাও বীর!

রাজু। তাই দেবো। আজ আমি এমন প্রমাণ দেবো, যা দেখে পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে যাবে, প্রকৃতির বুকে আগুন জ্বলবে, বাংলার অধিবাসীরা

শিউরে উঠবে। সাবধান—সাবধান বিপ্লবীর দল! বিপ্লবী বাঙ্গালী রাজ্ দাসত্বের স্বর্ণ শৃঙ্খল পরে সেজেছে আজ মূর্ত্তিমান মহাকাল!

[উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

বল্লালসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! জাগিয়ে দিয়েছি—জাগিয়ে দিয়েছি এবার নিদ্রিত সিংহকে। বিপ্লবী শৃগালদল, সাবধান!

[চলিয়া গেল।

পারাবতহস্তে বিষ্ণুরাম আসিল।

বিষ্ণুরাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বেড়ে মজা হয়েছে—খুব চুরি করেছি পায়রাটাকে, এইবার দিই আকাশে উড়িয়ে—এই হুস্।

[পারাবত উড়াইয়া দিয়া প্রস্থান।

রক্তাক্তকলেবরে মহারাণী আসিল।

মহারাণী। কে আছ বাঙ্গালী, কে আজ কুটীরবাসী, কে আছ মরণে জীবন-প্রয়াসী, ছুটে এস! জীবন আহুতি দিয়ে, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবজ্জ্বল ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে পরিচিত হ'তে ছুটে এস।

গীতকণ্ঠে আহত মহানন্দ আসিল।

মহানন্দ। গীত।

আয়রে তরুণ, আয়রে সবুজ, স্বাধীনতা তরে দিতে ও প্রাণ।
ইতিহাস তোরে করিবে অমর, জগৎ গাহিবে যশের গান॥
আজ শ্রমিকের জাগরণ দিনে
টাকায় জীবন কে রাখিবে কিনে?
গোলামী ছাড়িয়া ইতর ভদ্র রাখরে আজিকে দেশের মান॥

মহারাণী। মহানন্দ—মহানন্দ! তুমি আহত? যাও ভাই শিবিরে বিশ্রাম করগে।

মহানন্দ। পূর্ব্বগীতাংশ।

বিশ্রাম নেই—বিশ্রাম নেই, আজি যে বাঙ্গালী ক্ষেপা ভোলা,
শ্রম কোথা তার, জাগার সময়, সমরের মাঝে নাহি হেলা।
মরণে আজিকে হবে সে অমর, মায়ের কোলেতে লভিবে স্থান॥

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

মহারাণী। যাও মহানন্দ! মা তোমাকে কোলে নেবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে! [নেপথ্যে কামানগর্জ্জন] ঐ—ঐ ছুটেছে আগ্নেয় প্রস্রবণ! ঐ উঠেছে মরণদেবতার আহ্বান, ওরে অমৃতের সন্তানগণ, তোরা ঝাঁপিয়ে পড়্, ঝাঁপিয়ে পড় মরণ-সমুদ্রে!

[দ্রুত প্রস্থান।

রাজু আসিল।

রাজু। অসংখ্য তরুণ সেনা—এরা কেউ রণ-কৌশল জানে না, তবুও ছুটে এসেছে স্বাধীনতার যুদ্ধে। একদল আত্মসমর্পণ করতেই, আর একদল আসছে আত্মাহুতি দিতে। অপূর্ব্ব বাঙ্গালীর মাতৃপূজা! আর কে আছ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনেচ্ছু! ছুটে এস এই ক্রীতদাসের তরবারির সম্মুখে।

নবকুমার। [নেপথ্যে] কার—কার সদম্ভ আহ্বান—কে সে ক্রীতদাস?

রাজু। কর—কার কণ্ঠস্বর? কে—কে?

নবকুমার আসিল।

নবকুমার। কই কোথায় আত্মগর্ব্বী দাস? এঁ্যা, পি—তা—

রাজু। থেমে যেও না—থেমে যেও না বীর! উষ্ণ রক্তের উত্তাপে মিশিয়ো না স্নেহের হিমানী-স্রোত! এগিয়ে এস—এগিয়ে এস! হত্যা কর জাতিদ্রোহী ক্রীতদাসকে।

নবকুমার। কেমন ক'রে হত্যার খড়্গ উত্তোলন করবো পিতা? আপনি জাগ্রত স্বপনে ব'সে আছেন আমার বুকের মাঝে। না—না, ওগো চিরারাধ্য দেবতা! আমি পারবো না তোমায় অস্ত্রাঘাত করতে।

রাজু। দেহ মন আমার অশুদ্ধ হয়েছে পুত্র! আমি বিক্রয় করেছি আমার মনুষ্যত্ব। আমাকে হত্যা ক'রে আমার এই দাস জীবনের অবসান করে দে।

নবকুমার। দিবানিশি চোখের জলে অভিষিক্ত ক'রে অন্তরের ভক্তিপুষ্প যাকে নিবেদন করে এসেছি, আজ সেই সাকার দেবতাকে হত্যা করবো? না—না পিতা, আমি তা পারবো না।

রাজু। স্নেহের দৌর্ব্বল্যে নিজেকে কেন হারিয়ে ফেলছ বীর? বেশ, হত্যা করতে না পার, এস—যুদ্ধ কর। বাংলার বুকে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন কর।

নবকুমার। পিতা-পুত্রে যুদ্ধ ক'রে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা? এই আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম পিতা! আপনি আমাকে হত্যা করে আপনার বিরহ যন্ত্রণা হতে আমাকে অব্যাহতি দিন। [অস্ত্র ত্যাগ করিয়া পদতলে বসিল]

রাজু। ওঃ, নবকুমার—নবকুমার! পুত্র আমার!

[তরবারি ফেলিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন]

সহসা বিদ্যুতের মত মহারাণী আসিল।

মহারাণী। একি করলি হতভাগা, ক্ষণিকের দুর্ব্বলতায় স্বজাতির কাছে বিশ্বাসঘাতক সাজলি?

নবকুমার। মা!

মহারাণী। কুলাঙ্গার, প্রতিজ্ঞা করেছিলি দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে অস্ত্র পরিত্যাগ করবি না, সে প্রতিজ্ঞার কথা এত শীঘ্র ভুলে গেলি?

নবকুমার। যে অস্ত্র পিতার বিরুদ্ধে চালনা করতে হয়, সে অস্ত্রধারণে—

মহারাণী। মহাপুণ্য অর্জ্জন হবে। কে পিতা? ও তোর কেউ নয়! ও শত্রুর ক্রীতদাস, মহাশত্রু, বাংলামায়ের কুসন্তান, শ্রমিক ভাইদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে শোষণ-তন্ত্রের দাসত্ব গ্রহণ করেছে, ওকে ওর বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি দাও।

নবকুমার। কিন্তু মা!

মহারাণী। "কিন্তু"র বিচার নেই পুত্র, ভাববার অবকাশ নেই, সম্ভাষণ করবার সময় নেই, অস্ত্র ধর্। [তরবারি দিল] আক্রমণ কর ওকে প্রচণ্ড শক্তিতে।

রাজু। তবে এস—এস শ্রমিকশক্তির তরুণ সেনাপতি, যুদ্ধ কর বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে।

[নবকুমার রাজুকে আঘাত করিল, আঘাত প্রতিরোধ করিতে গিয়া রাজুর হাত কাঁপিয়া তরবারি পড়িয়া গেল ও নবকুমারের তরবারি রাজুর বক্ষে পড়িল]

রাজু। ওঃ, রাণি—[পড়িয়া গেল]

নবকুমার। পিতা—পিতা! [তরবারি ফেলিয়া রাজুর বক্ষে পড়িল]

মহারাণী। প্রভু! স্বামি! [বক্ষে পড়িল]

বল্লালসেন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তরবারি তুলিল।

বল্লালসেন। বিদ্রোহি যুবক।

দ্রুত বক্তার খাঁ আসিল।

বক্তার। মৎ মারো রাজা! বন্দী করো জোয়ান কো।

মহারাণী। কে বন্দী করবে সিংহিনীর শাবককে?

[তরবারি ধরিল]

বল্লালসেন। আরে অস্পৃশ্যা রমণি! [তরবারির দ্বারা প্রতিঘাত করিল, দুর্ব্বলতাবশতঃ রাণীর তরবারি হস্তচ্যুত হইল] আরে বিদ্রোহিণি নারী, ধর তোর পুরস্কার। [পদাঘাত]

নবকুমার। মা! [তরবারি গ্রহণ করিতে গেল]

বক্তার। হুঁসিয়ার জোয়ান—[পশ্চাৎ হইতে বন্দী করিল]

রাজু। রাণি! রাণি!

বল্লালসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বিপ্লবী বাঙ্গালি! একদিন তোমারই বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার রাজাকে পরাজিত হয়ে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হয়েছিল, ধর বিশ্বাসঘাতক, তার উপযুক্ত পুরস্কার। [রাজুর মস্তকে পদাঘাত]

নবকুমার। ওঃ, একবার যদি মুক্তি পাই—

বক্তার। কেয়া করেঙ্গে?

নবকুমার। যে পা দিয়ে ও আমার পিতার মস্তকে পদাঘাত করেছে, আমি ওর সে পা দুটো কেটে নেবো।

বল্লালসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! যাও বক্তার খাঁ! বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই দাম্ভিক যুবককে তোমায় দিলাম, যাও—তোমার দেশে একে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করো।

[প্রস্থান।

বক্তার। আও বেটা !

রাজু। রাণি—রাণি ! আমাকে—তো—মা—র—স—ইয়ের প্রাসাদে নিয়ে চল।

মহারাণী। উঠুন প্রভু ! [ধরিয়া তুলিল। কুমার! যেখানেই দস্যুরা তোমায় নিয়ে যাক্, আমার আশীর্ব্বাদ তোমায় অক্ষয় বর্ম্মের মত ঘিরে রাখবে।

রাজু। আর—পারতো—প্রতি—শোধ—নি—ও –

নবকুমার। প্রতিশোধ !

রাজু। প্র—তি—শো—ধ—

নবকুমার। প্রতিশোধ !

রাজু। প্র—তি—শো—ধ—

[মহারাণীসহ টলিতে টলিতে প্রস্থান।

নবকুমার। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ !

বক্তার। চল্ বে চল।

নবকুমার। বাংলার উন্মুক্ত প্রান্তরে, নীল আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করছি পিতা ! বল্লালসেনের নৃশংসতার চরম প্রতিশোধ নেবো। এমন প্রতিশোধ—যা বাঙ্গালীর মনে দিবারাত্র বিভীষিকার মত জেগে থাকবে।

[বক্তারসহ প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

ধানুকী আসিল।

ধানুকী। হায়—হায়—হায়, সব্বনাশ অইল রে, সব্বনাশ অইল। কবুতরড়া উইর‍্যা আইস্যা কি সব্বনাশের খবর আন্‌ল। হায় রে হায়! বড়রাণীমা চিতা বানাইয়া পুইর‍্যা মরবার লাইগ্যা চল্‌ছে, আমি এহন কি করুম? রাজবাড়ীর হকল মাইয়া হেই আগুনে পুইর‍্যা মর্‌বা। সব্বনাশ করল—সব্বনাশ করল, ডাইনী ছোটরাণীডা সব্বনাশ করল।

[দ্রুত প্রস্থান।

বিষ্ণুরাম আসিল।

বিষ্ণুরাম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ধরেছে—ওষুধ ধরেছে, পায়রাটা উড়ে এসে রাজার মরণ-সংবাদ দিয়েছে। যাই, ছোটরাণীমার কাছে এবার পুরস্কার আদায় করিগে।

[প্রস্থান।

মায়াবতী আসিল।

মায়াবতী। জলছে—বাংলার রাজপ্রাসাদে চিতার আগুন জলছে; ঐ আগুনে এক একজন ক'রে রাজার আত্মীয়রা সকলেই ঝাঁপ দিচ্ছে।

ঐ—ঐ ; বড়রাণী চিতায় ঝাঁপ দিলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! অত্যাচারি রাজা বল্লালসেন, দেখবে এস—তোমার প্রাসাদে কেমন যুদ্ধজয়ের বিজয়োৎসব আরম্ভ হয়েছে। যাই—যাই, ঐ চিতার পাশে দাঁড়িয়ে বিজয়োৎসব দেখিগে—বিজয়োৎসব দেখিগে—

[দ্রুত প্রস্থান।

বল্লালসেন আসিল।

বল্লালসেন। একি হলো ? প্রাসাদ প্রবেশ-পথে এত অমঙ্গল পরিলক্ষিত হ'চ্ছে কেন ? বিজয়-বার্ত্তা প্রেরণ করবার জন্য পারাবত আনতে গিয়ে দেখলাম, পিঞ্জর শূন্য, পারাবত অপহৃত ! তবে কি—না —না, তাও কি সম্ভব ? কিন্তু, প্রহরীরা আমাকে দেখে অভিবাদন করলে না কেন ? পরিচারিকা আত্মীয় বান্ধব কাকেও দেখছি না কেন ? মায়াবতীইবা গেল কোথায় ? মায়া—মায়া—

ছুটিয়া ধানুকী আসিল।

ধানুকী। কেডা, কেডা ডাহে ? এ্যকি, ম—হা—রা—জ ! আপনি—

বল্লালসেন। হ্যাঁ। তুই আমাকে দেখে অমন কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলি কেন ?

ধানুকী। আর কেন ? প্রভু ! আপনগর সব্বনাশ অইছে ; কোন ব্যাটা শয়তানী কইর‍্যা পায়রাডারে বিনা পত্তর ছাইর‍্যা দেছে, রাজবাড়ীতে আপনগর মরণ-সংবাদ পাইয়্যা বড়রাণীর হাথে হক্কল মেইয়া মানুষ পুইর‍্যা মরছে।

বল্লালসেন। এ্যাঁ ! কেউ নেই—আমার কেউ নেই ?

রক্তাক্তকলেবরে মায়াবতী আসিল।

মায়াবতী। আছে। তোমার শোকাশ্রু দেখে তৃপ্তির অট্টহাস্তে দিগন্ত মুখরিত করতে এখনো একজন বেঁচে আছে।

বল্লালসেন। একি মায়া! একি বীভৎস মূর্ত্তি তোমার?

মায়াবতী। বীভৎস মূর্ত্তিটা দেখেই চম্‌কে উঠে্‌ছ রাজা? অন্তরের কদর্য্যতার পরিচয় তো এখনো পাওনি?

ধানুকী। হ, পায় নাই বইল্যা তোর বাসনাডা পোরলরে রাক্ষুসি!

মায়াবতী। রাক্ষুসী? হাঃ-হাঃ-হাঃ! সত্যই প্রবৃত্তিতে আজ আমি রাক্ষসীকেও ছাপিয়ে গেছি। শোন বাংলার অত্যাচারি রাজা! আমার পিতৃহত্যা আর ভগ্নীহত্যার প্রতিশোধ নিতে আমি তোমায় বিবাহ করেছিলুম, আজ তা পূর্ণ হয়েছে, তোমার আত্মীয়-স্বজন সকলকেই ঐ চিতায় আহুতি দিয়েছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

বল্লালসেন। কে—কে তুমি?

মায়াবতী। আমি বণিকশ্রেষ্ঠ গোবিন্দ দত্তের কন্যা। হঃ-হাঃ-হাঃ—

বল্লালসেন। ওঃ, রাক্ষসী—পিশাচী—

মায়াবতী। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব কর রাজা। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ কত জ্বালাময়। ঐ—ঐ চিতার আগুন আমাকে শুদ্ধ করে নেবার জন্য ডাকছে! পিতা—পিতা! দাঁড়াও, আমি যাব—আমি যাব—

[দ্রুত প্রস্থান।

বল্লালসেন। ওঃ—কি বীভৎসতা লুকিয়ে ছিল ওর অন্তরের মধ্যে। ধানুকি! ধানুকি! আজ আমার মত অসহায় বোধহয় বাংলায় আর কেউ নেই, পুত্র নির্ব্বাসনে, স্ত্রী, আত্মীয়-বান্ধব চিতারোহণে আত্মহত্যা করেছে, কি আশায় আমি এখনো বেঁচে আছি বলতে পারিস?

ধান্নুকী। থির হও—থির হও কত্তা! আমি যেমন কইর‍্যা পারি লক্ষ্মণদাদুকে ফিরাইয়া আনুম।

বল্লালসেন। আর সে আসবে না ধান্নুকি, আর সে আসবে না। মহাপাপী আমি, তাই উপযুক্ত পুত্রকে নির্ব্বাসন দিয়েছিলুম। ওঃ, সে কি এখনো বেঁচে আছে? না—না, অসম্ভব, সে নেই—সে নেই।

ধান্নুকী। আমি কইছি কত্তা! দাদু আমার বাঁইচ্যা আছে। তুমি সাহস কইরা বুক বাঁধ কত্তা, আমি আজই তার খোঁজে যামু।

বল্লালসেন। আর যে সাহস করতে পাচ্ছি না ধান্নুকি! আমি তাকে শিয়াল-কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছি। ওঃ, আমারি মহাপাপে আজ আমি স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-বান্ধব সকলকে হারালুম, আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। ওঃ—আমি কি করেছি—আমি কি করেছি! বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল]

উদয়গিরি আসিল।

উদয়গিরি। কেমন, মহাপাপি বল্লালসেন! সেদিন তোমার এসেছে কিনা?

বল্লালসেন। আমায় মার্জ্জনা করুন গুরুদেব!

উদয়গিরি। না—না, তোমার কুম্ভীরাশ্রু দেখে আমার মনে সহানুভূতি জাগবে না, বরং বুক থেকে তৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছে। মনে আছে রাজা! যেদিন আমার ব্রাহ্মণত্বের অপমান ক'রে রাজ্য হ'তে আমায় তাড়িয়ে দিয়েছিলে, সেইদিন কি প্রতিজ্ঞা ক'রে গিয়েছিলুম? আজ এসেছে সেই শুভদিন। তুমি কাঁদ রাজা, বুক চাপড়ে কাঁদ! তোমার বুকফাটা কান্নার রোল বাংলার আকাশে-বাতাসে

ছড়িয়ে পড়ুক, আর আমি তোমার শ্মশান-সমান প্রাসাদে দাঁড়িয়ে তৃপ্তির অট্টহাসি হাসি—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[প্রস্থান।

ধানুকী। কেউ ক্ষমা করতি পারল না, কেউ ক্ষমা করতি পারল না—বামুনডাও চাঁড়াল অইয়া গেল।

বল্লালসেন। কেউ ক্ষমা করবে না ; আমার মত মহাপাপীকে কেউ ক্ষমা করবে না। ধানুকি, হিতৈষী বন্ধু আমার! শেষের দিনে একটা অনুরোধ রাখবে ভাই ?

ধানুকী। হে কথাডা কইয়া ধানুকীরে অপরাধ করেন ক্যান কর্ত্তা ? হুকুম করেন।

বল্লালসেন। যদি পার আমার লক্ষ্মণসেনকে—

লক্ষ্মণসেন। [নেপথ্যে] কই কোথায় পিতা—কোথায় মহারাজ বল্লালসেন ?

বল্লালসেন। কে ডাকে—কে ডাকে ?

ধানুকী। কেডা—কেডা আইল—[আনন্দে লাফাইয়া উঠিল]

লক্ষ্মণসেন আসিল।

লক্ষ্মণসেন। পিতা—পিতা !—

বল্লালসেন। পুত্র—পুত্র !—[উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হইল]

ধানুকী। ওরে, শ্মশানে আবার স্বগ্‌গ লাইম্যা আইল।

লক্ষ্মণসেন। [সহসা আলিঙ্গনমুক্ত হইয়া] একি ; রাজবাড়ীতে অমঙ্গল-চিহ্ন পরিলক্ষিত হ'চ্ছে কেন ? কই ধানুকি! আমার মা কই ?

বল্লালসেন। লক্ষ্মণসেন! পুত্র! পুত্র! [কাঁদিয়া ফেলিল]

লক্ষ্মণসেন। পিতা! ধানুকি, শীঘ্র বল! আর আমায় উৎকণ্ঠায় রাখিস নি!

ধানুকী। মা নেই দাদু!

লক্ষ্মণসেন। মা নেই! মা নেই! [কাঁদিতে লাগিল]

ধানুকী। কাঁদিসনি—কাঁদিসনি দাদু!

লক্ষ্মণসেন। বল্—বল্ ধানুকি! কেমন ক'রে তাঁর মৃত্যু হ'লো?

বল্লালসেন। আমারই মহাপাপে, মা তোমার অকালে বিদায় নিয়েছে পুত্র!

ধানুকী। কোন শয়তান রাজবাড়ীতে পায়রা ছাইর‍্যা দিইল, হেই খবর পাইয়্যা তোর মা চিতায় পুইর‍্যা মরুছে।

বল্লালসেন। না—না, দোষ কারো নয়, সব অপরাধ আমার। অপরাধই যখন প্রমাণ হয়েছে, তখন বিচার ক'রে দণ্ড দিতে হবে। ঐ—ঐ জ্বলছে আমার স্ত্রী, আত্মীয় বান্ধবের চিতা, ঐ চিতাগ্নির সামনে আমার বিচার হবে—আমায় দণ্ড নিতে হবে—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। [প্রস্থানোদ্যত]

লক্ষ্মণসেন। পিতা—পিতা—

বল্লালসেন। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঐ এসেছে বিচারক—ঐ এসেছে বিচারক, দেখ—দেখ পুত্র, আমার বিচার দেখ—আমার দণ্ড দেখ!

[উন্মত্তবৎ দ্রুত প্রস্থান।

ধানুকী। মহারাজ মহারাজ!

লক্ষ্মণসেন। পিতা—পিতা—

একজন দস্যুসহ বক্তার খাঁ আসিল।

বক্তার। এই, খাড়া রহো! ধন-দৌলত সব দেও!

লক্ষ্মণসেন। সাবধান দস্যু! এত স্পর্দ্ধা, যে বাংলার রাজপ্রাসাদে দস্যুতা কর্‌তে এসেছ।

বক্তার। চুপ রও শালে!

ধানুকী। তবে রে সুমুন্দি। [মারিতে গেল]

বক্তার। [তরবারি ধরিয়া] এই শালে বুড্‌ঢা—

লক্ষ্মণসেন। কে আছ, একখানা অস্ত্র—একখানা অস্ত্র—

অস্ত্র লইয়া উদয়গিরি আসিল।

উদয়গিরি। এই নাও যুবরাজ!

[অস্ত্র দিয়া প্রস্থান।

[লক্ষ্মণসেন বক্তার ও অপর দস্যুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ; ধানুকী ছুটিয়া গিয়া লাঠি আনিল]

ধানুকী। ওরে সুমুন্দি মোছলমান! ধানুকী ডাকাত পঁচিশ বছর পরে আবার লাঠি ধর্‌ছে।

[ঘোরতর যুদ্ধশেষে বক্তারকে তাড়াইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গজনীর রাজসভা।

মহম্মদঘোরী ও জয়চাঁদ আসিল; বাইজীগণ নৃত্যগীত করিতেছিল।

বাইজীগণ। গীত।

টুট্ গ্যয়া মোর প্রীত্ কি স্বপ্না।
উচল্‌তে দিল্ মেরা পেয়ার লিয়ে
আঁখি কি রোসনাই লৌকতে আপনা।
প্রেম কি তসবির ছিপতে ছাটিয়া,
কওয়াত পেয়ারোঁ প্রীত বাতিয়া,
'দিল কি গুলাব উড়াওয়ত খুসবু
চিড়িয়া গাওয়াত প্রীত কি গানা।

[নৃত্যগীতান্তে বাইজীগণ সেলাম দিয়া চলিয়া গেল।

মহম্মদ। আজ আমার পরম সৌভাগ্য রাজাসাহেব যে, আপনার মত মহান্ অতিথিকে আমার প্রাসাদে পেয়েছি! আপনার সম্মানের জন্য—

জয়চাঁদ। না—না, আমার জন্য অত ব্যস্ত হবেন না।

মহম্মদ। ব্যস্ত হ'য়েও তো কিছু করতে পারবো না রাজা, কর্কশ মরুভূমির বুকে আমাদের বাস, এখানে আপনার উপযুক্ত খাদ্য বা আমোদ-প্রমোদের উপকরণ একেবারেই দুর্লভ। আপনি থাকেন ভূস্বর্গ দিল্লীর বুকে—

জয়চাঁদ। সত্য সুলতান, দিল্লীনগরী ভূস্বর্গই বটে।

মহম্মদ। আমাদের নসীবে ঐ ভূস্বর্গে বাস করা আর হবে না—

জয়চাঁদ। কেন সুলতান? আমি করে দেবো সে সুযোগ।

মহম্মদ। দেবেন রাজা? দিল্লীর বুকে বাসের জন্য একখণ্ড জমি আমায় দেবেন?

জয়চাঁদ। দেবো।

মহম্মদ। কেমন ক'রে দেবেন রাজা? দিল্লীশ্বর মুসলমান জাতিকে অস্পৃশ্য মনে করে; তাই দিল্লীর বুকে বাস করা তো দূরের কথা—কোন মুসলমান সেখানে প্রবেশ অধিকারও পাবে না।

জয়চাঁদ। বাহুবলে সে অধিকার গ'ড়ে নিন সুলতান!

মহম্মদ। বহুবার আমি চেষ্টা করেছি রাজা! কিন্তু পৃথ্বীরাজের পরাক্রমের কাছে পৃথিবীর কোন শক্তিই আজ দাঁড়াতে পারবে না।

জয়চাঁদ। কেন পারবে না সুলতান? আবার আপনি দিল্লী আক্রমণ করুন।

মহম্মদ। কোন সাহসে কর্‌বো? একবার দু'বার নয়, সাতবার আমি দিল্লী আক্রমণ করেছি, সাতবারই পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছি।

জয়চাঁদ। আর আপনার পরাজয় হবে না, যদি আমার কথামত চলেন।

মহম্মদ। নিশ্চয় চল্‌বো! হুকুম কর রাজা, আমায় কি করতে হবে?

জয়চাঁদ। শুনুন সুলতান! আমার জামাই পৃথ্বীরাজ আমার পরমশত্রু, তাকে দমন করতেই আমি দিল্লী আক্রমণ করবো, আপনি আমায় সাহায্য করুন। পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ক'রে ভারতের সিংহাসন

যদি অধিকার করতে পারি, তাহ'লে বিনাশুল্কে আমি আপনাদের বাণিজ্যের অধিকার দেবো ।

মহম্মদ । খোদার দোয়া আপনার উপর বর্ষিত হবে রাজা । এই দীন-দরিদ্র মুসলমান জাতি যদি ভারতের বুকে একটু স্থান পায়, তাহ'লে তারা আপনার জন্য বুকের তাজা খুন ঢেলে দেবে ।

জয়চাঁদ । উত্তম ; আপনি বাহিনী প্রস্তুত করুন, কালই আমরা ভারত অভিমুখে যাত্রা করবো ।

মহম্মদ । এখুনি আমি সেনাপতি কুতুব খাঁ আর বক্তিয়ার খাঁকে সংবাদ দিচ্ছি । কৈ হ্যায় ! কুতুব খাঁ—! দেখুন রাজা ! এই কুতুব খাঁ দুর্দ্ধর্ষ বীর, কিন্তু মুসলমানের ঘরে ওর জন্ম নয় ।

জয়চাঁদ । মুসলমানের ঘরে জন্ম নয় !

মহম্মদ । না রাজা ! ওর জন্মভূমি বাংলা, জাতিতে আপনাদেরই স্বজাতি, কিন্তু অস্পৃশ্য, তাই ক্ষত্রিয় আর ব্রাহ্মণরা ওকে ঘৃণা করতো ।

জয়চাঁদ । সত্য সুলতান ! হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা আজও বর্ত্তমান ।

মহম্মদ । তাই হিন্দুরাজা বল্লালসেন কুতুবের মত বীরকে চিরতরে হারালে । ওর মুখেই শুনেছি, ওর পিতাও নাকি বড় যোদ্ধা ছিল, শ্রমিকদের হয়ে সেও নাকি বাংলার রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল ।

জয়চাঁদ । হ্যাঁ সুলতান ! শুনেছি বাংলায় প্রজাবিপ্লব আরম্ভ হয়েছে ।

মহম্মদ । হিন্দুরাজাদের নিপীড়নই প্রজাদের বিপ্লবী ক'রে তুলেছে । দেশের প্রাণ দেশরক্ষী বাহিনী । তারা নমঃশূদ্র ব'লে রাজা ঘৃণা করবে, অস্পৃশ্য বলে দূরে সরিয়ে দেবে, আর জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য দেবে মাত্র ছয়টি তঙ্কা ! বলুন রাজা আমোদ-প্রমোদে তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করবে

আর প্রজারা অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রেও দুবেলা পেট ভ'রে খেতে পাবে না, এ কেমন বিচার ?

জয়চাঁদ। এই অবিচারের জন্যইতো হিন্দুরাজত্ব রসাতলে যাবে সুলতান !

কুতুবউদ্দিন আসিল।

কুতুব। আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন সাহানশা ?

মহম্মদ। হ্যাঁ, কুতুব ! রাজাসাহেব ! এই সেই বীরযুবক কুতুবউদ্দিন।

জয়চাঁদ। আদাব খাঁ সাহেব !

কুতুব। আদাব ! বেশভূষায় তো দেখছি হিন্দু। এর পরিচয়—

মহম্মদ। ইনি মহামান্য দিল্লীশ্বরের ওমরাহ। আমার সঙ্গে ইনি সন্ধিবদ্ধ, আমরা দিল্লী আক্রমণ করলে উনি আমাদের সাহায্য করবেন।

কুতুব। সন্ধির সর্ত্ত কি হবে ?

মহম্মদ। দিল্লী জয় করে আমরা ওঁকে সিংহাসনে বসাবো, বিনিময়ে উনি আমাদের ভারতে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেবেন।

কুতুব। সন্ধিচুক্তি যদি ভঙ্গ করেন ?

জয়চাঁদ। রাজপুত বিশ্বাসঘাতকতা করে না মোগল।

কুতুব। সে রাজপুত দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ, আপনি নন।

মহম্মদ। কুতুব !

কুতুব। চিন্তা করুন জনাব! দেশবাসীর কাছে যে বিশ্বাসঘাতক সাজতে পারে, সে যে বিদেশীর সঙ্গেও শত্রুতা করবে না, তার প্রমাণ ?

জয়চাঁদ। প্রমাণ আমার মুখের কথা।

মহম্মদ। যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশী প্রমাণও আমি চাই না। যান রাজাসাহেব, বিশ্রাম করুন গে। অচিরেই আমি সসৈন্যে আপনার সঙ্গে

যাত্রা করবো। [জয়চাঁদ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল] কুতুব! রাজনীতিতে তুমি আজও শিশু। অপ্রিয় যত সত্যই হোক্, স্বার্থসিদ্ধির সময় তা উচ্চারণ করতে নেই,—এটাই হল কূটনীতি।

কুতুব। ক্ষমা করবেন সাহানশা! আপনার কূটনীতির অর্থ বোঝবার ইচ্ছাও আমার নেই।

মহম্মদ। বুঝতে হবে কুতুব, ইসলামধর্ম্ম যদি সারা দুনিয়ায় প্রচার করতে চাও, তাহলে কূটনীতির আশ্রয়ে দেশের পর দেশ জয় করতে হবে।

কুতুব। কেন সম্রাট? ধর্ম্মপ্রচারের মূলে হিংসার বীজ লুকিয়ে থাকবে কেন? খোদার ফকিরী করতে এসে ঘাতক সাজতে হবে কেন? ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করতে এসে দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা কেন সম্রাট?

মহম্মদ। রাজশক্তির সাহায্য না পেলে কোন ধর্ম্মই প্রচার করা যায় না কুতুব। ভারতের হিন্দুরাজারা মুসলমান-বিদ্বেষী, তাই ভারত জয় করতে না পারলে, ইসলামধর্ম্ম প্রচারের আশা কোনদিন সফল হবে না।

কুতুব। আমায় কি করতে হবে?

মহম্মদ। আমার সমগ্র বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে তুমি ভারত আক্রমণ কর কুতুব।

কুতুব। ভুলে যাবেন না সম্রাট! আমি ভারতবাসী, বাংলা আমার জন্মভূমি।

মহম্মদ। জন্মভূমিকে তুমি আরও গৌরবান্বিত করে তোল কুতুব, উদার ইসলামধর্ম্ম প্রচার ক'রে।

কুতুব। তা হয়তো পারবো। কিন্তু মনে করুন সম্রাট, আজ যদি আমি ভারত আক্রমণ করি, আমার অন্তরাত্মা হয়তো বিদ্রোহ করবে।

মহম্মদ। দেশ তো তোমায় ত্যাগ করেছে—

কুতুব। না সুলতান! দেশজননী আমায় ত্যাগ করেনি, ঘৃণায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে আমার দেশের রাজা।

মহম্মদ। সেই রাজার নৃশংসতার প্রতিশোধ নাও।

কুতুব। [চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল] প্রতিশোধ!

মহম্মদ। ভেবে দেখ কুতুব! তোমার রাজশক্তি কি ভাবে তোমার পিতামাতাকে নির্য্যাতন করেছে, কি ভাবে তোমায় পিতৃহন্তা সাজিয়েছে, কি ভাবে তোমার বৃদ্ধ পিতার মস্তকে পদাঘাত ক'রে তোমার জননীর—

কুতুব। ওঃ,—বল্বেন না সম্রাট! আমি উন্মাদ হ'য়ে যাবো। সে কথা স্মরণে ধমনীর রক্ত উষ্ণ হ'য়ে মাস্তকে বিচরণ করে, উদ্বেলিত অশ্রু জমাট বেঁধে আঘাত করে প্রতিহিংসার দ্বারে, ক্ষণে ক্ষণে যেন ভেসে আসে আকাশের বুকে পিতার সেই অন্তিম ধ্বনি—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—প্রতিশোধ।

মহম্মদ। আমিও বলছি কুতুব, তুমি প্রতিশোধ নাও! ভারত বিজয় শেষ করে আক্রমণ কর বাংলা!

কুতুব। তাই করবো সুলতান! আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবো। আজই সসৈন্যে আমি ভারত-অভিমুখে যাত্রা করবো।

মহম্মদ। উত্তম, আমি সৈন্যসজ্জা করতে বক্তিয়ারকে আদেশ দিচ্ছি। যাও কুতুব! আক্রমণ কর ভারত, জয়লক্ষ্মী তোমাকেই জয়মাল্য দান করবে।

[চলিয়া গেল।

কুতুব। তাই যাব। সাহানশার দীন ইলাহি ধর্ম্মের প্রচারক আমি। আমি যাব বিদ্যুৎগতিতে ছুটে ভারতের বুকে। অভিজাত হিন্দুরাজাদের বুকের রক্তে ভারতের মাটি লাল ক'রে দেবো, দিল্লীর প্রাসাদশীর্ষ হ'তে পৃথ্বীরাজের পতাকা নামিয়ে দিয়ে সেথানে উড্ডীন করবো অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত ইসলামের পতাকা।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

দিল্লীর রাজপ্রাসাদ।

[নেপথ্যে কোলাহল শোনা যাইতেছিল, মধ্যে মধ্যে মুসলমান সৈন্যগণ আল্লা—আল্লাহো আকবর ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করিতেছিল]

সংযুক্তা ছুটিয়া আসিল।

সংযুক্তা। দিল্লীশ্বর! প্রভু! নাথ! এ অভাগিনীকে শত্রুবেষ্টিত রেখে আগেই তুমি বিদায় নিলে? [নেপথ্যে পুনরায় বহুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল—আল্লাহো—আল্লাহো—আকবর] ঐ যবন সৈন্যদের হর্ষধ্বনি! কি করি, কেমন করে রক্ষা করবো এই পবিত্র মুকুটের মর্য্যাদা?

জয়চাঁদ ও কুতুবউদ্দিন আসিল।

জয়চাঁদ। এগিয়ে আসুন—এগিয়ে আসুন খাঁ সাহেব! পৃথ্বীরাজ মৃত, সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ, প্রাসাদ অরক্ষিত, সিংহাসন অধিকার ক'রে, যুদ্ধের অবসান করুন। এগিয়ে আসুন! বাধা দেবার কেউ নেই!

সংযুক্তা। দিল্লীশ্বরী এখনো বেঁচে আছে দেশদ্রোহি! তার বাধা অতিক্রম না করে দরবারকক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না।

জয়চাঁদ। একি! সংযুক্তা?

সংযুক্তা। বল মহারাণি! দেশদ্রোহি, জাতিদ্রোহি, বিশ্বাসঘাতক! আজ তোর রক্ত দিয়ে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ শুদ্ধ করে নেবো। অস্ত্র ধর রাজপুতকলঙ্ক!

জয়চাঁদ। এখনো বলছি কন্যা, স'রে যা আমার সম্মুখ হ'তে, আজ আমি মূর্ত্তিমান্ বিভীষিকার মত দিল্লীর বুকে ছুটে এসেছি, নিদারুণ অপমানের প্রতিশোধ নিতে।

সংযুক্তা। এই কি প্রতিশোধের পন্থা? কেন তুমি হিন্দুরাজাদের নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করলে না? কেন আমার স্বামীকে গুপ্তহত্যা করে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলে না? কেন তুমি মুসলমান শক্তিকে ডেকে এনে ভারতের স্বাধীনতার চির সমাধি গড়ে দিলে?

জয়চাঁদ। দিল্লীশ্বর আমাকে যে অপমান করেছিল, তার প্রতিশোধ নিতে কেউ আমায় সাহায্য করতে চায়নি! কিন্তু, সুলতান মহম্মদঘোরী আমার আহ্বান উপেক্ষা করেনি, সাদরে বন্ধুরূপে সসৈন্যে এসে আমাকে জয়ীর আসন দিয়েছে। সরে যা—সরে যা সংযুক্তা! আমার উদ্দেশ্যপথে বাধা দিলে তোকেও আমি ক্ষমা করবো না।

সংযুক্তা। রাজপুত রমণীরা হাসিমুখে সহমরণে যায়, এ কথা যবন-সেনাপতি হয়তো না জান্তে পারে, তুমি তো জান বিশ্বাসঘাতক! এস দেশদ্রোহী, যুদ্ধ কর, আমাকে পরাজিত করে—আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে দরবার-কক্ষ অধিকার করে—ভারতের গৌরবোজ্জল স্বাধীনতা চির-দিনের জন্য বিদেশীর পায়ে বিক্রয় ক'রে দাও।

জয়চাঁদ। উত্তম! আক্রমণ করুন খাঁ সাহেব!

কুতুব। কেমন ক'রে আক্রমণ করবো রাজা? আমি এঁর মুখের মাঝে আমার মায়ের আদল দেখেছি! তেমনি দৃঢ়তার সঙ্গে দেশরক্ষার অদম্য উৎসাহ, তেমনি উন্নত গ্রীবায় যুদ্ধার্থে শত্রুকে আহ্বান, তেমনি জীবন পণ করে জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষায় প্রাণপাত চেষ্টা। মা! মা! তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলন ক'রে আমি আমার মায়ের অপমান করতে পারবো না। এই আমি অস্ত্র ত্যাগ ক'রে তোমার কাছে নতজানু হয়ে পরাজয় স্বীকার করছি মা! [অস্ত্রত্যাগ করিয়া নতজানু হইল]

জয়চাঁদ। খাঁ সাহেব? এত পরিশ্রম করে দিল্লী অধিকার করে—

কুতুব। পরাজিত হ'য়ে ফিরে যাবো। রাজাসাহেব! আজকের এই পরাজয়ে সুলতান যদি আমায় দণ্ড দেন, সে দণ্ড আমি মাথা পেতে নেবো, তবু মাতৃজাতির বিরুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করবো না।

জয়চাঁদ। ক্রীতদাসের ধর্ম্মজ্ঞান দেখলে হাসি পায়।

কুতুব। সত্য রাজা! আমি ক্রীতদাস, সুলতানের কৃপায় আজ আমি মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে সামান্য সৈনিক থেকে সেনাপতির পদলাভ করেছি। তবুও আমি ভুলতে পারিনি যে, আমি হিন্দু, নারীনির্য্যাতন হিন্দুর ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য।

জয়চাঁদ। তবে আপনি ওকে আক্রমণ করবেন না?

কুতুব। আমি আপনার মত দেশদ্রোহী নই রাজা!

জয়চাঁদ। উত্তম, এর বিচার হবে সুলতানের কাছে। আমিই আক্রমণ করে পথের বাধা দূর করবো।

[জয়চাঁদ আক্রমণ করিল কুতুবউদ্দীন তরবারি দ্বারা বাধা দিল]

কুতুব। সাবধান রাজা! ওকে আঘাত করবার পূর্ব্বে আমার বাধা অতিক্রম কর।

সংযুক্তা। চমৎকার—চমৎকার! যবন-সেনাপতি! আমি মুগ্ধ তোমার মাতৃভক্তি দেখে। যাও বীর, অধিকার কর তুমি দিল্লীর সিংহাসন! আমি একা তো ওকে রক্ষা করতে পারবো না! ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য্য আজ অস্ত গেল জাতিদ্রোহীর বিশ্বাসঘাতকতায়! হিন্দুর রাজ্য আর থাকৃবে না, কারণ তারা জাতীয় ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে নারীর মর্য্যাদানাশ করতে চায়, কিন্তু তোমরা যবন হয়েও যখন নারীজাতিকে মর্য্যাদা দিতে শিখেছ, তখন তোমাদেরই পূজা নেবার জন্য ভারতমাতা অপেক্ষা করছে। নাও বীর গ্রহণ কর মায়ের দান। [রাজমুকুট দান করিল] আমি যাই—আমি যাই যেখানে হাজার হাজার রাজপুত-রমণী স্বামীর সহযাত্রিনী হচ্ছে। [দ্রুত প্রস্থান।

কুতুব। রাজাসাহেব! রাজাসাহেব! আজ আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে কচ্ছি!

জয়চাঁদ। ভাগ্যবান্ না হ'লে কি সামান্য ক্রীতদাস থেকে গজনীর সুলতানের প্রধান সেনাপতি হ'তে পারতেন?

কুতুব। না—না, সে আমার দুর্ভাগ্যেরই পরিচয়। আজ আমি জাতিহারা, স্বজনহারা, সর্ব্বহারা হ'য়েও ভাগ্যবান্ ভাবছি এইজন্য, যে হিন্দুরমণীরা নারীত্বের গৌরবরক্ষায় স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যায়, আমি সেই হিন্দু মায়েরই কুসন্তান।

মহম্মদঘোরী আসিল।

মহম্মদ। কুতুব! আমি তোমার বীরত্ব আর রণকৌশলে মুগ্ধ।

কুতুব। ধরুন জনাব, ভারতের রাজমুকুট!

মহম্মদ। না কুতুব! আমি বৃদ্ধ, এ বয়সে আর নূতন ক'রে রাজ্য-পরিচালনার শক্তি আমার নেই, এই ভারত অধিকৃত হয়েছে শুধু তোমারই প্রাণপাত চেষ্টায়—

জয়চাঁদ। তাই সন্ধি-চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী ভারতের সিংহাসন এখন আমার।

মহম্মদ। ভুল রাজাসাহেব! ভারতের পবিত্র গুলবাগ দেশদ্রোহীর জন্ম তৈরী হয়নি।

জয়চাঁদ। তবে ভারতের সিংহাসনে—

মহম্মদ। বসবে উদার মুসলিম বীর কুতুবউদ্দিন।

[কুতুবের মস্তকে মুকুট পরাইয়া দিলেন]

জয়চাঁদ। বিশ্বাসঘাতক সুলতান!

কুতুব। সাবধান রাজা!

জয়চাঁদ। আমার সঙ্গে কি সন্ধি হয়েছিল মনে আছে?

মহম্মদ। রাজাসাহেব! সে সন্ধির মধ্যে আপনার ও আমার দুজনেরই শঠতা ছিল।

জয়চাঁদ। শঠতা!

মহম্মদ। নিশ্চয়! দিল্লীর সিংহাসনে বসলে আর আপনি মুসলমানদের চিনতে পারতেন না; তাই একবার যখন করায়ত্ত হয়েছে, তখন আজ থেকে ভারত-সাম্রাজ্য পরিচালনা করবে মুসলমানজাতি।

জয়চাঁদ। জেনে রাখুন সুলতান, এ বিশ্বাসঘাতকতা ধর্ম্ম সইবে না।

কুতুব। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাসালে রাজা! দেশের সঙ্গে তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, তা ধর্ম্ম সইবে, আর আমরা করেছি বিশ্বাস-ঘাতকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, ধর্ম্ম তা সইবে না? বলিহারি তোমার ধর্ম্মজ্ঞান। যাও—যাও রাজা! পারতো ঐ যমুনায় ঝাঁপ দিয়ে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। আসুন জনাব! প্রাসাদে বিশ্রাম করবেন আসুন।

মহম্মদ। কি ভাবছেন রাজাসাহেব? যান। হয় আত্মহত্যা করে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করুন, নয় ভারত ছেড়ে অন্য কোন স্বাধীন রাজ্যে আশ্রয় নিন, কারণ মুসলমানের রাজ্যে আর আপনার স্থান নেই।

[কুতুবসহ প্রস্থান।

জয়চাঁদ। ওঃ, কি করলুম! খাল কেটে আমি কুমির ডেকে নিয়ে এলুম। হিংসায় অন্ধ হ'য়ে জাতির সর্ব্বনাশ করলুম? আমার নামে পৃথিবী নাসিকা কুঞ্চন করবে, ইতিহাস ভারতের স্বাধীনতা লুপ্তকারী বলে আমায় দায়ী করবে, সারা হিন্দুস্থান আমায় দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক বলবে। ওঃ, ভগবান্! আমায় মৃত্যু দাও—আমায় মৃত্যু দাও!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রামপালের রাজপথ।

উদয়গিরি আসিল।

উদয়গিরি। অদূরদর্শিতার কি বিষময় ফল ফলেছে! মুসলমান-সৈন্যেরা লুণ্ঠন ক'রে বেড়াচ্ছে। ভারত মুসলমান-করতলগত, বাংলার দিকে যারা শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল, আজ সুযোগ বুঝে তারাই ছুটে এসেছে। রাজা লক্ষ্মণসেন অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করছে। হায় বল্লালসেন, তুমি তো চলে গেছ, কিন্তু কি সর্ব্বনাশ করে গেলে।

[প্রস্থান।

খুব সন্তর্পণে একটি হাঁড়িতে মুদ্রা লইয়া
বিষ্ণুরাম আসিল।

বিষ্ণুরাম। সুযোগ বুঝে ঠাকুরের গহনা-গাঁটি, টাকা-কড়ি সব নিয়ে পালিয়ে এসেছি, কিন্তু যাই কোথায়? পথে মুসলমান-দস্যুর আমদানি হয়েছে। রাজা লক্ষ্মণসেন উঠে পড়ে ডাকাত তাড়াতে লেগেছে; না আর দেরা নয়, টাকাগুলো একটা বনে সরিয়ে রেখে, গিন্নীকে বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে একেবারে উড়িষ্যায় চ'লে যাবো!

একজন মুসলমান সৈনিক আসিল।

সৈনিক। এই শালে, ও হাণ্ডীমে কেয়া হ্যায়?

বিষ্ণুরাম। কিছু নেই বাবা! ছেলেদের জন্যে মোয়া মোণ্ডা নিয়ে যাচ্ছি।

সৈনিক। মোয়া! ও কৌন চিজ?

বিষ্ণুরাম। মানে—খৈ গুড় দিয়ে মাখ্‌কে ডেলা ডেলা পাকাতা ঠিক গোল্লার মত।

সৈনিক। আচ্ছা, ও গুল্লা মুজকে দেও!

বিষ্ণুরাম। ও খৈ গুড়মে চটকানো? খাকে কেন অনর্থক জল পিপাসা বাড়ায়গা বাবা?

সৈনিক। কেয়া?

বিষ্ণুরাম। ছু না বাবা, কিছু না? বল্‌ছি এ সব বাংলা খাবার খাকে কেন শরীর খারাপ করেগা বাবা?

সৈনিক। যো খারাপ হৈয় মুজকে দেখলাও—[হাঁড়ি টানিয়া লইল]

বিষ্ণুরাম। [হাঁড়ি ধরিয়া] টেন না—টেন না—ও গুড় চটকান হ্যায়—

সৈনিক। [ঢাকা খুলিয়া] শালে বদমাস্! এত্তা রূপেয়া লেকর্ তুম ভাগ্‌তা রহা? দেও শালে!

বিষ্ণুরাম। না—না, আমি দেবো না—আমি দেবো না—

সৈনিক। দেওগে নেহি? চল্ শালে, তুমকো নদীপর ডারেঙ্গে। দেও—দেও—

[তরবারি দিয়া খোঁচা দিতে দিতে বিষ্ণুরামকে লইয়া যাইতেছিল, বিষ্ণুরাম অনবরত বলিতে লাগিল]

বিষ্ণুরাম। আমাকে মার কাট—আমি দেবো না—দেবো না—

[উভয়ের প্রস্থান।

কুতুবউদ্দিন আসিল।

কুতুব। মেহেরবান খোদা! তুমি তো জান, অদম্য প্রতিহিংসার নেশা আমায় উন্মাদ ক'রে টেনে নিয়ে এল বাংলার বুকে, কিন্তু দেশের বুকে পদার্পণ ক'রেই সে নেশা আমার কেটে গেল! জন্মভূমির উপর দরদে বুক ভ'রে গেল, তাই বক্তিয়ার খাঁকে সৈন্য ফেরাবার আদেশ জানিয়ে এলুম। আহা! কি সুন্দর আমার জন্মভূমি! এর সর্ব্বত্রই যেন মধু মাখান, এর শ্যামল শস্যক্ষেত্র যেন মায়া-বিজড়িত, উন্মুক্ত নীল আকাশ যেন মায়া ছড়িয়ে রেখেছে, নদীর কল-কলনাদ যেন মায়া-সঙ্গীত গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। ওগো আমার সোনার বাংলা! তুমি কি আর আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে তোমার বুকে আমায় স্থান দিতে পার না? ওকি! মুসলমান সৈন্য একজন বাঙ্গালীকে অস্ত্রাঘাতে বধ করবার চেষ্টা করছে! সৈনিক—সৈনিক! ওকে হত্যা করো না! ও যে সম্রাট কুতুবউদ্দিনের ভাই—ওযে বাঙ্গালী—

[দ্রুত প্রস্থান।

লক্ষ্মণসেন আসিল।

লক্ষ্মণসেন। ওকি! কে ওই বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিহিত উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করছে? মনে হয় মহম্মদঘোরীর কোন আত্মীয় এখানে আত্মগোপন ক'রেছিল, আমাকে দর্শনমাত্রেই প্রাণভয়ে পলায়ন করলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এত ভীরু এই মুসলমান জাতি! অথচ একরাত্রেই এরা ভারত অধিকার করলে! বিশ্বাসঘাতক জয়চাঁদকে যদি একবার পেতুম, জীবন্ত তার চামড়া খুলে নিতুম। দেশদ্রোহী নিজের দেশকে সমর্পণ করলে, সঙ্গে সঙ্গে বাংলাকেও বিপন্ন করে গেল। না, আর বিলম্ব নয়, আজই উড়িষ্যার সাহায্য প্রার্থনা করবো। ওকি! ওখানে অত আগুন

জ্ব'লে উঠলো কেন? [নেপথ্যে আর্ত্তনাদ] ভয় নাই—ভয় নাই প্রজাগণ! এখনো লক্ষ্মণসেন তোমাদের প্রহরীর মত রাজধানীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

[দ্রুত প্রস্থান।

[পাত্রে বসান তুলসী গাছ লইয়া মহারাণী আসিল। তাহার কেশ অর্দ্ধপক্ক, বার্দ্ধক্যের ভারে দেহ অবনত, বদনমণ্ডল কালিমালিপ্ত। সে অর্দ্ধোন্মাদিনীভাবে আপনমনে বলিতেছিল—]

মহারাণী। অনেকদিন তো কথা কওনি! আজ একবার কথা বল! ওঠ প্রভু, জেগে ওঠে তোমার দাসী মহারাণীর সঙ্গে কথা বল—কথা বল! তবুও নীরব? ও, অভিমান। সেদিন পাষাণীর মত বিদায় দিয়েছিলাম সেই বিদায় হ'লো চির বিদায়। [ক্রন্দন] ওঃ, সে দুঃখ যে আমার ম'লেও যাবে না! শান্তি দাও প্রভু, তুমি জেগে উঠে আমায় শান্তি দাও। [পুনরায় পাত্রটি কানের কাছে রাখিল] এঁ্যা—কি বলছ? তোমার পুত্র? সে তো আর আমার কাছে নেই, তাকে দস্যুরা ঐ ধলেশ্বরীর বুকে জাহাজ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। আমি প্রত্যহ গভীর রাত্রে ধলেশ্বরীর ধারে গিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকি—ওরে নবকুমার, ফিরে আয়—ওরে, ফিরে আয়! [নেপথ্যে—কুতুবউদ্দিন—"কার—কার কণ্ঠস্বর? কে ডাকে?"] কার—কার কণ্ঠস্বর? কে—কে? ওরে, সে এলো কি? না—না, হতাশা—শুধুই হতাশা!

কুতুবউদ্দিন আসিল।

কুতুব। কে—কে এই বৃদ্ধা? একে দেখে অন্তর উদ্বেলিত হ'লো কেন? মনে হয়, না—না—অসম্ভব! [প্রকাশ্যে] মা—

মহারাণী। কে—কে? ওরে মায়াবি, কে তুই ও নামে ডাকলি? না—না, সে তো নয়! [নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া] এ যে বিধর্ম্মী!

কুতুব। কার—কার কথা বলছ মা ? তোমার কি কেউ হারিয়েছে ?

মহারাণী। হাঁ—হাঁ, হারিয়েছে ; সে আমার বুকের মাণিক—আমার সাত রাজার ধন, আমার ছেলে নবকুমার।

কুতুব। কে—কে তোমার ছেলে ? কোন্ নবকুমারের কথা বলছ মা ? কে সেই ভস্মচ্ছাদিত বহ্নি !

মহারাণী। আমার পুত্র নবকুমার।

কুতুব। তোমার পুত্র ? তোমার স্বামীর নাম ?

মহারাণী। বোকা ছেলে ! হিন্দু-নারীর স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে নেই।

কুতুব। আর আমায় উৎকণ্ঠিত রেখো না ! বল—বল মা, তোমার স্বামীর নাম কি রাজু ?

মহারাণী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি—তুমি সে নাম জানলে কি করে ?

কুতুব। মা—মা ! আমিই তোমার সেই হতভাগ্য সন্তান নবকুমার। [পদতলে বসিল]

মহারাণী। না—না, অসম্ভব, এ অসম্ভব ! তুমি যে বিধর্ম্মী ! তুমি যে মুসলমান।

কুতুব। কালের ঘূর্ণায়মান চক্রে পতিত হ'য়ে তোমার নবকুমার আজ মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষা নিয়ে কুতুবউদ্দিন নাম গ্রহণ করে ভারত-সম্রাটের সম্মানিত আসনে উপবেশন করেছে মা !

মহারাণী। তুমি ! তুমিই সেই পরস্ব অপহারী দস্যু সম্রাট কুতুবউদ্দিন ? তুমিই পৃথিবী ত্রাস সম্রাট কুতুবউদ্দিন ? ওঃ, ভগবান—ভগবান ! এ বজ্রাঘাত হানবার আগে আমায় মৃত্যু দিলে না কেন ?

কুতুব। চল মা ! তুমি আমার প্রাসাদে চল। কেউ তোমার ধর্ম্মে আঘাত দেবে না।

মহারাণী। না—না, স'রে যা—স'রে যা বিধর্ম্মি! আমি ভুলে যাবো নবকুমার নামে আমার কেউ ছিল, ভুলে যাবো আমার সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি, জানবো আমি বন্ধ্যা—বন্ধ্যা—বন্ধ্যা।

কুতুব। এত অপরাধী আমি তোমার বিচারে মা?

মহারাণী। চুপ কর্—চুপ কর্ নারকি! আমি বিধর্ম্মীর মা নই। যে নিজের ধর্ম্ম হারিয়ে পর ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে, সে আমার পুত্র নয়।

কুতুব। তুচ্ছ দিল্লীর মসনদ! আমি সব পরিত্যাগ ক'রে তোমার ঘরে ফিরে আসবো মা, তুষানলে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বো, শুধু একবার—একবার তোমার চরণ স্পর্শের অধিকার দাও!

মহারাণী। না—না, তুই যে অস্পৃশ্য মুসলমান!

কুতুব। স্নেহের মন্দাকিনী-ধারায় স্নান করিয়ে আবার আমায় শুদ্ধ ক'রে নাও মা! দাও মা তোমার পদসেবার অধিকার।

মহারাণী। ভগবান্—ভগবান্! ব'লে দাও আমি কি কর্‌বো? একদিকে সনাতন ধর্ম্মের মর্য্যাদা, অন্যদিকে সন্তানের আহ্বান।

কুতুব। আমার তাজা খুনে তোমার পা ধুইয়ে দিলেও কি আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না মা? ডাক মা, আবার তেমনি স্নেহমাখা কণ্ঠে আমায় কুমার ব'লে ডাক!

মহারাণী। কুমার! নবকুমার! পুত্র আমার! [বক্ষে ধরিতে উদ্যত হইয়া] না—না, ও যে বিধর্ম্মী—ও যে মুসলমান! ভগবান! ওঃ—[সহসা কর্ত্তিত বৃক্ষের ন্যায় পড়িয়া গেল]

কুতুব। মা—মা! না—না, মা তো আমায় পাদস্পর্শের অধিকার দিয়ে যায়নি। দিন-দুনিয়ার মালিক খোদা! মা আমার চিরদুখিনী, ওঁর পবিত্র আত্মার শান্তি দাও!

লক্ষ্মণসেন আসিল।

লক্ষ্মণসেন। এই যে বিধর্ম্মি! হত্যায় লুণ্ঠনে আজ সারাদিন তুমি রামপালকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তুলেছ, নাও—অস্ত্র ধর!

কুতুব। আজ আমি অস্ত্র ধরবো না রাজা! এই অস্ত্র ত্যাগ করলুম। [অস্ত্র ফেলিয়া দিল]

লক্ষ্মণসেন। পরাজয় অনিবার্য্য জেনে অস্ত্র ত্যাগ করলে? এই ভীরুতা নিয়েই তুমি বাংলা আক্রমণ করেছিলে?

কুতুব। ভয়—সম্রাট কুতুবউদ্দিন জানে না রাজা!

লক্ষ্মণসেন। তুমিই কুতুবউদ্দিন? তুমিই হিন্দুস্থানের বিভীষিকা সম্রাট্ কুতুবউদ্দিন? অস্ত্র ধর সম্রাট্! আজ পরীক্ষা নেবো তোমার বাহুবলের।

কুতুব। বলেছি তো রাজা, আজ আমি অস্ত্র ধরবো না; এইমাত্র আমার মাতৃবিয়োগ হয়েছে।

লক্ষ্মণসেন। মাতৃবিয়োগ!

কুতুব। ঐ দেখুন রাজা! মা আমার ইহলোকের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে পরলোকে যাত্রা করেছে!

লক্ষ্মণসেন। এ তো হিন্দুরমণী! আর তুমি তো মুসলমান।

কুতুব। বাংলাদেশে তাই হয় রাজা! আমি বাঙ্গালী হিন্দুর ছেলে এই রামপালই আমার জন্মভূমি।

লক্ষ্মণসেন। রামপাল জন্মভূমি! তোমার পিতার নাম?

কুতুব। রাজু।

লক্ষ্মণসেন। তুমিই বিপ্লবী বাঙ্গালী রাজুর পুত্র?

কুতুব। হ্যাঁ রাজা! আমার এই পরিবর্ত্তনে মা এমনি আঘাত পেয়েছেন যে, সে আঘাত সইতে না পেরে চির শান্তিধামে চ'লে গেলেন।

রাজা ! রাজা ! আমি মুসলমান ব'লে মা আমায় পাদস্পর্শের অধিকার দিলে না। পার—পার রাজা, একবার—একটি দিনের জন্ত আমায় সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে নিতে ? চিরদিনের জন্ত নয়—মাত্র একদিন —শুধু একদিন আমি প্রাণভ'রে মায়ের পা দুটি জড়িয়ে চোখের জলে অভিষিক্ত করি—নিজের হাতে মায়ের শেষকৃত্যটা সম্পন্ন করি। তারপর আমি দিল্লীর সিংহাসন ত্যাগ করে সমস্ত মুসলমান ভাইদের নিয়ে গজনীতে ফিরে যাবো ; পার—পার রাজা ?

লক্ষ্মণসেন। সম্রাট্ কুতুবউদ্দিন ! আর তা হয় না। হিন্দুধর্ম্ম এমনই কঠিন যে, একবার বিচ্যুত হ'লে আর ফেরানো যায় না। তার অবরুদ্ধ লৌহ কপাটে মাথা খুঁড়ে রক্ত ঢাললেও সে অর্গল আর খোলে না।

কুতুব। তবে কি আমার মায়ের শেষকৃত্যটাও হবে না রাজা ?

লক্ষ্মণসেন। হবে সম্রাট। তোমার মা নীচকুলোদ্ভবা হ'লেও আমার দেশের চিরশুদ্ধা মা, আমার সনাতন হিন্দুধর্ম্মের গৌরব, বাংলার মহীয়সী নারী। আমি তাঁর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করবো। [মহারাণীর মৃতদেহ তুলিয়া] চল সম্রাট ! তোমার মায়ের শেষ কাজ আমিই সম্পন্ন ক'রে আসবো।

কুতুব। [মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ খুলিয়া] মহারাজ ! আপনার ঋণ আমি পরিশোধ করতে পারবো না। হিন্দুর মধ্যে আর সে ঐক্য নেই, হয়তো বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্ত যাবে। তবুও আর্ত্তের রক্ষায় আজও বাঙ্গালী প্রাণপণে ছুটে যায়। রাজা ! রাজা ! সনাতনধর্ম্মী বাঙ্গালীর এ উদারতার কথা যখনই দিল্লীর বুকে স্মরণ হবে, তখনই ভারত সম্রাটের উন্নত মস্তক শ্রদ্ধায় নত হ'য়ে যাবে।

[অভিবাদন করিতে করিতে লইয়া গেল।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

উন্মুক্ত প্রান্তর।

উদয়গিরি আসিল।

উদয়গিরি। শুনেছিলুম ভারত সম্রাট কুতুবউদ্দিন বাঙ্গালী, তাই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলুম তাকে দেখতে; কিন্তু, কৈ, কোথায় ভারত সম্রাট, কোথায় বাংলার ছেলে বাঙ্গালী কুতুব?

কুতুবউদ্দিন ও লক্ষ্মণসেন আসিল।

কুতুব। বাংলার ছেলে কুতুব নয় মহাত্মন্! বাংলার ছেলে নবকুমার।

উদয়গিরি। নবকুমার। কে নবকুমার? রাজু সৈনিকের পুত্র নবকুমার?

কুতুব। হ্যাঁ। আমিই সেই হতভাগ্য নবকুমার।

উদয়গিরি। হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থা হারিয়ে কেন তোমার এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ?

কুতুব। খোদার মর্জির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি কারো নেই মেহেরবান! দস্যু বক্তার খাঁ আমায় বন্দী করে নিয়ে গিয়ে গজনীর হাটে বিক্রয় করেছিল, সুলতান মহম্মদ ঘোরীর উজীর আমায় ক্রয় ক'রে সুলতানের কাছে দাসরূপে নিয়োজিত ক'রেছিল, আমার অস্ত্র-

বিভার পারদর্শিতায় সুলতান আমায় সৈন্যবিভাগে স্থান দিয়ে ইসলাম ধর্ম্মের পুস্তক পাঠ করতে বলেছিল, ওদের ধর্ম্মের উদারতা দেখে আমি ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হই, তারপর নিজের চেষ্টায় আর খোদার দয়ায় আমি সুলতানের স্নেহ আকর্ষণ করি।

উদয়গিরি। দেখছ লক্ষ্মণসেন! তোমার পিতার শ্রেণীভাগের কি বিষময় পরিণাম? আজ কুমারের মত প্রতিভাবান বীরকেও আমাদের হারাতে হয়েছে।

লক্ষ্মণসেন। বাংলার উপর বিধাতার কোপ দৃষ্টিতে পিতার দুর্ম্মতি হয়েছিল। আমি বেশ বুঝতে পারছি গুরু, বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্ত যাবে।

কুতুব। মহারাজ! বাংলার উপর সুলতান মহম্মদঘোরীর শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে, কিন্তু কুতুবউদ্দিনকে দিয়ে তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হবে না। আমি জীবনে বাংলার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবো না। তবে সেনাপতি বক্তিয়ার খাঁ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাংলার দিকে; খুব সাবধান।

লক্ষ্মণসেন। লক্ষ্মণসেন শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করবে সম্রাট!

কুতুব। না—না, ও ডাকে আমাকে ব্যথিত করবেন না রাজা! বলুন নবকুমার! যতক্ষণ বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে থাকবো ততক্ষণ আমি বাংলার ছেলে নবকুমার।

উদয়গিরি। সত্যই আমাদের চক্ষে তুমি ভারতসম্রাট কুতুবউদ্দিন নও, তুমি বাংলার ছেলে বাঙ্গালী।

কুতুব। মহারাজ! আমার একটা আবেদন—

লক্ষ্মণসেন। বলুন বীর!

কুতুব। আমার পিতামাতার স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণের জন্য আমায় কিছু মাটি ভিক্ষা দিন।

লক্ষ্মণসেন। ভিক্ষা কেন বলছ বীর? বল দাবী। তুমি বাঙ্গালী বাংলার ওপর তোমার জন্মগত অধিকার। তুমি তোমার ইচ্ছামত ভূখণ্ডের উপর তোমার পিতামাতার স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ কর।

কুতুব। ধলেশ্বরীর তীরে আমি একটা মঠ প্রস্তুত করবো, সেই মঠই হবে আমার পিতামাতার স্মৃতি-স্তম্ভ; আর আমার পিতার বীরত্ব গাঁথা চিরস্মরণীয় ক'রে রাখতে সেই স্মৃতি মন্দিরের গাত্রে বড় বড় অক্ষরে খোদিত ক'রে দেবো বিপ্লবী বাঙ্গালী। যখনই কেউ ঐ মঠের দিকে চেয়ে দেখবে, তখনই তার স্মৃতিপটে উদয় হবে আমার পিতার বীরত্বের কথা; যখনই বাঙ্গালী কর্ম্মক্লান্ত অবসন্ন দেহ নিয়ে গৃহে ফিরবে, তখনই মনে করবে তাদের মাঝে এসেছিল শ্রমিক দরদী রাজুভাই—"বিপ্লবী বাঙ্গালী"।

